গ্লোবাল ডায়ালগ

৮.২

১৭ টি ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

জন হলওয়ে-এর সাথে সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আলাপচারিতা

ল্যাবিনত কুনুশেভসি

নব্য-উদারনৈতিক চিন্তাধারা

কারিন ফিশার
ডিয়েটার প্লাহে
এলেইন ম্যাককিওন
হারনান রামোজ
মাটিয়াস কিপিং

সেবার সংকট

হেইডি গটফ্রাইড
জেনিফার জিইয়ে চুন
ফিয়োনা উইলিয়ামস
এডেল ব্লাকেট
ক্রিস টিলি
জিওর্জিনা রোজাস
নিক থিওডোর
সাবরিনা মারচেত্তি
হেলমা লুজ
ইউইয়েন তিও
পে-চিয়া ল্যান
শর্মিলা রুদ্রপা
হেলেন শোয়েকেন

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

হার্টমুট রোসা
জেসমিনকা ল্যাঞ্জাক

উন্মুক্ত বিভাগ

> চীনের আবাসন উন্নয়ন কোম্পানি ও কৃষক আন্দোলন

> *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর রোমানিয়ান সম্পাদক দলের পরিচিতি

ম্যাগাজিন

ভলিয়ম ৮ / সংখ্যা ২ / আগস্ট ২০১৮
http://globaldialogue.isa-sociology.org/

জিডি

International Sociological Association

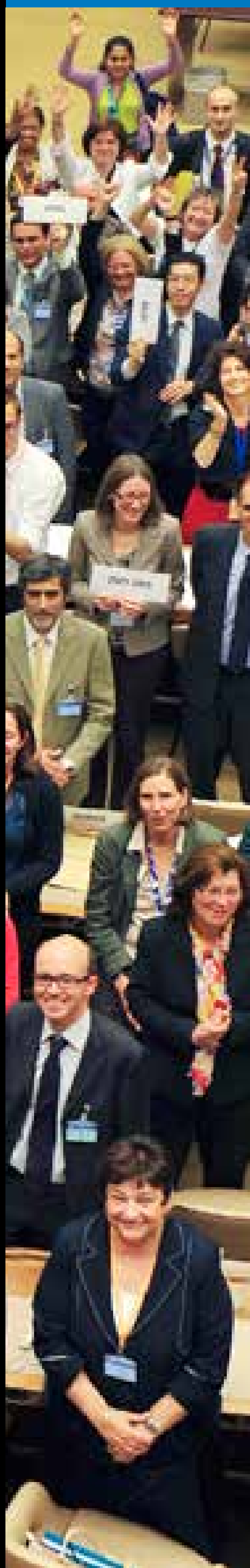

> সম্পাদকীয়

বাজার মৌলবাদ ও নব্য-উদারতাবাদ বিশ্বের অনেক জায়গাতে প্রাত্যাহিক জীবনাচরণ ও অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করছে। বিভিন্ন জাতীয়, আন্তর্জাতিক, অতি ও অধি জাতীয় পর্যায়ের সমসাময়িক রাজনীতিতে অর্থ, বাজার ও নব্য উদারতাবাদী চিন্তা হলো মুল বিষয়। চলতি সংখ্যা বর্তমান সময়ের এই প্রভাবশালী প্রবৃত্তির উপরে দুইটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। সাক্ষাৎকার অংশে, পুঁজিবাদের উদ্দীপ্ত ও তীক্ষ্ণ সমালোচক জন হলোওয়ে অর্থের বিধ্বংসী চরিত্র, মূলধন পুঁজিবাদের বৃদ্ধি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর সন্দেহযুক্ত অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সমাজ সম্ভব এটার উপর জোর দিয়েছেন। নব্য উদার ভাবনা-এর উপরে প্রথম আলোচনা সভার বক্তাগন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে নব্য-উদারতাবাদ বাজার ব্যবস্থার স্ব-নিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী উদার ভাবনাকে প্রকাশ করে। নব্য উদার ভাবনা উক্ত ধারনার বলিষ্ট সমর্থক। যদিও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সে বিষয়ে জ্ঞাত থাকতাম না। কারিন ফিসার নামক সমাজবিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি অনেকগুলো প্রবন্ধ সংকলন একত্র করেছেন এবং যা দেখায় এই চিন্তা ধারা কতটুকো কাজ করছে ও সমাজে কতটুকো প্রভাব বিস্তার করছে।

গত দশকে সেবা ও সেবা চাকরি এমন বিষয়ে পরিণত হয়েছে যা সমাজবিজ্ঞানীদের ক্রমবর্ধমান মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আমাদের দ্বিতীয় আলোচনা সভার জন্য উক্ত বিষয়ের বিখ্যাত গবেষক হেইতি গতফ্রিড ও জেনিফার জিয়ি চ্যান প্রবন্ধ সংকলন করেছেন যা আমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের সেবা সেবা চাকরি সংক্রান্ত সংগঠনের চলমান ও ভবিষ্যৎ দীর্ঘ পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। উক্ত বিষয়ে অনেকগুলো মতবাদ যেমনঃ নতুন সেবার বাজার, শরীরের বাজারীকরন, পরিবার ও লিঙ্গ বিন্যাসে পরিবর্তন, অভিবাসন ও বৈশ্বিক সেবার চক্রকে বর্তমান পুঁজিবাদ এবং লিঙ্গ, বর্ণ ও শ্রেণি সম্পর্কের পরিবর্তনের মূল অণুঘটক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গৃহস্থ শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য গবেষণা সংযোগের পাশাপাশি সামাজিক বিজ্ঞানীদের ও সমাজকর্মীদের প্রভাবশালী বহুমুখী উদ্যোগকে আমরা উত্থাপন করি। যারা এই ক্ষেত্রের উপযোগী কর্ম শর্তের জন্য প্রচেষ্ঠা করে যাচ্ছেন।

বিগত বছর ধরে, জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ও সামাজিক দার্শনিক হার্টমুট রোসা আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজকে তার কিছু মূলনীতির জন্য সমালোচনা করেছেন। এটি হলো বিস্তার, উৎপাদন ও সমাপ্ত করতে পুঁজিবাদের অপরিবর্তনীয় চাহিদা। বিশেষ করে অনুরণন ও অনুরণনের অভাব-এর উপরে তাঁর প্রবন্ধ বর্তমানের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। চলতি সংখ্যায় তিনি তাঁর অনুরণন প্রত্যায়ের মধ্যে কিছু অর্ন্তদৃষ্টি তুলে ধরেছেন।

এছাড়াও ক্রোয়েশিয়ান সমাজতাত্ত্বিক সংস্থা-এর সভাপতি জেসমিঙ্কা ল্যাঞ্জেক তার সাক্ষাৎকারে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের উন্নয়ন ও সমাজবিজ্ঞানের জন্য প্রতিকূলতা নিয়ে আলোচনা করেন। অন্য একটি প্রবন্ধে চীনে নগরায়ন ঘিরে যে দ্বন্দ্ব তা ব্যাখ্যা করা হয়। রোমানীয় সম্পাদক দল সর্বশেষ কিন্তু ক্ষুদ্রতম নয়, গ্লোবাল ডায়ালগে তাদের অবদান তুলে ধরেন। ■

ব্রিজিত আলেনবার্কার ও ক্লাউস দোরে,
গ্লোবাল ডায়ালগ-এর সম্পাদকদ্বয়

> আইএসএ-এর ওয়েবসাইটে ১৭ টি ভাষায় অনূদিত *গ্লোবাল ডায়ালগ* ম্যাগাজিনটি পাওয়া যায়।
> লেখা পাঠাতে পারেন globaldialogue.isa@gmail.com- এই ইমেইলে।

International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকদ্বয়ঃ Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সহকারী সম্পাদকদ্বয়ঃ Johanna Grubner, Christine Schickert.

সহযোগী সম্পাদকঃ Aparna Sundar.

নির্বাহী সম্পাদকদ্বয়ঃ Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শকঃ Michael Burawoy.

গণমাধ্যম পরামর্শকঃ Gustavo Taniguti.

পরামর্শক সম্পাদকেরাঃ
Margaret Abraham, Markus Schulz, Sari Hanafi, Vineeta Sinha, Benjamín Tejerina, Rosemary Barbaret, Izabela Barlinska, Dilek Cindoğlu, Filomin Gutierrez, John Holmwood, Guillermina Jasso, Kalpana Kannabiran, Marina Kurkchiyan, Simon Mapadimeng, Abdul-mumin Saaid, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Sawako Shirahase, Grazyna Skapska, Evangelia Tastsoglou, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পরিষদ

আরব বিশ্বঃ Sari Hanafi, Mounir Saidani.

আর্জেন্টিনাঃ Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

বাংলাদেশঃ Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Kazi Fadia Esha, Helal Uddin, Muhaimin Chowdhury.

ব্রাজিলঃ Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Lucas Amaral Oliveira, Benno Warken, Angelo Martins Junior, Dmitri Cerboncini Fernandes.

ফ্রান্স/স্পেনঃ Lola Busuttil.

ভারতঃ Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Pragya Sharma, Nidhi Bansal, Pankaj Bhatnagar.

ইন্দোনেশিয়াঃ Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

ইরানঃ Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sina Bastani, Sayyed Muhamad Mutallebi, Vahid Lenjanzade.

জাপানঃ Satomi Yamamoto, Sara Maehara, Masataka Eguchi, Yuko Masui, Riho Tanaka, Marie Yamamoto, Kaori Hachiya, Ayana Kaneyuki, Erika Kuga, Kaya Ozawa, Tsukasa Shibagaki, Michiaki Yuasa.

কাজাখস্তানঃ Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel.

পোল্যান্ডঃ Jakub Barszczewski, Iwona Bojadżijewa, Katarzyna Dębska, Paulina Domagalska, Łukasz Dulniak, Krzysztof Gubański, Sara Herczyńska, Justyna Kościńska, Karolina Mikołajewska-Zając, Adam Müller, Zofia Penza-Gabler, Aleksandra Senn, Anna Wandzel, Jacek Zych.

রোমানিয়াঃ Cosima Rughinis, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Maria-Loredana Arsene, Denisa Dan, Diana Alexandra Dumitrescu, Radu Dumitrescu, Iulian Gabor, Dan Gîtman, Alina Hoară, Alecsandra Irimie-Ana, Cristiana Lotrea, Anda-Olivia Marin, Bianca Mihăilă, Andreea Elena Moldoveanu, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Codruţ Pînzaru, Susana Maria Popa, Elena Tudor.

রাশিয়াঃ Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Valentina Isaeva.

তাইওয়ানঃ Jing-Mao Ho.

তুর্কিঃ Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

*প্রসিদ্ধ মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিক **জন হলওয়ে** মানুষের মর্যাদার পারস্পরিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন এবং অর্থের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের সৃজনশীল ক্ষমতাকে মুক্ত করতে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন।*

*(বৈশ্বিক) রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ক্ষেত্রে **নব্য উদারনৈতিক চিন্তাধারার** প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই আলোচনা সভা নব্য উদারনৈতিক চিন্তাধারা সংযোগের ভিত্তি ও উন্নয়ন অনুসন্ধান করে এবং সমগ্র বিশ্বে তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব আলোচনা করে।*

*এই আলোচনা সভা **সেবা ও গৃহস্থলি কাজের** জরুরি বিষয়গুলো উন্মোচন করে। সমগ্র বিশ্বের তাত্ত্বিকরা শ্রম ক্ষেত্রের পরিবর্তন সম্পর্কে, দেশীয় সীমানার বাইরে কর্মরত গৃহকর্মী এবং উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ নিয়ে চলমান আন্দোলন নিয়ে আলোকপাত করেন।*

জিডি

SAGE প্রকাশনীর উদার অনুদানে *গ্লোবাল ডায়ালগ* প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

> এ সংখ্যায় থাকছে

সম্পাদকীয় ২

> সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা

পুঁজিবাদ, মানবতার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ:
জন হলওয়ে-এর সাক্ষাৎকার
ল্যাবিনত কুনুশেভি, কসোভো ৫

> নব্য উদারনৈতিক চিন্তাধারা

নব্য উদারনৈতিক চিন্তাধারা সংযোগ
কারিন ফিশার, অষ্ট্রিয়া ৮

মানচিত্রে সংযুক্ততাঃ মুক্ত বাজার চিন্তাধারা দ্বারা
বিশ্ব আবদ্ধ
কারিন ফিশার, অষ্ট্রিয়া ১০

জটিলতা ও সরলীকরণঃ ইউরোপীয় নীতি চিন্তাধারা
ডিয়েটার প্লাহে, জার্মানি ১২

জলবায়ু আগ্রায্যকারী ব্যবসায়িক নেতা
এলেইন ম্যাককিওন, অস্ট্রেলিয়া ১৪

ব্রাজিলের নব্য-উদারতাবাদী চিন্তাশীল গোষ্ঠী
হারনান রামোজ, ব্রাজিল ১৬

চিন্তাধারার পরামর্শকারীঃ বাজারজাতকরণ বা আধিপত্য বিস্তারের একটি
হাতিয়ার?
মাটিয়াস কিপিং, কানাডা ১৮

> সেবার সংকট

সীমানোত্তর সেবাঃ
সেবা ও সেবা মূলক কাজের পরিবর্তন
হেইডি গটফ্রাইড, ইউএসএ, ও জেনিফার জিইয়ে চুন,
কানাডা ২০

সেবার বৈশ্বিক সংকট?
ফিয়োনা উইলিয়ামস, ইউকে ২২

আইএলও-তে গৃহকর্মীদের জন্য উপযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে মানসম্মত কর্ম
পরিবেশ
এডেল ব্লাকেট, কানাডা ২৪

দেশের শ্রমিক সংগঠনে আন্তঃবিভাজনমূলক ইতিহাস
ক্রিস টিলি, ইউএসএ, জিওর্জিনা রোজাস, মেক্সিকো,
ও নিক থিওডোর, ইউএসএ ২৬

পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কর্মরত গৃহকর্মীদের বৈশ্বিক শাসন প্রক্রিয়া
সাবরিনা মারচেত্তি, ইতালি ২৯

পুরুষালী আচরণ ও পিতৃত্বঃ অভিবাসী নারীর স্বামীদের পাশে থাকা
হেলমা লুজ, জার্মানি ৩১

সিঙ্গাপুর, শিশু লালন পালনের কন্য উত্তম স্থান... কার জন্য?
ইউইয়েন তিও, সিঙ্গাপুর ৩৩

জাপানে অভিবাসী সেবা কর্মীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ
পে-চিয়া ল্যান, তাইওয়ান ৩৫

গর্ভধারন ও সন্তান জন্মদান মজুরি শ্রম হিসেবে
শর্মিলা রুদ্রপা, ইউএসএ ৩৭

গৃহকর্মীদের অধিকারের জন্য গবেষণা সংযোগ
সাবরিনা মারচেত্তি, ইতালি, ও হেলেন শোয়েকেন,
জার্মানি ৩৯

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

অনুরণনের ধারণা সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয় হিসেবে
হার্টমুট রোসা, জার্মানি ৪১

বলকানের বিরুদ্ধে সহযোগিতার সমাজতত্ত্বঃ
জেসমিনকা ল্যাঞ্জাক-এর সাক্ষাৎকার
ল্যাবিনত কুনুশেভি ৪৫

> উন্মুক্ত বিভাগ

ক্ষমতাধর বাইরের লোকঃ চীনের আবাসন উন্নয়ন কোম্পানি এবং
কৃষক আন্দোলন
ইউ দু, ইউএসএ ৪৮

গ্লোবাল ডায়ালগের রোমানীয় সম্পাদনা পরিষদের পরিচিতি ৫০

"একমাত্র বৈজ্ঞানিক যে প্রশ্নটি আমাদের করা হয় তা হলঃ এখান থেকে আমরা কিভাবে বের হতে পারি? কিভাবে মানুষের নিজের ধ্বংসের দিকে হঠকারীর মতো দৌড় বন্ধ করতে পারি? কিভাবে মানুষের মর্যাদার পারস্পরিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে আমরা সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি?"

জন হলওয়ে

> পুঁজিবাদ, মানবতার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

জন হলওয়ে-এর সাক্ষাৎকার

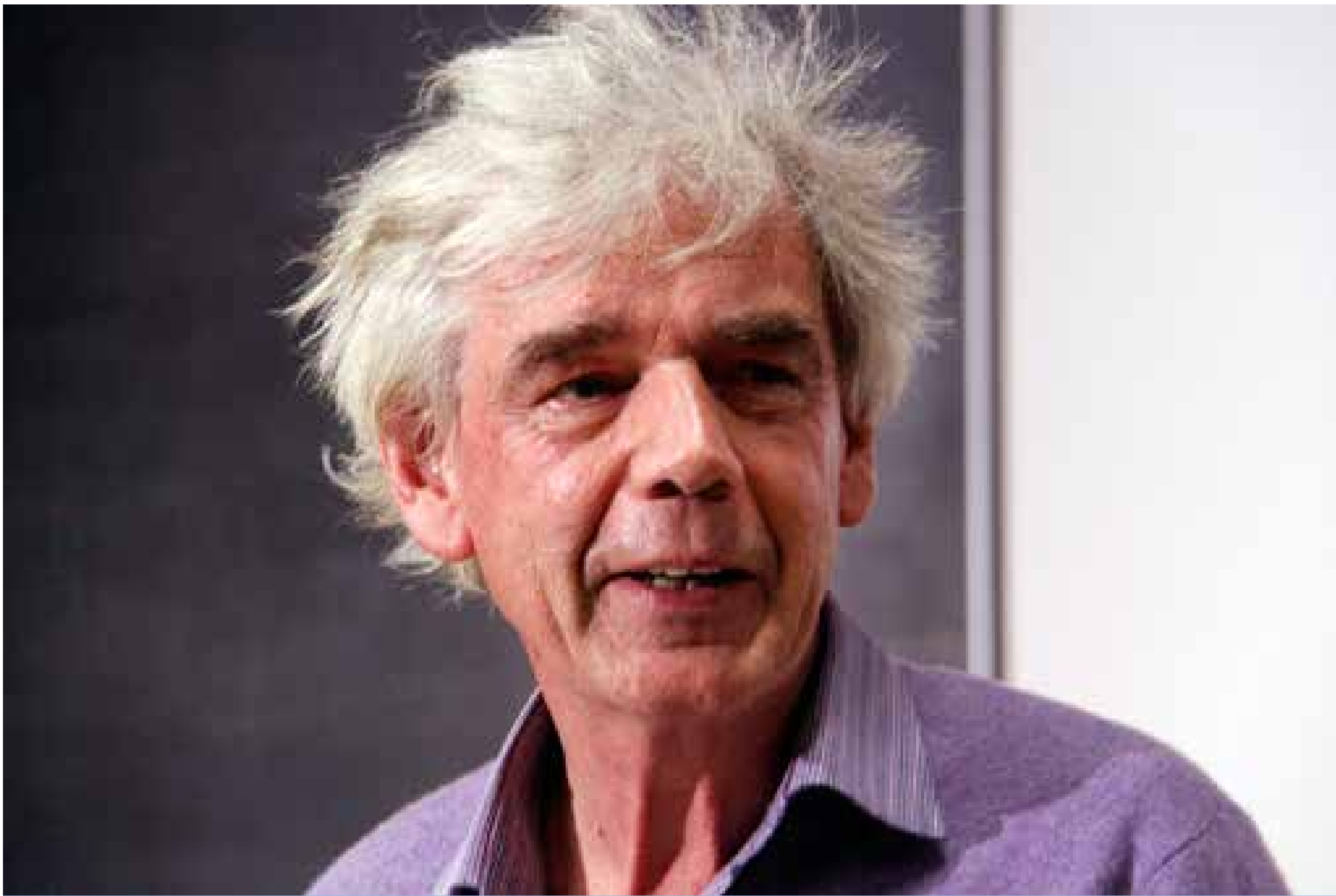

জন হলওয়ে।

জন হলওয়ে মেক্সিকোর পুয়েবলা শহরে অবস্থিত অটোনোমাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি মার্ক্সবাদ তত্ত্ব, জাপাতিস্তা আন্দোলন ও পুঁজিবাদ বিরোধী নতুন ধরনের সংগ্রামের উপর অনেক লেখা প্রকাশ করেছেন। তাঁর বই *Change the World Without Taking Power* (২০০২, নতুন সংস্করণ ২০১০) এগারটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বিতর্কের ঝড় তুলেছে। তাঁর নতুন বই *Crack Capitalism* (২০১০)-এ আরও যুক্তি দিয়ে বলেন যে চলমান বিপ্লব নিয়ে আমাদের চিন্তার একমাত্র পথ হলো পুঁজিবাদী কর্তৃত্বেরমধ্যেফাটল তৈরি, বিস্তার করা, বহুমুখী করা ও জন সম্পৃক্ত করা। প্রভাব বিস্তারকারী সামাজিক তত্ত্বের উপর পরিচালিত একটি প্রকল্পের অংশ বিশেষ হচ্ছে এই সাক্ষাৎকার। যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সমাজবিজ্ঞানের বিভাজন খুঁজে বের করা। চলতি সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আইএসএ জুনিয়র সোশিওলজিস্ট নেটওয়ার্ক-এর সহযোগী সদস্য **ল্যাবিনত কুনুশেভসি**। তিনি কসোভোর প্রিস্টিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে এমএ সম্পন্ন করেছেন।

>>

ল্যাকুঃ অনেকগুলো তত্ত্ব রয়েছে যা বিশ্বকে একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে এবং উন্নয়নকে বৈশ্বিক অসমতার অনুঘটক হিসেবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে চায়। আজকের দিনে মার্ক্সবাদের ভূমিকাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন এবং মার্ক্সবাদ ও মার্ক্সবাদীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কি ভাবেন?

জহঃ একমাত্র বিজ্ঞান সম্মত যে প্রশ্নটি আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় তা হলোঃ এখান থেকে আমরা কিভাবে বের হতে পারি? মানুষের স্ব-প্রজাতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে অবিবেচক প্রতিযোগিতা তা কিভাবে রোধ করা যাবে? মানুষের আত্মমর্যাদার পারস্পারিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে কিভাবে আমরা সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি?

অন্যভাবে বলতে গেলে, এটি ভিন্ন চিন্তা ধারার সাথে জড়িত কোন প্রশ্ন নয়। আমাদের এটা বলে কথা শুরু করতে হবে যে, আমাদের কাছে কোন উত্তর নেই। আমরা জানি না কিভাবে সমাজের পরিবর্তন আনতে হয়, যে পরিবর্তনটি অবশ্যই দরকার। মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় এই প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর নেই। কিন্তু প্রশ্ন করার মতো উপাদান রয়েছে, যা বৈপ্লবিক প্রশ্ন। এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি বলতে পারছি না। তবে সামাজিক আক্রোশ-টা সারা বিশ্বেই বেড়ে যাচ্ছে। এবং এটি যদি ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের দিকে মোড় না নেয় তখন ভবিষ্যৎ মূলত আরও কলুষিত হবে। এই যুক্তি থেকে মার্ক্সবাদ ভবিষ্যৎ মানবতার জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ল্যাকুঃ [ডেইলি মেইল](#)-এর প্রবন্ধে নতুন বা অপ্রকাশিত তথ্য হলো, চিনি শিল্প দুর্নীতিগ্রস্ত কিন্তু মর্যাদাপূর্ণ হার্বার্ট বিজ্ঞানীদের নিয়োগ দেয় শুধু এটা বলার জন্য যে চিনি নয় বরং চর্বি হৃদ রোগের প্রধান কারণ। পুঁজিবাদী স্বার্থের জন্য একাডেমিক জ্ঞানের এই অপব্যবহারকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

জহঃ পুঁজি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বে প্রতিটি ব্যবস্থার কার্যক্রমেই দুর্নীতি গড়ে ওঠে এবং এটি একাডেমিক ক্ষেত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু সমস্যাটি দুর্নীতির মতো এত স্পষ্ট ঘটনা নয়-যেমনটি আপনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একাডেমিক ও সামাজিক উপাদানগুলো আমাদের গতানুগতিক চলতে সামনে ঠেলে দেয়। এটি এমন সমাজকে গ্রহনের জন্য ঠেলা দেয় যে সমাজ আমাদের প্রতিনিয়ত হত্যা করে যাচ্ছে। যারা এই সাক্ষাৎকার পড়বে তাদের প্রায় সকলে কোন না কোন ভাবে একাডেমিক কাজের সাথে জড়িত হয় শিক্ষার্থী হিসেবে অথবা শিক্ষক হিসেবে। আমরা যে প্রতিকূলতার মুখে পড়ি তা হলো একটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করা। আমাদের সকল কাজের মধ্যে এটি খুবই অনুচিত ও বিধ্বংসী, হোক সেটা আলোচনা সভায়, আমাদের লিখিত প্রবন্ধে অথবা অনুচ্ছেদে।

ল্যাকুঃ ক্ষমতার বিভিন্ন অবস্থানের সাথে পুরুষালি ভাবের যে সম্পর্ক সেই বিষয় নিয়ে আমি খুবই আগ্রহী। রেওয়ান কনেল-এর যে সাক্ষাৎকারটি আমি নিয়েছিলাম সেখানে তিনি বলেনঃ "এটি ব্যাখা করতে মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতা, রাষ্ট্র ক্ষমতার পাশাপাশি মানুষের কাজের মধ্যে যে লিঙ্গগত বিভাজন আছে সেটা পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।" যেমনটি এন্থনি গিডেন্স আমার সাথে আরেক সাক্ষাৎকারে বলেনঃ "বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা তা লিঙ্গগত বিভাজন সহ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করে। যা "পুরুষালি ভাবকে" ফুটিয়ে তোলে এবং এটি বৈশ্বিক অর্থনীতির বাজারে মারমুখী আচরণ করে যা থেকে উত্তরণের পথ এখনও অনেক দূরে।" বৈশ্বিক অর্থনীতির বাজারে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদনগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাথে পুরুষালি ভাবের সম্পর্ক নিয়ে আপনার মতামত কি?

জহঃ খুবই চমৎকার একটি প্রশ্ন। আমি মনে করি এই বর্ণনাগুলো আমি উল্টো দিক থেকে পরতাম। বিশ্ব অর্থ বাজারে অর্থ মন্দায় এই উপাদানগুলোর আগ্রাসী আচরণ তাদের লিঙ্গ বৈষ্যমের ফলাফল নয়। অন্য কোন কারণ রয়েছে। অর্থের প্রকৃতি, অর্থের ক্রমাগত ও নিত্য সম্প্রসারণের ফলাফলই হচ্ছে এই আগ্রাসী আচরণ। আগ্রাসন যা অর্থের প্রকৃতির সাথে অর্ন্তলিখিত; সম্ভবত এটির সবচেয়ে কার্যকরী ও বাধ্যতামূলক বশ্যতা হবে পুরুষালী আচরণ। কারণ আমাদের সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো ঐতিহাসিকভাবে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি গুরুত্ব দেয়। যতদিন অর্থ থাকবে, যারা অর্থের বিস্তারের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয় তাদের আচরণ অবশ্যই আগ্রাসী হবে। তাদের লিঙ্গ যেটাই হোক না কেন। এ রকম পুরুষালী আগ্রাসী আচরণ থেকে মুক্তি পেতে আমাদের অবশ্যই অর্থ দাপট থেকে মুক্তি পেতে হবে। এবং আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলো ভিন্নভাবে ও অধিক সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ল্যাকুঃ কিভাবে আমরা একটি দায়িত্বশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি যেখানে সম্পদের বৃদ্ধি সামাজিক চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে?

জহঃ এটা আসলে অসম্ভব। পুঁজি হলো মানবিক চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সম্পদ তৈরির অপলাপ। পুঁজি তখনই সম্পদ হবে যখন তা মুনাফা তথা মূল্য বিস্তারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এটি এখন খুবই স্পষ্ট যে সম্পদ সৃষ্টি আমাদের আত্ম-ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ল্যাকুঃ রোনাল্ড ইংলেহাট কর্তৃক বৈশ্বিক মূল্যবোধ জরিপ অনুযায়ী, দুই ধরনের মূল্যবোধ পদ্ধতি রয়েছে। বস্তুগত মূল্যবোধ পদ্ধতি এবং প্রথাগত মূল্যবোধ পদ্ধতি। আপনার "Change the World without Taking Power and Crack Capitalism" বইয়ে প্রকাশিত এই ধারণাটি কিভাবে ধারণার মধ্যে চলমান গতিশীলতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কিভাবে এই মূল্যবোধ পদ্ধতি পুঁজিবাদ সৃষ্ট অসমতাকে প্রভাবিত করে?

জহঃ আমি মনে করি না এটা মূল্যবোধ পদ্ধতির মধ্যে ভারসাম্য খোঁজার মত প্রশ্ন। আমাদের মনে হয় একটা সিস্টেমের ফাঁদে পড়েছি যা ক্রমাগত সহিংস, শোষণ মূলক এবং অসম। কোনো অন্ত মধ্য নেই, কোনো সুষম পুঁজিবাদ নেই, মধ্যবর্তী কোনো অবস্থান নেই, আপনাদের নিকট প্রতিবেশি গ্রীকদের অভিজ্ঞতা বিষয়টি পরিষ্কার করে, খুব পরিষ্কার। আপনি যে বইয়ের কথা উল্লেখ করলেন, তার যুক্তি এই যে, আমাদের পুঁজিবাদ ভাঙতে হবে, কিন্তু আমরা জানি না কিভাবে এটা করতে হয়, সুতরাং আমাদের অবশ্যই চিন্তা ও গবেষণা করতে হবে। রাষ্ট্রের মাধ্যমে এটা করা যাবে না। যেহেতু আপনার যুগোস্লাভিয়া ও অন্যান্য বিষয়ের আপনার অভিজ্ঞতা, আরো অন্যান্য অভিজ্ঞতা পরিষ্কার করে, তাই আমাদেরকে অবশ্যই অন্য পথ খুঁজতে হবে। *Crack Capitalism* বইয়ে শত শত ছিদ্রের মধ্যেও অন্যান্য বিষয়গুলো আমি দেখিয়েছি যাই তো মধ্যে আমাদের পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে নিহিত অন্য জীবন যাত্রার প্রতি লক্ষ লক্ষ অনুসন্ধান, অন্য জীবনধারা সৃষ্টি করতে হয় প্রয়োজনে অথবা স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছায়, এবং আমি শেষ করি যে, একমাত্র পথ যার মাধ্যমে আমরা বিপ্লবকে বুঝতে পারি তা হল সৃষ্টি, প্রসার, বহুলীকরণ, জন সমাবেশ এবং অন্যান্য।

ল্যাকুঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন সমমাত্রিক সমাজ সম্ভব?

জহঃ হ্যাঁ, তবে আমি এটাকে মূল বিষয় হিসেবে দেখি না। মূল বিষয় হল, আমরা আমাদের কর্ম, সৃজনশীল শক্তিকে অর্থের অধীনতা থেকে মুক্ত করতে পারি কিনা। এটা কি সম্ভব? আমি এমনটাই মনে করি, কারণ আমি মানব জাতির জন্য অন্য কোনো ভবিষ্যত দেখি না। সম্ভবত আপনাকে প্রশ্নটি পুনর্গঠন করে জিজ্ঞাসা করতে হবেঃ আপনি ও বিশ্বাস করেন যে বর্তমানে সংগঠন বা সমাজ চালিয়ে নেওয়া সম্ভব? উত্তর যা হতে পারে তা হলঃ সম্ভবত, কিন্তু শুধু সংক্ষেপে। কারণ পুঁজিবাদ আমাদেরকে ধ্বংস করতে খুব বেশি সময় নিবে বলে মনে হয় না। প্রতিযোগিতা চলছে, পুঁজিবাদ আমাদের থেকে মুক্ত হওয়ার আগে আমরা কি এ থেকে মুক্ত হতে পারব? আমি উত্তর জানি না, কিন্তু আমি জানি আমি কোন দিকে অবস্থান করছি।

ল্যাকুঃ যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়ার জন্য গণভোট করেছে, যেখানে ইউরোপ নিজেই অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, বিশেষ করে

>>

গঠনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মন্দা। এই চ্যালেঞ্জগুলো অর্থনীতি-তে নোবেল প্রাপ্ত জোশেফ স্টিগলিজের মাধ্যমে ভাল ভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যিনি বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র, আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাংকের চাপে প্রদেশগুলোকে অর্থনীতির বিশিল্পায়নের মাধ্যমে সরকারি সম্পত্তিকে বে-সরকারিকরণ করতে প্ররোচিত করছে এবং সহজেই নিয়ন্ত্রন যোগ্য গোষ্ঠি শাসন তৈরি করেছে। এটা কিভাবে বৈশ্বিক মন্দার প্রেক্ষিতে ইউরোপের ভিতরে ও বাইরের দেশ গুলোতে প্রভাব ফেলবে?

জহঃ আপনার শেষ কথাগুলো "বৈশ্বিকমন্দা" ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। জাপাতি-স্টরা "ঝড়" বলে আসছে যাই তো মধ্যে আমাদের ওপর খুব সম্ভবত সামনের বছরগুলোতে আরও খারাপ হবে। এই ঝড় পুরো বিশ্ব জুড়েই অনুভূত হচ্ছেঃ ট্রাম্প এবং ব্রেক্সিট হল তার একটি দিক। আমরা কিভাবে এটা মোকাবেলা করব? পুঁজির দিকে আমাদের ক্ষুদ্ধতাকে ফিরিয়ে। এবং আরো তাৎক্ষণিকভাবে, জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে সম্ভাব্য সব কিছু করে। ইউরোপের বর্তমান জাতীয়তাবাদের বিকাশের অবস্থা ভয়াভহ। এবং ইতিহাসের শিক্ষা পরিষ্কারঃ জাতীয়তাবাদ মানে হল মৃত্যু আর হত্যা, আর কিছু না।

ল্যাকুঃ যেহেতু কসোভো একটি ছোট দেশ যা মাত্র ১০ বছর আগে স্বাধীন হয়েছে, আমরা এখনও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, বিশেষ করে ভিসা যুক্তিকরণ প্রক্রিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন একীভবনে। এই বিচ্ছিন্নতা মুক্ত আন্দোলন, অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ ও সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ, ইউরোপীয় বাজারে একীভবন এবং ইউরোপীয় চাকরির সুযোগের অধিকা-রকে বাধাগ্রস্ত করছে যেখানে আমাদের ৬০ শতাংশ মানুষের বয়স ২৫ এ রকম। আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে একীভূত হওয়ার প্রয়োজনীয়-তা অনুভব করি। কসোভোর ইউরোপে অন্তর্ভুক্ত ও একীভূত হওয়ার জন্য আমাদের কোন করণীয়কে আপনি সাজেস্ট করবেন?

জহঃ "ইউরোপীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত হওয়া" কি "একীভূত হওয়া"র সমান? অবশ্যই না। ইউরোপীয় ইউনিয়ন শক্ত ভাবে নব্য-উদারতাবাদ দ্বারা গঠিত একটি কর্তৃত্বপরায়ণ সংগঠন। এটা আশ্চর্যজনক নয় যে, মানুষ এর বিরোদ্ধে জেগেছে। কিন্তু এর প্রতিক্ষোভের আসল ভয়াভহ দিক হল জাতীয়তাবাদ যা এর সাথে সম্পর্কিত (উদাহরণ স্বরূপ ব্রেক্সিট)। আমার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে, এটি ২য় বিশ্ব যুদ্ধের হত্যাকান্ডের পর সীমান্ত যুদ্ধের ফলে গড়ে উঠা সংগঠন। যদি আমাদের সব চেয়ে ভাল ইউরোপীয় মেল বন্ধন রাখতে হয় তাহলে আমাদের যা চালিয়ে যাওয়া উচিত তা হলঃ সীমান্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কসোভোর জন্য এর মানে কি হতে পারে? সর্বোপরি, অভিবাসীদের জন্য সীমানা উন্মোক্ত করে দেওয়া, তারা ইউরোপ থেকে আসুক, মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা বা যেখান থেকেই আসুক। এভাবে আপনি অন্যান্য দেশ ও সংস্কৃ-তির সাথে সম্পর্কোন্নয়ন করতে পারবেন। এভাবেই আপনি ৬০ শতাংশ মানুষ যাদের বয়স ২৫ এর কম তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ল্যাবিনেত কুনুশেভসি <labinotkunushevci@gmail.com>
জন হলওয়ে <johnholloway@prodigy.net.mx>

> নব্য উদারনৈতিক চিন্তাধারার সংযোগ

কারিন ফিশার, জোহানেস কেপলার বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রিয়া

নব্য উদারনৈতিক চিন্তাধারা যা দেশের বাইরে সংযুক্ত ও সুসংবদ্ধ।

চিন্তার ধারা অনেক আকৃতি ও আকারে আসে, তবে এর গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে, কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং সদস্য সংস্থার সুবিধাবাদী দলের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিতে এবং নীতিনির্ধারণে তাদের ক্রিটিক্যাল প্রতিনিধি থাকে। চিন্তার ধারার উৎপত্তির এই ধারা গণরাজনীতির প্রান্তিক বিতর্কের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়-ভিত্তিক বুদ্ধিজীবীদেরকে ধাবিত করে। পেশাগত চিন্তার ধারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরকে গণমাধ্যমে বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিস্থাপন করেছে।

পেশাগত ভাবনা-চিন্তার মানুষরা তাদের নিজেদেরকে নিরপেক্ষ জ্ঞান ও প্রমাণভিত্তিক অভিগমনের প্রতি নিবেদিত টেকনোক্রেট যন্ত্রচালক হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়। আরও ভাবনার প্রথাগত আমেরিকান ধারণা স্বাধীন দক্ষতা ও জনস্বার্থের ওপর জোর দেয়।

>>

কিন্তু প্রচারমূলক দৃশ্যের বিপরীতে, অধিকাংশ চিন্তা হল নীতি নির্ধারণ ভিত্তিক। যেহেতু সংস্থাগুলো নীতি-সম্পর্কিত দক্ষতা, পরামর্শ ও আশ্লেষ-ইত্যদির প্রতি নিবেদিত যা চিন্তাবিদ হিসেবে কাজ করার ন্যূনতম যোগ্যতা, বিস্তারিত সংজ্ঞা নয়, তারা চ্যানেল নির্ধারিত জ্ঞান নিশ্চিত এবং প্রস্তুত করে। একজন সমালোচনীয় চিন্তাবিদের গবেষণায় এটা দেখানো একটা গুণ যে চিন্তার ধারক বিশেষজ্ঞরা নিরপেক্ষ হওয়ার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক এবং কৌশলীর চেয়ে বেশি বিতর্কিত। গবেষণার পরিবেশ, অথনৈতিক স্বার্থ, রাজনীতি, গণমাধ্যমের মধ্যে থেকেই চিন্তাবিদগণকে পক্ষপাতের অংশ, সুশীল সমাজ, এবং শ্রেণীগঠন পদ্ধতির মাধ্যম হিসেবে হিসেবে দেখা যেতে পারে।

এটা বিশেষ করে নব্য উদারতাবাদের দাবির সক্ষমতা তৈরির ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়। মুক্তবাজার চিন্তাবিদ গন ১৯৭০ এর দশকে "নব্য উদারতাবাদী প্রতিবিপ্লব" এর কৌশলি প্রবর্তক ছিলেন। তখন থেকেই উন্নত নেটওয়ার্ক "চিন্তার প্রতিযোগিতা "-য় যুক্ত হয়ে পরে এবং নব্য উদারতাবাদী উদাহরণের শক্তিকে চলমান রাখতে অবদান রাখে। সীমান্ত পেরিয়ে যুক্ত ও শ্রেণীভুক্ত হয়ে এবং উন্নত চরিত্র ব্যবহার করে তারা আরো বেশি সমর্থক অন্তর্ভুক্ত করতে চায় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারকে প্রভাবিত করতে চায়। তারা প্রচুর পরিমাণ কৌশল প্রয়োগ এবং সম্পদ নিয়োগ করে গল্প তৈরি করতে এবং একটি নির্দিষ্ট দিকে রাজনীতি কে প্রভাবিত করতে চায়। আন্তর্জাতিক নব্য উদারতাবাদী সংগঠন প্রতিযোগিতামূলক শক্তির দ্বারা এযাবৎ প্রতিদ্বন্দ্বীহীন অবস্থায়, যেহেতু শক্তিশালী কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠান এবং কোটিপতিরা রাজনৈতিক অধিকারের ওপর নির্ভরশীল। মুক্তবাজার পরিবেশবাদ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশয়বাদ, উদারতাবাদ থেকে উদগত হয়ে এবং জীবাশ্ম খনিজ, ও শক্তি শিল্প দ্বারা বিনিয়োগকৃত নব্য সংরক্ষিত চিন্তাধারা হল এর আকর্ষণীয় উদাহরণ।

প্রবন্ধের এই অংশ চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক আলোকপাত করে। কারিন ফিশার "আটলাস নেটওয়ার্ক"-এর বিকাশ রচনা করেন। সেখানে তিনি দেখান যে, ব্যাক্তিগত প্রতিষ্ঠানের বাইরে গিয়ে চিন্তার ধারা নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত। পিটার প্লিহিও ইউরোপের চিন্তার ঘটনা ব্যাখ্যা করে "নেটওয়ার্ক বিন্যাস"-এ (http://thinktanknetworkresearch.net/) ব্যাখ্যা দেখিয়েছেন। প্লিহিও নব্য উদারতাবাদ ও সংরক্ষিত পথে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে পরিবর্তন করতে নীতি নির্ধারণে রাজনীতির চেষ্টাকে উদ্ভাসিত করেছেন।

দুটি কেস স্টাডি দেখায়, কত গভীরভাবে "চিন্তার প্রতিযোগিতা"- কে অন্বেষণ করা হয়। এলেইন মেকওয়ান অস্ট্রেলিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন বিরোধী ক্ষেত্রে নব্য উদারতাবাদী চিন্তাধারার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে নির্দেশ করেছেন এবং পরিস্কার করেছেন যে, চিন্তা ধারা সংগঠিত নব্য উদারতাবাদী নেটওয়ার্কের অংশীদারির সাথে জড়িত। ব্রাজিলে আটলাসের সাথে জড়িত "মুক্তিযোদ্ধা"-রা "ওয়ার্কার্স পার্টি" ও দিলমা রাউসেফ এর রাজত্বের বিরোদ্ধে প্রধান সংগঠক ছিল। হেরনান রামিরেজ এই নতুন কর্মীদের উৎপত্তিকে ১৯৬০-এর দশকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং দেখান তাদের সাথে অতীত চিন্তাধারার মিল রয়েছে আর ব্রাজিল ও এর বাইরেও সংগঠিত নব্য উদারতাবাদীদের নেটওয়ার্ক রয়েছে।

অবশেষে ম্যাথিয়াস তার প্রবন্ধে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, বিশেষ করে জ্ঞান আকাঙ্ক্ষার বন্ধন লুকানোর উদাহরণ নিয়ে, যা চিন্তার ধারাকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে। বাণিজ্যিক বৈশ্বিক পরামর্শ সংস্থাগুলো বাহ্যত অলাভজনক বৈশিষ্ট্যের সুবিধা নিয়ে ও "প্রমাণভিত্তিল জ্ঞান" কে বৈধকরণ করার দাবি নিয়ে চিন্তা ধারা ব্যবস্থাপনার ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করতে পারে।

এই কেস স্টাডিগুলো সমালোচনামূলক চিন্তার গবেষণাকে কিভাবে প্রভাবিত করে? প্রথমত, নীতি অথবা পক্ষপাতমূলক চিন্তাধারাকে ব্যাক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ধারণার পরিবর্তনশীল নেটওয়ার্ক হিসেবে আলোচনা করা উচিত। দ্বিতীয়ত, গবেষণায় আইনের যৌক্তিকতা ও আদর্শগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গীকারগুলোর ব্যাপারে চিন্তাধারার ও নেটওয়ার্কের প্রভাব খোঁজা উচিত।■

> মানচিত্রে সংযুক্ততাঃ মুক্তবাজার চিন্তাধারা দ্বারা বিশ্ব আবদ্ধকরণ

কারিন ফিশার, জোহানেস কেপলার বিশ্ববিদ্যালয় লিঞ্জ, অষ্ট্রিয়া

মুনাফা কেন্দ্রিক চিন্তার দ্বারা বিশ্ব সম্পর্কে পরিবর্তিত ধারণাসমূহ।

এন্টনি ফিশার, একজন উচ্চমানের পরিবার থেকে আগত একজন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী, রিডারের ডাইজেস্ট কনডানসে-সন অফ হায়েকস রোড টু সার্ফডোম পড়েছিলেন এবং এটি সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। এই যুদ্ধকালীন বইতে, এফ এ হায়েক ফ্যাসিবাদ নিয়ে সমাজতন্ত্রের সাথে মিলিত হন এবং সরকারি পরিকল্পনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, যা তার মতে, অনিবার্যভাবে দাসত্বের দিকে পরিচালিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ফিশার রাজনীতিতে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু হেইক তাকে বোঝাতে সক্ষম হন যে "রাজনীতিতে ভুলে যান। রাজনীতিবিদরা কেবল বিদ্যমান মতামত অনুসরণ করে। যদি আপনি ঘটনা পরিবর্তন করতে চান, তাহলে আপনার ধারনা পরিবর্তন করতে হবে।" অন্য কথায়, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক এদেরকে বোঝান -এবং রাজনীতিবিদরা তখন এমনিতেই এদের অনুসরণ করবে। এইভাবে, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক মডেল এর তৈরি হয়।

হেইক আইনের শাসনের অধীনে মুক্ত বাজার, সীমিত সরকার, এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য একটি ভাল সঙ্গী খুঁজে পাননি। ফিশার লন্ডনে ১৯৫৫ সালে ইনস্টিটিউট অব ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স (আইইএ) প্রতিষ্ঠা করেন, যা অবিলম্বে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর একটি মতাদর্শিক শাখা খুলে দেয়, যেহেতু তার চেয়ারম্যানদের মধ্যে এটি একটি। সময়ের সাথে সাথে, আইইএ টুরি পার্টির কর্মীদের নব্য উদারপন্থীতে রূপান্তরিত করে। এটি মার্গারেট থ্যাচারের নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মকে একত্রিত করে এবং তার অর্থনৈতিক নীতিগুলি বিশেষ করে বেসরকারীকরণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

আইএই এর সফল প্রতিষ্ঠার পর, ফিশার সেই সময়ে মন্ট পেলেইনি সোসাইটি (এমপিএস)-এর মতো নব্য-উদারপন্থী এলিট গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে ভালভাবে সংযুক্ত- নব্য-উদারপন্থি থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলির উন্নয়নে তার যথেষ্ট শক্তি উৎসর্গ করেছেন। ম্যানহাটন ইনস্টিটিউট এবং ন্যাশনাল সেন্টার ফর পলিসি অ্যানালাইসিস ইন দ্য আমেরিকা, কানাডার ফ্রেজার ইনস্টিটিউট এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডর ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাডিজ ফিশারের এদের সবার উপর আধিপত্য ছিল। ১৯৮০-এর শুরুতে আরেকটি আক্রমণাত্মক শুরু করার জন্য উপযুক্ত সময় ছিল। অ্যাটলাস ইকোনমিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য (যা কেবলমাত্র এটলাস নেটও-য়ার্কে পরিচিত) ছিল "মুক্ত বাজার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এর দ্বারা পৃথিবীকে আবদ্ধ করা" যা বলেছিলেন জন ব্লান্ডেলের, সাবেক এটলাস প্রেসিডেন্ট, আইই-এর মহাপরিচালক এবং এমপিএস সদস্য। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এটলাস বিশ্বব্যাপী ৯০ টিরও বেশি দেশগুলিতে ৪৭৫ টি প্রতি-ষ্ঠান চালু করেছে, যা চিলি থেকে হংকং এবং আইসল্যান্ড থেকে ঘানা পর্যন্ত বিস্তৃত। বেশির ভাগ সংস্থা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে অবস্থিত, কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকা ৭৮ এবং পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ার ৩৭ টির কম নয় অগ্রগামী থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এর সংখ্যা।

>>

(https://www.atlasnetwork.org/partners/global-directory)

ফিশারের উদ্যোক্তা পূর্বপরিচয় এবং তার এমপিএস এর সাথে সম্পর্ক তাকে ব্যবসাইক নেতাদের কাছে চমৎকার সুযোগ দিয়েছে। বিনিয়োগ-কারী জন টেম্পলটন, অন্যান্য ব্যাঙ্কার, এবং জেনারেল ইলেকট্রিক প্রাথ-মিক দাতাদের মধ্যে ছিল। ফিযার, প্রোক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল, শেল, এক্সন মবিল, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো এবং ফিলিপ মরিস ফরচুন ৫০০ কর্পোরেশনের মধ্যে রয়েছিল যারা উদার দাতা ফ্রন্টে যোগ দিয়েছে। আন্তর্জাতিক পুঁজি এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী বা পরিবার সংস্থা উভয়ই বিশ্বব্যাপী প্রতিটি অঞ্চলে এটলাস-সংশ্লিষ্ট থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এর জন্য একটি সুবিধাজনক আর্থিক ভিত্তি নিশ্চিত করে। রাজ্য তহবিলের কাছ থেকে স্বাধীন দাবী করলেও, এটলাস সদস্যরা মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং ন্যাশনাল এন্ডোওমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি (এনইড) থেকে অর্থায়ন পেয়েছে, উদাহরণস্বরূপ।

> কৌশলগত প্রতিলিপি এবং বহুজাতীক সংগঠন

একটি ছাতা সংগঠন মত এটলাস কাজ করে। একদিকে, এটি উল্লে-খযোগ্য পরিমাণের অর্থ এবং উপদেশ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক উদ্যোক্তাদের প্রদান করে এবং দাতাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। অন্যদিকে, এটলাস যৌথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার সদস্যদের সংহত করে, যেমন আঞ্চলিক লিবার্টি ফোরাম, ভ্রমণ অনুদান, এবং পুরস্কার। নেতৃত্ব মূলক প্রতিষ্ঠান এবং পেশাদার এম বি এ কোর্স চালুর মাধ্যমে এটা বিশ্বজুড়ে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক-দের পেশাদারি চরিত্র উন্নয়নে অবদান রাখে।

অ্যাটলাস পরিবারের বিভিন্ন সদস্য আছে। এমন ট্যাংক আছে যা "বিশুদ্ধ মতবাদ" তৈরি এবং জনপ্রিয় করে এবং সরাসরি রাজনীতি থেকে কিছুটা দূরে রাখে। এই বিষয়ে ভাল উদাহরণ যারা তাদের "ধারনা যুদ্ধ" কে হায়েকিয়ান চিন্তা ও অস্ট্রিয়ান অর্থনীতির মূলনীতির উপর ভিত্তি করে। অন্যরা আরও নীতিমালা ভিত্তিক "কার্যকরী ট্যাঙ্ক", যা কনসালটেন্সিতে নিয়োজিত রয়েছে, এবং এখনও অন্যরা বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপের বাইরেও কাজ করে যায়, যেমন অনুপ্রবেশের সঙ্গে জড়িত কার্যকলাপ, জাল পত্রিকা এবং অন্য পক্ষের ব্যক্তিত্বদের মানহানি এইসব বিষয়ে সরাসরি পদক্ষেপের উপর জোর দেয়। ব্রাজিলের নতুন উত্থানকারী এটলাস সংযুক্ত গ্রুপগুলি যারা ওয়ার্কার্স পার্টি এবং এর প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে একটি সাংস্কৃতিক যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে, তারা এটির একটি চমৎকার উদাহরণ।

শুরু থেকেই নব্য উদারপন্থী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকারীদের একটি বিশ্ব-স্ত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বিরুদ্ধে বাধা অপসারণই হল তাদের "মহাজাগতিক পুঁজিবাদ"-এর আদর্শের চাবিকাঠি। সর্বোপরি নব্য উদারপন্থী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে গাইডলাইন করার জন্য আন্তর্জাতিক সুযোগও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এটলাস পূর্ব ইউরোপ এর সাবেক রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে মুক্ত বাজারের মতাদর্শকে প্রচার করতে ও মতাদর্শিক বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন তৈরি করতে শুরু করে। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশক ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ায় থিঙ্ক ট্যাঙ্কদের জন্য একটি নিরপেক্ষ সময় ছিল। আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক ঋণ সংকট কাঠামোবদ্ধ সমন্বয় নীতি অনুসরণ করে। যখন স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা কেন্দ্র এই সংকটে ভোগে, সুশৃঙ্খল থিঙ্ক ট্যাংক তখন তাত্ত্বিক সম্পর্কিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি সংক্রান্ত পরামর্শের সাথে জড়িত থাকে। এটি গ্লোবাল নর্থের ক্ষেত্রেও ঘটেছে যেখানে ২০০৭-২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কটকে এর সময়ে মুক্ত বাজারের থিঙ্ক ট্যাঙ্কদের কঠোর রাজনীতির প্রচারণার কাজে ডাকা হয়। এ থেকে আমরা দেখতে পারি যে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন, সংকট এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা এর সময়ে সম্পদকে একত্রিত করতে এবং এজেন্ডা সেটিংতে অংশগ্রহণের জন্য থিঙ্ক ট্যাঙ্কদের জন্য চমৎকার সুযোগ প্রদান করে।

> এক বার্তা, অনেক কণ্ঠস্বর

সংগঠিত নব্য-উদারনীতির ধারনাগুলি কী কী ধারণার মধ্যে রয়েছে যা তাদেরকে ধারণার যুদ্ধে ফেলে দেয়? এটলাস মুক্তিযোদ্ধারা সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্পদ ভিত্তিক, বেসরকারী কল্যাণকে প্রচারের মাধ্যমে কল্যাণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একসঙ্গে প্রচেষ্টার আয়োজন করে। জনসাধারণের নীতিগত পরামর্শ একটি ব্যবসায়িক বন্ধুত্বপূর্ণ পদ্ধ-তিতে নিয়ন্ত্রন এবং পুনরায় নিয়ন্ত্রণের উপর নিবদ্ধ; কম ট্যাক্স সব সময়ই একটি বিক্রয়ের উপায়। আন্তর্জাতিক "নিশ্চিত অর্থ" প্রচারাভিযানের কঠোর সংস্কার নীতির উপর ভিত্তি করে আর্থিক সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে (এবং তার এনই-ডির চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনয়ন) প্রচারাভিযানের নেতা জুডি শেলটন এর এই নীতিমালায় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। গ্লোবাল সাউথ ইন এ, মালিকানা অধিকার শক্তিশালীকরণ করাই হল প্রধান উদ্দে-শ্য। দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের আভ্যন্তরীণ উদ্যোক্তা হিসাবে দেখা হয়, আয়ের বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখন একমাত্র যে কাজটি করতে হবে তা হল বিচলিত বিধিনিষেধ এবং সম্পত্তির অধিকার পুনঃস্থাপন। এটলাস গর্বিত যে বিশ্ব ব্যাংক এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছে। ব্যাংকের বিজনেস ইনডেক্স ঠিক এটলাস এর এই নীতি অনুসরণ করে।

নব্য উদারপন্থী নীতি প্রতিবাদ এবং মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। এটলাস পরিবারের মধ্যেও সংঘর্ষ আছে। কিন্তু এটলাস কর্তৃক নির্মিত বৈদেশিক নব্য উদারনৈতিক স্থাপত্য নীতিমালা ফিশারের কৌশলগত প্রতিলিপিটিরই প্রতিষ্ঠা করেঃ একটি প্রতিষ্ঠান একটি একাকী সংগীত এর মত শোনায়; অনেক প্রতিষ্ঠান, যারা সবই একইরকম গাইছে, তারাই মূলত জনমত এবং চূড়ান্তভাবে পাবলিক পলিসি প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমবেত সংগীত গাইতে পারে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
কারিন ফিশার <Karin.Fischer@jku.at>

> জটিলতা ও সরলীকরণঃ ইউরোপীয় নীতির চিন্তাধারা

ডিয়েটার প্লাহে, বার্লিন সোশ্যাল সায়েন্সেস সেন্টার (ডব্লিউজেডবি), জার্মানি

চিত্রাঙ্কনে আরবু।

নীতিমালা তৈরিতে জটিলতা বাড়ানোর যেন একটি সাধারণ জ্ঞান হয়ে উঠেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আন্ত এবং ট্রান্স -ন্যাশনাল সমন্বয় ও প্রতিষ্ঠান এর আংশিক এবং ইন্টার-লকিং বিচারব্যবস্থার জন্য এটি বিশেষভাবে সত্য। ক্রমবর্ধমান জটিলতার বিপরীত প্রয়োজনঃ সরলীকরণ। প্রাসঙ্গিক জ্ঞান কিভাবে সমী-করণের প্রায়োগিক দিককে সুরক্ষিত করতে পারে এবং কীভাবে প্রাসঙ্গিক জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে? কোনটা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে থাকবে আর কোনটা থাকবে না এটা কে ঠিক করবে?

একই সময়ে, দক্ষতার উপর নির্ভরতা বৃদ্ধির ফলে দক্ষতার রাজনীতির প্রসার ঘটেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়গুলি দক্ষতার মাত্রা নিয়ে মোকাবিলা করা হয়, প্রতিযোগিতা অনিবার্যভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা মুলক দক্ষতার অন্তর্গত হবে, যা সরলীকরণের প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলবে এবং এটা প্রাসঙ্গিক পার্থক্য অনুসারে সাজানো প্রয়োজন।

এই অনেক স্পষ্ট ব্যাপক প্রচারমূলক ইমেজের বিপরীতে, চিন্তাধারা শুধুমাত্র বা এমনকি প্রাথমিকভাবে, প্রমাণ প্রদান করে না। প্রতিযোগিতামূলক থিংক ট্যাঙ্ক বিভিন্ন এবং ঘন ঘন বিরোধিতা কারণ, প্রকল্প এবং বিশ্ব মতামত জন্য নীতি সংক্রান্ত প্রমাণ প্রদান করে।

>>

> ইইউ লেভেল-এর প্রাসঙ্গিকতা তৈরী

জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও লবিংয়ের সহ-বিবর্তনের জন্য ইউরোপ পরিচিত। কিন্তু ইইউ ও একাডেমিক এবং নীতি-সংক্রান্ত উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষতা বজায় রাখার একটি বিশাল এলাকা। ইউরোপীয় কাউন্সিলের মধ্যে বেশিরভাগ ভোটাধিকারের কারণে এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সহ-সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ার অংশীদারিত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার কারনে ইউরোপীয় কমিশন ছাড়াও কাউন্সিল ও ইউরোপীয় পার্লামেন্ট উভয়ই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং ইউরোপীয় কমিশন ছাড়াও এদের ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণভাবে দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো এবং বিশেষত আভ্যন্তরীণ দক্ষতার অভাবের কারণে, ইউরোপীয় নীতির ক্ষেত্র একটি স্বাধীন উৎস হয়ে উঠেছে বাহ্যিক জ্ঞান এর জন্য। উদাহরণস্বরূপ, শত শত ইইউ-লেভেল বিশেষজ্ঞ গ্রুপ স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে বিদ্যমান রয়েছে।

এটা অবাক হওয়ার মত কিছু নয় যে ইউরোপীয় স্বার্থান্বেষী গ্রুপ এবং থিঙ্ক ট্যাংক উভয়ই দ্রুত সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক থিঙ্ক ট্যাঙ্কের একটি অলাভজনক রূপ এবং এই সম্পর্কিত বৈধ জ্ঞান এর সুবিধা রয়েছে যা বাণিজ্যিক লবি সংস্থাগুলোর নেই। যখন স্বার্থান্বেষী দলগুলোর জ্ঞানকে সংজ্ঞা দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট বলে বিবেচনা করা যেতে, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এর জ্ঞানকে পক্ষপাতবিহিন বলে উপস্থাপন করা যায় এমনকি যদি একটি সুস্পষ্ট স্বার্থ আছে এমন ক্রেতাও জন্যও এই চিন্তাটি করা হয়। বিস্তৃত লবিং এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্কের কাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও থিঙ্ক ট্যাঙ্ক-এর ইতিবাচক ইমেজ এবং লবি গ্রুপের নেতিবাচক ইমেজ এর জন্য প্রত্যেকেরই ট্যাংকগুলির বর্ধিতকরণে দৃঢ়ভাবে অবদান রাখে।

যদি ইইউ সদস্য দেশগুলোর অধিকাংশ ঘরোয়া থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এর ইউরোপীয় ইন্টিগ্রেশন ফলে ইউরোপীয় নীতি বিষয় মোকাবেলা করতে হয়, স্পষ্টত ইইউ বিষয়গুলিতে নিবেদিত থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হল ব্রিটিশ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ওপেন ইউরোপ। লন্ডন, ব্রাসেলস এবং বার্লিনে তার অফিস থেকে এটি ইইউকে একটি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ইউনিয়ন হিসাবে প্রচার করে। খোলা ইউরোপ ব্রিটিশ বিজনেস এবং রাজনীতিবিদদের একটি সংখ্যা দ্বারা সমর্থিত হয়। অনেক প্রো-মার্কেট থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মতো, এটি স্টকহোম নেটওয়ার্কের অংশ ছিল, যা ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বৃহত্তম নব্য-ইউরোপীয় থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক নেটওয়ার্কের ব্রিটিশ হাব ছিল যাতে একশোর ও বেশি সদস্য ছিল। এরপর থেকে এটা নতুন দিকনির্দেশনা ফাউন্ডেশন এবং ইউরোপীয় রক্ষণশীলতা ও সংস্কারবাদী জোটের সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারার নেটওয়ার্কের দ্বারা সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পার্টি পরিবার এবং ফাউন্ডেশন উভয়েই ব্রেক্সিত এর জন্য ভোগান্তির শিকার হবে, কিন্তু ওপেন ইউরোপ এবং নিউ ডাইরেক্টশন ফাউন্ডেশন একসঙ্গে নব্য উদারপন্থী এবং রক্ষণশীল দলের ইএউ সঙ্গে রুপান্তর কাজ চালিয়ে যেতে কাজ করবে। যেহেতু ব্রিটেনের আগ্রহী গ্রুপ ব্রেক্সিটের পরে ইউরোপীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ হারাবে, তাই তারা বিকল্প চ্যানেলের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে পারে যার মধ্যে মনে হয় ট্যাংকগুলি প্রধানত উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও অচলাবস্থাতে থাকা স্টকহোম নেটওয়ার্ক থেকেও ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্ট কাজের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, সুইডিশ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক টিমব্রও কর্তৃক সরকারি নিয়ন্ত্রনের বিরোধিতা এবং "ভোক্তা স্বাধীনতা" কে উন্নীত করার জন্য "নেটি স্টেট স্টেট ইনডেক্স"-এর দায়িত্বে থাকা এপিসেন্টার নেটওয়ার্ক। টিমব্রও সুইডিশ ব্যবসা সমিতিগুলির দ্বারা পরিচালিত একটি শক্তিশালী সংগঠন যা ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকের থেকে সুইডেন এবং ইউরোপ জুড়ে আক্রমণাত্মক নব্য উদারবাদী সমর্থন জন্য বিখ্যাত। টিমব্রও কঠোরতা, "নমনীয়তা" এবং সাধারণভাবে কল্যাণ রাষ্ট্রের নব্য উদারনীতিতে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়।

> ইউরোপীয় ইন্টিগ্রেশন জ্ঞান সাজানো এবং নির্বাচন

ইউরোপীয় ইন্টিগ্রেশনকে উন্নীত করে এরকম ইউরোপীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মধ্যে জার্মান এর প্রয়োগযোগ্য নীতি গবেষণা কেন্দ্র অন্যতম। এটি জার্মানি এর বৃহত্তম প্রাইভেট কর্পোরেট ফাউন্ডেশন, বার্টেলসম্যান ফাউন্ডেশনের আর্থিক ও সাংগঠনিক সম্পদ থেকে উপকৃত হয়, কিন্তু মিউনিখের লুডভিগ ম্যাক্সিমিলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও সম্পদ ব্যবহার করে। আরেকটি উদাহরণ ফ্রান্সের নটরেল ইউরোপ। এটি ইইউ প্রাক্তন কমিশনের সাবেক সভাপতি জ্যাক ডেলারস দ্বারা গঠিত হয়েছিল। প্যারিস এবং বার্লিনে অবস্থিত, এটি একটি "ঘূর্ণনশীল দরজা" এই ধরণের কাজ সম্পাদনকারী থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এর একটি ভাল উদাহরণঃ জ্যা ব্রাসেলসের প্রাক্তন প্রাক্তনদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এটি তরুণ পেশাজীবীদের কর্মজীবনের সুযোগ প্রদান করে।

এটি ব্রুগেলের একটি শব্দ দ্বারা শেষ হওয়াই যথেষ্ট, যা আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এবং ইউরোপীয় অর্থনৈতিক নীতি ক্ষেত্রের সর্বাধিক বিশিষ্ট থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। এটি ২০০৫ সালে জার্মান ও ফরাসি স্বার্থ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। এটি ৩০ জন কর্মী পরিচালনা করে এবং বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র এবং কর্পোরেশনের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করে, যা ইউরোপীয় কমিশনের কাছ এর থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করে। একাডেমিক এবং নীতি সংক্রান্ত প্রোফাইল এবং মানের বজায়ে রাখার জন্য ব্যাপকভাবে প্রশংসিত, ব্রুগেল আর্থিক সঙ্কটের মোকাবেলা করার জন্য ইউরোবন্ডদের উন্নীত করার সময় পাথুরে জলে আঘাত হেনেছিল। জার্মান অর্থায়ন অর্থ ও অর্থনীতি মন্ত্রণালয় থেকে আসে, এবং অর্থনীতি মন্ত্রী ক্রুদ্ধ ছিলেন যখন সামাজিক ও গণতন্ত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান অর্থনীতিবিদদের দ্বারা প্রস্তাবিত প্রস্তাবটি রাজনৈতিক ভরবেগ সৃষ্টি করে। ব্রুগেলের কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম ঋণ পুঁজির বিরুদ্ধে জার্মানির কঠোর বিরোধিতাকে হ্রাস করার হুমকি দিতে থাকে যতদিন না পর্যন্ত আঙ্গেলা মারকেল ২০১২ সালে বিতর্কটির অবসান ঘটান ("অনলি অভার মাই ডেড বডি")। ফান্ডার্স এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্ক-এর সমন্বয় সাধন করার জন্য ব্রুগেলের অ্যাডভাইজারি গ্রুপের জার্মান পদ ম্যার্কেলের নিকটতম অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, লারস-হেন্ডরিক রোলারকে দেওয়া হয়েছিল।

ব্রুগেলের কাজের ট্রান্সএলট্যান্টিক মাত্রা জ্ঞানের ও ক্ষমতার দিক থেকে ঘরোয়া ইউরোপীয় সংযোগগুলির চেয়ে যুক্তিযুক্তভাবে আরো গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াশিংটন, ডি.সি.এ পিটারসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক্সের জন্য কৌশলগত অংশীদার এবং সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউট হিসেবে কাজ করার জন্য ও এখন এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউএস মিডিয়াতে যখন ইউরোবন্ডগুলির কথা আলোচনা করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, ব্রুগেলের নীল বন্ডের প্রস্তাবটি ছিল মূল উল্লেখ্য বিষয়। জটিলতার মুখোমুখি, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও সিদ্ধান্ত নির্মাতাদের জন্য একটি জ্ঞানের ক্রমবিভক্তিকরন প্রতিষ্ঠা করে জীবনকে সহজ করে তোলা হয়, এই সরলীকরণ প্রক্রিয়াটি যতই রাজনৈতিক হোক না কেন। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ডিয়েটার প্লাহে <dieter.plehwe@wzb.eu>

> জলবায়ু অগ্রাহ্যকারী ব্যবসায়িক নেতা

এলেইন ম্যাককিওন, সিডনি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া

চিত্রাঙ্কনে রোক্কো ফাজারি।

পোস্ট ট্রুথ রাজনীতি এবং "বিশেষজ্ঞতার মৃত্যুর" অনেক আগে থেকেই জলবায়ু অস্বিকৃতির বিষয়টি বিদ্যমান ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় গত ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, আমরা এসব প্রতারণাপূর্ণ প্রপঁচের অঙ্কুরকে শিকড় গাড়তে এবং গণ বিতর্কের চারণভূমিকে ক্ষয় করতে দেখেছিঃ সংবাদ মাধ্যমে মিথ্যে বৈজ্ঞানিক বাদানুবাদের নির্মাণ (মোটের উপর, ভুয়া বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ভুয়া খবর); বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের বিপক্ষ পক্ষালম্বনের যুদ্ধ; একাডেমিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান উতপাদনের ব্যাপারে অনীহা; এবং বিজ্ঞানীদের মানহানি করার জন্য পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র তত্ত্বসমূহ, বিজ্ঞানের উপর জনগণের আস্থা নষ্ট করা, এবং বিজ্ঞান বিরোধী একটি সামাজিক আন্দোলনকে ইন্ধন যোগানো যেগুলো এমনই হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত ও প্রতিকূল যে, জলবায়ু পরিবর্তন নির্বাপণের পলিসি গুলো বাস্তবায়ন একেবারে অসম্ভব হয়ে পরে।

জলবায়ু পরিবর্তন অস্বীকৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অস্ট্রেলিয়ায় সবচেয়ে বেশি সফল ও উচ্চকন্ঠ, যেখানে এনার্জি, মাইনিং, ও জীবাশ্ম জ্বালানী ইন্ডাস্ট্রিগুলির অর্থায়নে চালিত নব্যউদারপন্থী থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলি গণমাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্যোক্তা হিসেবে সক্রিয় থাকে - অধিকাংশ মানুষ তাদের বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান লাভ করে সেখান থেকেই। অস্ট্রেলিয়ায়, জলবায়ু পরিবর্তন অস্বীকারের ঘটনা খুজে পাওয়া যাবে পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইন্সটিটিউটে, যেটা মেলবর্ণ ভিত্তিক একটি নব্যউদারপন্থী থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। রাজনৈতিকভাবে রক্ষণশীল লিবারেল পার্টিকে চাদা উঠিয়ে পৃষ্ঠপোষকতাকারী একসময়কার নিদ্রালু গোঁড়া থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আইপিএ সত্তরের দশকের শেষের দিকে খননকারী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ও নব্যউদারবাদী হিউগ মর্গানের নেতৃত্বে প্রতিকুল কর্পোরেট কর্তৃত্বগ্রহণের বস্তুতে পরিনত হয়েছিল। অভ্যুত্থানের পরে, আইপিএকে পুনরায় চালু করা হল নব্য স্থাপিত পুরোপুরি নব্যউদারপন্থী থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে যেটি এর দাতাগোষ্ঠীর জন্য সহায়ক পলিসি বের করে আনার জন্য সংবাদ মাধ্যমে গণ যুদ্ধ চালিয়েছিল। ৮০-এর দশকের শেষ থেকে, অস্ট্রেলিয়ায় আইপিএ পরিনত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন বিজ্ঞান, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, এবং নবায়নযোগ্য শক্তির শিল্পের সবচেয়ে উচ্চ পদস্ত বিরোধীতাকারী।

> বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে মার্কিন নেতৃত্বাধীন আগ্রাসন

আইপিএ বহুজাতিক নব্যউদারপন্থী নেটওয়ার্কেরও অংশ যেখানে মার্কিন থিঙ্কট্যাঙ্ক গুলোর এক ব্যপক সমাবেশ রয়েছে। ১৯৯৮ সালে, মর্গানের ডান হাত, রে ইভান্স, আমেরিকান পেট্রলিয়াম ইন্সটিটিউট এবং বিশ্ব জলবায়ু জোটের (জিসিসি) একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিশ্ব জলবায়ু বিজ্ঞানের প্রজ্ঞপ্তি কর্ম পরিকল্পনার খসড়া তৈরিতে সাহায্য করার জন্য। এসব কৌশলের ভেতর ছিল গণসংযোগ বিশেষজ্ঞদেরকে যুক্ত করা, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক ঐক্যমত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী বিজ্ঞানীদেরকে গণমাধ্যমে প্রচার কার্যে অংশগ্রহণের জন্য নিয়োগ করা, এবং অবিচলিত হারে সংবাদ বিজ্ঞপতি, টুকরো টুকরো মতামত, এবং জলবায়ু বিজ্ঞানকে বিতর্কিত প্রমাণের উদ্দেশ্যে সম্পাদকমন্ডলীর তরে চিঠিপত্র উৎপাদন করা এবং গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর নীতি প্রবর্তনের বিরোধিতা করা।

এর পরবর্তী বছরে, আইপিএ এর পরিচালন পর্ষদে স্বাগতম জানিয়েছিল জিসিসি'র গণসংযোগ অংশীদার বারসোন মার্সটেলারের একজন জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিকে। তার অব্যহতি পরেই, আইপিএ নতুন একজন নির্বাহী পরিচালক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে যিনি কিনা জাতীয় বিতর্কে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে পলিসি পাশে প্রভাবিত করে আইপিএর পাবলিক প্রোফাইলকে উচুতে নিয়ে যাবেন, ব্যক্তিগতভাবে গণমাধ্যমে প্ররোচকরুপে উপস্থিত হতে উদ্যত হবেন এবং এসব কর্মকান্ড থেকে উপকারভোগী সম্ভাব্য দাতাদের চিহ্নিত করে তহবিল বৃদ্ধি করবেন। জয়ী প্রার্থী তার মূল বেতন এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ডলারের উর্ধ্বে শতকরা ৫০ শতাংশ

>>

বিজ্ঞানের জন্য পোর্টল্যান্ড মার্চ, পোর্টল্যান্ড, ইউএসএ, ২০১৭।

বোনাসের আশা করতে পারতেন যদি তার গণ মাধ্যমে অংশগ্রহণের ও তহবিল সংগ্রহের দক্ষতার নির্দেশিত পথে হত।

জন রস্কাম, ২০০৪ সালে যাকে আইপিএর নির্বাহী পরিচালকের পদে নিয়োগ দেওয়া হল, পূর্বে কাজ করেছেন বৃহৎ খনি খননকারী প্রতিষ্ঠান রিও টিন্তোর কর্পোরেট বার্তা প্রধান হিসেবে এবং লিবার্যাল পার্টির একজন কর্মী ও প্রচারাভিযান ব্যবস্থাপক হিসেবে। রস্কাম অস্ট্রেলিয়ার সংবাদ মাধ্যমে আইপিএর উপস্থিতিকে রুটিনে পরিনত করে এর পাবলিক প্রোফাইলকে কেবল উর্ধ্বেই তুলে ধরেন নাইঃ সেই সাথে তিনি আইপিএকে একটি নির্দোলীয়, অলাভজনক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন যার গোপন দাতারা তাদের দানের মাধ্যমে ট্যাক্স কর্তনের দাবী জানাতে পারেন।

এর মধ্যে, রস্কাম অস্ট্রেলিয়ান জলবায়ু বিজ্ঞান মোর্চা (এসিএসসি) যেটাকে যুক্তরাষ্ট্রের হার্টল্যান্ড ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়েছিল, সেটা সহ আইপিএর পুরোধা গোষ্ঠীগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এসিএসসি এর মিশন ছিল জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈশ্বিক ঐক্যমত্যকে যুক্তিবলে আক্রমণ করা এবং অস্ট্রেলিয়ায় গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো ও জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রশমিত করার নীতিমালার সূত্রপাত ঠেকান।

> জলবায়ু বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের যুদ্ধ

আরো কাছ থেকে যাচাই করলে, এসিএসসি এর "বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাগণ" জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক ঐক্যমত্যের বিপক্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক কোন যুক্তি উত্থাপন করে নি। বরঞ্চ, আইপিএর এর দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা সহকারী হিসেবে এবং আইপিএ রিভিউ এর নিয়মিত লেখক হিসেবে, তারা জলবায়ু পরিবর্তনের মতবাদকে বামঘেষাদের ষড়যন্ত্র বলে চালিয়ে দেওয়া মতাদর্শভিত্তিক আখ্যানের উপর প্রচন্ডভাবে নির্ভর করতে শুরু করলেন। এই একই ধারণা আইপিএ সাধারণ মানুষের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিল ডানপন্থী সংবাদকর্মীদের মাধ্যমে, যারা আইপিএ এবং এর সম্মুখযোদ্ধাদেরকে বুদ্ধিজীবী ও মতাদর্শগত পথিকৃৎ হিসেবে ভাবত। এভাবেই, জলবায়ু বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক বামপন্থীদেরকে জণগণের চোখে দানব হিসেবে চিত্রিত করার জন্য আইপিএ-এর ডানপন্থী সাংবাদিক ও সম্পাদকবৃন্দকে বাগাড়ম্বরপূর্ণ উপায় দিয়ে সজ্জিত করে তোলে।

এটা আমরা ২০০৯ সালে পরিষ্কাররুপেই দেখেছি অস্ট্রেলিয়ায় নিঃসরণ ব্যবসায়ীদের কর্মপরিকল্পণা প্রবর্তনের উপর চলা প্রথম সংসদীয় বিতর্কের শুরুর সময়ে। এসিএসসির বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাদের অন্যতম, খনি ভূবিজ্ঞানী ও খনি খননকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ইয়ান প্লিমার, আইপিএর সহযোগী ছাপাখানার মাধ্যমে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন, যেটাতে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন আসলে সম্ভব না। তিনি আরো দাবী করেছিলেন যে, বামেরা এবং জলবায়ু বিজ্ঞানীরা মিলে ষড়যন্ত্র করে জলবায়ু পরিবর্তনের মতবাদ দাড় করিয়েছেন এবং যারাই জলবায়ু পরিবর্তন নির্বাপণ করার নীতিমালাকে সমর্থন জানিয়েছিল তাদেরকে উপহাস করেছিলেন।

প্লিমারের বই প্রকাশের ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্রের থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো একই ধারা অনুসরণ করেছিল, তারা বিভিন্ন বড় বড় নীতিমালা বিষয়ক তর্কের প্রারম্ভে পরিবেশগতভাবে "সংশয়ী" বই প্রকাশ করেছিল বলে জানা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের মতন, প্লিমার নিযুক্ত হয়েছিলেন একটা প্রেস সফরে, অস্ট্রেলিয়ায় সেবার ২১৯ টি নির্বন্ধের জন্য দিয়েছিলেন। এখানে লক্ষণীয় যে, তার আইপিএ সংশ্লিষ্টতার বিষয়টা কখনোই উল্লেখ করা হয়নি।

যেসময়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ঐক্যমত্যের বিরুদ্ধে এক দুর্ধর্ষ পাল্টা যুক্তি হিসেবে ডানপন্থী সাংবাদিক ও সম্পাদকেরা প্লিমারের বইয়ের উচ্ছসিত প্রশংসায় মেতে উঠেছিলেন, সেসময়ে বৈজ্ঞানিক আলোচকেরা চিরাচরিতভাবে তার বইকে দূর্বল বানান গল্প আখ্যা দিয়ে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। এর মাঝে, প্লিমারের জনসমক্ষে দেওয়া বক্তব্যগুলো পুরোপুরিভাবে জলবায়ু বিজ্ঞানীদেরকে এবং জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসের নীতিমালাকে সমর্থনদানকারী ব্যক্তিবর্গকে হেয় করেছে। গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে, তিনি স্বীকার করেছিলেন "কিছু অতিশয় পাগলাটে পরিবেশবিদের মতই, মানব সৃষ্ট বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মতবাদ ধর্মীয় বিশ্বাসের পর্যায়ে গজিয়ে উঠেছে [...] তাই আমি সৃষ্টিবাদীদের কাজ করার কৌশলের সাথে কিছু কিছু পরিবেশবাদী এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন তাত্ত্বিক যেভাবে কাজ করেন তার বিশাল সাদৃশ্য খুজে পাই"।

জলবায়ু বিজ্ঞানের উপর যথেষ্ঠ বুৎপত্তির অভাব থাকা সত্ত্বেও এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিজ্ঞানীদের ঐক্যমত্যকে অর্থবহভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে অপারগ হবা স্বত্ত্বেও, প্লিমার তার সাঙ্গপাঙ্গদের মাধ্যমে মানুষের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার বই প্রকাশের পরবর্তীতে মানুষের মাঝে জলবায়ু পরিবর্তন বিজ্ঞানের প্রতি আস্থার ঘাটতি দেখা দেয়, ইটিএস পরাজিত হয়ে যায় এবং ডানপন্থী রাজনীতিবিদেরা প্লিমারকে একালের গ্যালিলিও রুপে বরণ করে নেয়।

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
এলেইন ম্যাককিওন <elaine.mckewon@gmail.com>

> ব্রাজিলের নব্য-উদারতাবাদি চিন্তাশীল গোষ্ঠী

হারনান রামোজ, সাইনোস রিভার ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউনিসাইনোস) এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জাতীয় পরিষদের গবেষক (সিএনপিকিউ), ব্রাজিল

"শোভাযাত্রা"ঃ সাও পাওলোর বুর্জুয়া নিয়ন্ত্রিত টুইতি প্যারাডাইস সাম্বা স্কুলের আনন্দ মেলার চিত্র, ব্রাজিল আনন্দ মেলা ২০১৮।

২০১৩ সালের বিদ্রোহের পর থেকে ব্রাজিল রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আকস্মিক মতাদর্শগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, আর এর মাধ্যমে নতুন নব্য-উদারবাদী নীতিমালা থেকে পরিবর্তিত হয়ে নব্য-উন্নয়নবাদী নীতির প্রবর্তন হয়, যেটি ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি দিলমা রউসেফের দ্বিতীয় মেয়াদে শুরু হয়ে গেছে। এই পরিবর্তন একটি স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন ছিল না, বরং অনেক বড় বড় ক্রিয়াশীল এবং তাদের বিষয় ভিত্তিক কৃতকর্মের ফলাফল। এই ঘটনাসমুহকে যে এপি-ফেনোমেনা প্রভাবিত করেছিল সেটা নিঃসন্দেহে একটি সংগ্রাম যেটা প্রধানত তরুণদের পরিচালিত একটি ডানপন্থী নব্য উদারবাদী ডিসকোর্স।

এটি বিশেষ করে মুভিইটমো ব্রাজিল লিভারের (মুক্ত ব্রাজিল আন্দোলন), এস্তুড্যান্টস পেলা লাইবেরডেড (ছাত্রদের জন্য স্বাধীনতা) এবং ভেম প্রে রিয়া (রাস্তায় নামা) এই মুভমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে। যদিও আমরা এখনও তাদের সম্পর্কে খুব সামান্যই জানি তবে তাদেরকে এই মতাদর্শগত পরিবর্তন এবং চিন্তাশীলদের সাথে যুক্ত করার প্রমান পাওয়া যায়। তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটওয়ার্কগুলির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে মূলত তাদের ধারণাগুলি ছড়িয়ে দিয়েছিল, পরস্পর সংযুক্ত চ্যানেল ব্যবহার করে তারা নব্য-উদারতাবাদী মুল কেন্দ্রের সাথে আন্যান্য কেন্দ্রকে যুক্ত করে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে, এই গোষ্ঠীগুলোর কর্মকান্ড তাদের বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়োগ এবং তাদের একটি মৌলিক আখ্যান প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে।

> আমাদের উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিকতাঃ

আজকে পরিচালিত নব্য উদারতাবাদী চিন্তাশীল নেটওয়ার্কগুলির পারস্পরিক সংযোগ বোঝার জন্য কিছু মৌলিক ঐতিহাসিক সংশ্লেষণ প্রয়োজন। নব-উদারনীতির সাথে যুক্ত করা যেতে পারে এমন ধারণার অনুপ্রবেশ ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সময়ে, যখন তারা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাদের জন্ম ৫০ দশকের শেষে, মূলত চিন্তাশীল প্রথম প্রজন্মের মাধ্যমে। ইনস্টিটিউট ব্রাজিলিও দ্য অ্যাকোও ডেমোক্রেটিককা (আইবিএডি) এবং ইনস্টিটিউট ডি পিসুইয়েস এ ইস্টডোস সোসিয়া (আইইপস) এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দুটি প্রতিষ্ঠানই প্রেসিডেন্ট জোয়াও গোলহার্ট এর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের জন্য পাব্লিক পলিসি প্রণয়নে ভুমিকা রেখেছিল; এই পলিসিগুলো পরে একনায়কতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে।

ব্রাজিলের নব্য-উদারনীতির প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উপরে উল্লিখিত অসম্পূর্ণতা। চিহ্নিত আঞ্চলিক সংযোজন ছাড়াও, যেসব প্রতিষ্ঠান আমরা উল্লেখ করেছি তারা নীতিনির্ধারক ফাংশনের তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিকের দিকে বেশি মনোযোগী।

দ্বিতীয় প্রকারের কার্যাবলী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটি মূল গ্রুপের জন্য সংরক্ষিত, যেমনঃ গুতিলিও ভার্গাস ফাউন্ডেশন এবং রিও ডি জেনেরিও পেন্টিফিক্যাল ক্যাথোলিক বিশ্ববিদ্যালয় (পিইউসি- রিও)। আর একি সময়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক নিয়োগ দেয়া টেকনিকাল স্টাফদের জন্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কোন বড় শক্তি বিনিয়োগ করা হয় না,যারা উদ্যোক্তা শ্রেণীর অনুরূপ সামাজিক পটভূমি থেকে আগত, দুটি গ্রুপের মধ্যেই যাতায়ত করতে পারে।

>>

১৯৮০ এর দশকে গণতান্ত্রিক উন্মুক্তকরণের পর নব্য-উদারতাবাদী চিন্তাধারার সৃষ্টি করার দ্বিতীয় ধারাটি ঘটেছিল, যেটি এমন সময়ে হয় যখন ইনস্টিটিউটস লিবারেস (আইএলএস) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইনস্টিটিউট অব ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স এবং এটলাস নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠাতা এন্টনি ফিশারের সাথে পরামর্শের পর এই বছরগুলিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং রিও ডি জেনেইরো, সাও পাওলো এবং অন্যান্য রাজধানীতে অনুরূপ নির্দেশাবলী অনুযায়ী কাজ করে। পোর্টো আলেগ্রে সদর দপ্তরটি আলাদা কমান্ডের অধীনে ইনস্টিটিটো লিবারডেড নামটি গ্রহণ করে।

এটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে ব্রাজিলের নব্য উদারনীতির সুবর্ণ দিনগুলোতে কেন ফার্নান্দো এইচ কার্ডোসো প্রশাসন অর্থনৈতিক নীতিমালা এভাবে পরিচালনা করে- যা রিও ডি জেনেরিও এর পন্টিফিকাল ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি (পিইউসি-রিও) থেকে আগত। পরে তারা ব্যাঙ্কার, বিনিয়োগ তহবিলের মালিক এবং দলীয় উপদেষ্টা হিসেবে সাফল্য লাভ করে। সরকার বাইরে একবার, তারা কাস দো গারাস (বা ইন্সটিটিউট অফ ইকোনমিক পলিসি স্টাডিস)-এর আশ্রয় নেয়, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নব্য উদারনীতিবাদী চিন্তাবিদ তার নিজের চিন্তাভাবনা দ্বারা সক্রিয়ভাবে পরিচালিত। তাদের মধ্যে অনেকেই পোর্টো আলেগ্রে থেকে একজন দার্শনিক এবং পিওউসি-রিও থেকে একজন অর্থনীতিবিদ প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিটো মিলেনিয়ামের সদস্য। এই উভয় মানুষই হেজেমোনিক মিডিয়া কর্পোরেশনগুলির সাথে সংযুক্ত, যেটি তাদের পরামর্শ দাতা হিসেবে দাবি করে। ফোরগ্রাম দ্য লিবারডেড এই গ্রুপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হয়ে উঠেছে। এটি একটি মূল সংস্থা হিসেবে কাজ করে, যেটি পোর্টো আলেগ্রেতে বছরে একবার একসঙ্গে তার অংশীদারদের জড়ো করে। এই সংস্থার সব সদস্য অংশীদাররা যে অস্থায়িত্ব অবস্থায় থাকে তা ইঙ্গিত করা জরুরি।

> সুড়ঙ্গের শেষে কি আলো আছে?

এটি একটি সমস্যাজনক পরিস্থিতি, এটির নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, তার ডিস্কোর্স এবং এর কর্ম, যা দিলমা রুসেফ এর নিজস্ব অর্থনৈতিক নীতির অগ্রগতিতে একটি নব্য উদারবাদী এজেন্ডা স্থাপন করেছে। তারপরেও তার নিয়োগকর্তার পতনকে রোধ করা যায় নি এবং পরবর্তীতে বরং তার অপপ্রচারের দিকে নিয়ে যায়, ব্রাজিল ২০১৩ সাল পর্যন্ত পশ্চাদপসিত ছিল, অতপর মিশেল টেমার এবং তার অর্থনৈতিক দল এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে ব্রাজিল আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

যাই হোক, এখন মনে হচ্ছে যে বর্তমানে এটি নিঃশেষিত হবার প্রবণতা থাকতে পারে। শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য যে অভিযোগগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল তা এক ধরনের সাধারণ জ্ঞানের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়নি যা আন্তর্জাতিক তরঙ্গটি ইতোমধ্যেই রক্ষিত হয়েছে, এবং বিশেষ বৃত্ত ব্যতীত ঐক্যমত্য গড়ে তুলতে যথেষ্ট নয়। উপরন্তু, যে পাবলিক নীতিগুলো এই তৃতীয় নব্য-উদারপন্থী ধাপে উন্নীত হয়েছে তারাও ব্যর্থতার লক্ষণ দেখাচ্ছে, যেটি এইসব সমর্থনকারীদের মধ্যে ভোটারদের দুর্বল আগ্রহের পাশাপাশি প্রতিফলিত হয়। এটি সাবেক রাষ্ট্রপতি লুইস ইনাসিও লুলা দ্য সিলভার দৃঢ় জনপ্রিয়তার বিপরীত, যা তীব্র তুষার ঝড় (এর মত) প্রতিরোধ করেছে ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
হারনান রামোজ <hramirez1967@yahoo.com>

> চিন্তাধারার পরামর্শকারী বাজারজাতকরণ বা আধিপত্য বিস্তারের একটি হাতিয়ার

মাটিয়াস কিপিং, ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, কানাডা

বিশ্বের সংযুক্তি ও সবকিছুর ঔপনিবেশিকতা?

যখন ব্যবসার প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ প্রবণতা সম্পর্কে বিতর্ক দেখায়, বড় তথ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা উৎপাদন ভবিষ্যৎ বলছে, এক ঘন ঘন বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় কনসার্টিং ফার্মগুলির চিন্তাধারা দ্বারা জারি করা রিপোর্ট জুড়ে আসে প্রায়শই উদ্ধৃত করা হয় সম্ভবত ম্যাকিনসি গ্লোবাল ইন্সটিটিউট (এমজিআই), কিন্তু অন্যদের মধ্যে, হাই পারফরমেন্সের জন্য এক্সচেঞ্জ ইনস্টিটিউট, বিজনেস ভ্যালু বা বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের হেন্ডারসন ইন্সটিটিউটের জন্য আই-বিএম ইনস্টিটিউটের উল্লেখ রয়েছে। তাদের বেশিরভাগ প্রকাশনাই ব্যবসায়িক বিষয় সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে কিছু মন্তব্য এবং বিশ্বায়নের ভবিষ্যত বা লিঙ্গ সমতার ভবিষ্যতের মত প্রশস্ত প্রশ্ন। এই "প্রতিষ্ঠান" এবং তাদের "অন্তর্দৃষ্টি" প্রভাব সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা চিন্তাশীল ট্যাঙ্ক র্যাঙ্কিং দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। শীর্ষস্থানীয় ২৫ টির মধ্যে "লাভ টিচার ট্যাঙ্কস"-এর জন্য এটি পরামর্শদাতাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৪ টি তালিকার তালিকায় রয়েছে, যেখানে এমজিআই শীর্ষস্থানীয় অবস্থান নিয়েছে! "লাভ জন্য" একটি বিভ্রান্তিকর চরিত্রায়িত যদিও, যেহেতু- অন্যান্য সমস্ত পরামর্শমূলক পরিষেবাগুলির মত নয়- এই অন্তর্দৃষ্টি বিনামূল্যে আসে! প্রশ্ন হচ্ছে, কেন পরামর্শ সংস্থাগুলি তাদের প্রথম স্থানে স্থাপন করেছে।

> চিন্তার নেতৃত্ব বা ভয়?

১৯৯০ সালে এম জি আই অগ্রণী ছিল, অন্যরা শীঘ্রই অনুসরণ করবে।তাদের সৃষ্টির যুক্তিবিজ্ঞানের একটি সহজ উত্তর হল যে তারা মার্কেটিং টুল হিসেবে কাজ করে যা ব্যবস্থাপনা পরামর্শের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক বাজার। পরিচালকদের "উচ্চতর জ্ঞান" উপর ভিত্তি করে পরামর্শ সেবা কিনতে- বা অন্তত যে তারা অন্যান্য অংশীদারদের পরামর্শ সংস্থাগুলি তাদের আশ্রয় ন্যায্যতা আছে কিভাবে হয়। এই দৃষ্টিকোণে, পরামর্শকারী সংস্থাগুলি তাদের "চিন্তার নেতৃত্ব" প্রদর্শন করার

>>

জন্য চিন্তাধারা স্থাপন করে, এবং সেগুলি আসলে কীভাবে তাদের লক্ষ্যগুলি প্রায়ই বর্ণনা করে। তাদের চিন্তাধারার সরাসরি উল্লেখ না করে, পরামর্শদাতাদের অধ্যয়নরত কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি কাফের চিন্তার নেতৃত্বের জন্য কিছুটা আরও বেশি আত্মত্যাগী অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে! তারা প্রস্তাব করে যে ব্যবস্থাপনা পরামর্শগুলি উত্তরাধিকারী পরামর্শদাতাদের দ্বারা উন্নীত হয়- বা "ফ্যাশন" হিসাবে তারা তাদের সাম্প্রতিক প্রফুল্লতা তুলে ধরার কথা বলে, যাতে তারা অত্যন্ত অনিশ্চিত, যদি ভয়ঙ্কর, ভবিষ্যত না হয় তবে তাদের পরামর্শদাতাদের ভাড়া দেওয়ার জন্য পরিচালকদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করে। যদি কোনও ধরনের গাইড হিসাবে "আরাম আরামদায়ক না হয়।" এই চিন্তাধারা দ্বারা উতপন্ন রিপোর্টগুলি পড়ার ফলে প্রকৃতপক্ষে একটিকে সংশ্লিষ্টতার সাথে মোকাবেলা করা যায়, যদি সেগুলি এমন হুমকির ঘটনাগুলি না করে যা তারা ভবিষ্যদ্বাণী করে- যা একটি রিপোর্ট যা নিজেদেরকে সাধারণ জেনারিক উত্তরগুলিতে সরবরাহ করে - অতএব, যুক্তি তর্ক করে, ম্যানেজারদের এই অপ্রীতিকর প্রবণতাগুলির প্রতি সতর্ক করে দেয় এমন চিন্তাবিদদের পিছনে পরামর্শদাতা সংস্থার কাছে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ জানানো।

> কপিরাইট

এমনকি আরও বেশি করে, এই রিপোর্টগুলি পরামর্শদাতারা তাদের সার্ভারগুলির জন্য নতুন বাজার উন্মুক্ত করে দিচ্ছে, সেগুলি অন্য কার্যকরী ক্ষেত্রগুলি, বিভিন্ন ক্ষেত্র বা উদীয়মান অর্থনীতি। তারা এই ক্লায়েন্টদের প্রস্তাবিত সমাধানগুলির জন্য সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে এবং শেষ পর্যন্ত বৈধতা অর্জনের জন্য এই বিষয়ে যে কোনও বিষয়ে গভীর "অন্তর্দৃষ্টি" প্রদান করে তাদের প্রাসঙ্গিক যোগ্যতা সংকেত প্রদান করে।এই একটি চিন্তা, এই চিন্তা ট্যাংক পিছনে বৃহত্তর প্রেরণ। এটি "ব্যবস্থাপনায় কর্তৃপক্ষের" মধ্যে তাদের অবস্থানের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে, যেমনটি তাদের কিছু বলেছে, যার মধ্যে রয়েছে ব্যবসা স্কুল এবং পরিচালন মিডিয়া আশ্চর্যজনক নয় যে, বেশিরভাগ "ইনস্টিটিউট" তাদের কার্যক্রমগুলি বর্ণনা করার জন্য একাডেমীর ভাষা ব্যবহার করে, পরামর্শদাতারা যেগুলি "গবেষক" বা "গবেষণা সহকর্মী" হিসাবে রিপোর্টগুলি একত্রিত করে এবং এমনকি নোবেল বিজয়ী সহ উপদেষ্টা হিসাবেও সুবিখ্যাত শিক্ষাবিদ নিয়োগের জন্য লেবেল করে। তারা সুপরিচিত পরিচালনব্যবস্থায় তাদের ফলাফল প্রচার করে, বিনামূল্যে হয়, যখন কোন প্রবন্ধ তাদের ধারণা বা পয়সা বিভাগে বাছাই করে।

ডেলোয়েট তার নিজস্ব "ডেলোয়েত ইউনিভার্সিটি প্রেস।" তৈরি করে এই সংস্থায় সর্বাধিক সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন। আবার, এটি কেবল স্মার্ট মার্কেটিং হিসাবে বোঝা যায়, পরামর্শদাতাদের কী বলতে হবে তা আরো বিশ্বাসযোগ্যতা ধার্য করা যায়। কিন্তু এটি "পরিচালন জ্ঞান শিল্প" এর মধ্যে একটি বড় স্থান তৈরি করার একটি প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হতে পারে। পরিচালন পর্যদ নিজেই গবেষণার একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দৃষ্টান্তের দিকে আরও এগিয়ে চলার যে সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে - কার্যত মেট্রিক্স দ্বারা পরিচালিত অংশ সেই একই পরামর্শদাতাদের দ্বারা জনসেবা পরিষেবাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রাসঙ্গিকতা মানা সত্ত্বেও, আজকের ব্যবস্থাপনা গবেষণা বেশিরভাগই অপ্রচলিত এবং পরিচালকদের অনুশীলন করার জন্য প্রায়ই, যারা এই পরামর্শ পরামর্শ ট্যাংক দ্বারা উপলব্ধ "গবেষণা" উপর নির্ভর করে তাই খুব খুশি যারা। প্রশ্ন হচ্ছে কতদিন ধরে পরামর্শদাতাদের একাডেমিক জিনিসপত্রের সঙ্গে তাদের বৈধতা আপলোড করতে হবে। অনেক ব্যবসায়িক স্কুল অধ্যাপক ইতিমধ্যে তাদের পরামর্শ ক্রেডেনশিয়াল হাইলাইট দ্বারা অনুশীলনকারীদের এবং ছাত্রদের সঙ্গে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা জোরদার করার চেষ্টা।

> সবকিছু উপনিবেশিকতা?

পরামর্শদাতাদের দ্বারা এই সম্ভাব্য সম্ভাব্য সর্বোৎকৃষ্ট চর্চা নির্ণয়ের উপর আরো কর্তৃত্বের জন্য অনুসন্ধান আমাদেরকে আরও বৃহত্তর যুক্তিগুলির দিকে পরিচালিত করে- এবং কিছুটা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের অঞ্চলতে। এই চিন্তাধারার সৃষ্টি হতে পারে ব্যবসার বিবর্তন, অর্থনীতি, সমাজ এবং এমনকি বিশ্বব্যাপী এমনকি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ওপর কর্তৃত্ব করার জন্য নয় এমন একটি চক্রান্তের অংশ? এই কিছুটা কম মনে হয় যখন কেউ এই সংস্থাগুলির আকার এবং নাগালের কথা বিবেচনা করে, যা আজকাল কেবল সংস্থাগুলি নয় বরং ক্যাথলিক চার্চের সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি, সেইসাথে সমস্ত রংগুলির সরকারকেও পরামর্শ দেয়। এটি এমন একটি অদ্ভুত সংখ্যক সংখ্যক প্রাক্তন ছাত্রকে বিবেচনা করে যখন এটি একটি অসাধারণ সংখ্যক প্রাক্তন ছাত্র সংগঠনকে বিবেচনা করে, তখন তাদের মধ্যে অনেকেই নেতৃত্বের অবস্থান, ব্যবসা এবং অন্য কোথাও, একাডেমী সহ- আপনার ডিনের পটভূমি পরীক্ষা করে- এবং অন্তর্দৃষ্টিগুলির জন্য প্রধান শ্রোতাদের মধ্যে যারা আছেন এই চিন্তাধারা এবং ভবিষ্যতের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রদত্ত তারা প্রস্তাব।

উপরের কোনটিই ভয়ানক হওয়া উচিত নয়। সমস্ত উতপন্ন এবং প্রচারিত হচ্ছে ধারণা যে ধরনের উপর নির্ভর করে। এই চিন্তাধারা, এবং পরামর্শ সংস্থাগুলি যেগুলি তাদের তৈরি করেছে, "ভাল" জন্য একটি বল হিসাবে কাজ করতে পারে - অধিকতর উত্তম যা তাদের অংশীদার এবং শেয়ারহোল্ডারদের পকেটের আচ্ছাদন নয়। এবং এমন কিছু ইঙ্গিতও রয়েছে যা এই সংস্থার কিছু কিছু করছিল, যেমন, লিঙ্গ সমতা বা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিক পুঁজিবাদের প্রয়োজনের সাথে। তবে, ব্যবস্থাপনা পরামর্শ শিল্পের ইতিহাস এবং এটির প্রভাব এতদূর এসে গেছে, বিরতির জন্য কিছু কারণ প্রদান করে না, যদি না উদ্বেগ থাকে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
মাটিয়াস কিপিং <mkipping@schulich.yorku.ca>

> সীমান্তোত্তর সেবাঃ সেবা ও সেবামূলক কাজের পরিবর্তন

হেইডি গটফ্রাইড, ওয়েনে স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ, আইএসএ-এর অর্থনীতি ও সমাজ (আরসি ০২) শীর্ষক গবেষণা পর্ষদের সভাপতি এবং শ্রম আন্দোলন (আরসি ৪৪) ও সমাজে নারী (আরসি ৩২) শীর্ষক গবেষণা পর্ষদের সদস্য এবং **জেনিফার জিইহে চুন**, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা এবং আরসি ০২ এবং আরসি ৪৪-এর সদস্য।

বর্তমান বিশ্বে সংঘটিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অংশগুলো সম্পর্কে সেবার গবেষণা সমসাময়িক বিতর্কের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। সামাজিক শ্রেণী, লিঙ্গ, জাতিগত ও জাতীয় সীমানা বরাবর জীবীকার খোঁজে সীমানা অতিক্রমকারী মানুষের সাথে মিশে থাকা অভূতপূর্ব সংখ্যক নারীরা নতুন এবং বিদ্যমান ধরনের অসমতা সৃষ্টি করছে। "সেবার অভাব" মনযোগ দেয় একটি গভীরভাবে অসম ও অন্যায্য উদারনৈতিক অর্থনীতির ব্যয় ও ফলাফল সম্পর্কে, বিশেষ করে তাদের যারা উদীয়মান দরিদ্র, অভিবাসী এবং বর্ণবাদীকৃত নারীরা যারা অপরের সেবার অনানুপাতিক দায়িত্ব বহন করে। এটি আরও ছেলেমেয়ে লালন পালনের জন্য অধিক সংখ্যক স্বল্পবেতনের অপ্রাতিষ্ঠানিক চাকরিজীবীদেরকে নির্দেশ করে, বৃহৎ ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত গৃহস্থালি কাজ, কাজের ব্যাপারে কিছু ধারণা যা রান্না এবং পরিষ্কার থেকে শুরু করে যৌন, অন্তরঙ্গ ও জৈবিক প্রজনন কাজের সকল শ্রমকে ঢেকে রাখে এবং অনেক ক্ষেত্রেই অস্বীকার করে। আমাদের বিশ্লেষণ মূলক দৃষ্টিভঙ্গী যা আন্তঃনারীবাদী আলোচনা এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হিসেবে বৈশ্বিক অর্থতত্ত্ব সহকারে কর্মের প্রায়ত দৃশ্যমান শ্রম এবং প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনায় এর তাৎপর্যকে বর্ধিত করে।

সেবামূলক কাজের বাজার হস্তক্ষেপ এবং পরিবর্তনশীল বর্তনী জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সামাজিক সম্পর্ক ও সম্পৃক্তার পদ্ধতির পরিবর্তন করেছে। সেবাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করি বা কাজ হিসেবে গণ্য করি এ ব্যাপারে ভালবাসার শ্রম আমাদেরকে ব্যর্থ করে দেয়। সাধারণবোধ সেবাকে দেখতে চায় মুক্ত হিসেবে, ভালবাসার শ্রম হিসেবে, অপবিত্র অর্থের অথবা নাগরিকত্বের বিমূর্ত অধিকারের সাথে সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ হিসেবে নয়। বরং অন্তর্নিহিত ব্যবহার মূল্যের পুরস্কার হিসেবে। যখন সব ধরনের সেবা ও অন্তরঙ্গ শ্রমকে অবমূল্যায়িত করা হয়, তখন ছোট থেকে বড় হওয়ার জায়গাটিই হল সৎ মায়েদের নিয়ে গবেষণার জায়গা। যারা তাদের শ্রমের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত স্বীকৃতি পায় নি। পণ্য ও উপহারের পার্থক্যের কারণে সৎ মায়েদের শ্রম একটু কম বোধগম্য। অভীষ্ট বাবা মায়েরা তাদেরকে নৈর্ব্যক্তিক শোষণমূলক সমাজের সামাজিক সম্পর্ক এবং অন্তরঙ্গতার ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্রমবর্ধমান পণ্যজাতকরণ হিসেবে না দেখে বরং সৌজন্যমূলক সম্পর্কের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে আশ্রয় দিতে

>>

পারে।

একগুচ্ছ বিভিন্নমুখী ক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠান সেবার মূল্যবোধকে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় হিসেবে এবং পুঁজিবাদের অধীনে প্রাত্যহিক জীবনের অখন্ড অংশ হিসেবে প্রভাবিত করে। বিদ্যমান আইনগত প্রতিরোধ থেকে সেবা কর্মীদের বিচ্ছিন্নকরণ হয়ত ক্ষণস্থায়ী অভিবাসী এবং স্বেচ্ছাসেবী মা হিসেবে অথবা মজুরীবিহীন শ্রমের ক্ষেত্রে, আরও সেবামূলক কাজকে ভালবাসার শ্রম বা আত্মনিয়োগ হিসেবে অবমূল্যায়ন করে। এর নীতি পরিবর্তন করে, রাষ্ট্র এই কাজের ঝুঁকিমূলক দায়িত্ব প্রত্যাহার, অপসারণ এবং হস্তান্তর করেছে এবং আরো সেবামূলক কাজ ও আন্তরিক শ্রমের প্রচার বৃদ্ধি করে পুনর্গঠন প্রবর্তন করেছে। সিংগাপুরের কথা চিন্তা করলে, একটি বৈদেশিক গৃহস্থালি শ্রমিক কর্মসূচীর মাধ্যমে সেবামূলক কাজের প্রয়োজন মিটানোর জন্য ব্যাপকভাবে প্রচারিত এবং বেসরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ হচ্ছে রাষ্ট্রের সৃষ্টি যা তার দায়িত্বকে শ্রমজীবী পরিবারের চেয়ে সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ওপর অবমূল্যায়ন করে। সেবার প্রচার ও বেসরকারিকরণের দ্বৈত পদ্ধতি সেবা শ্রমিকদের অনিরাপত্তা ও অল্প মজুরীর কাজের সাথে সম্পর্কিত।

ভালবাসা এবং সেবা বৈশ্বিক সেবার ধারা বরাবর প্রতিস্থাপিত ও পরিবর্তিত হয়। বৈশ্বিক সেবার শৃঙ্খলের দৃশ্য তুলে ধরে তার পটভূমিকে বিস্তারিত করা হয় যার মধ্যে আমরা বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্ক দেখতে পাই। অভিবাসী শ্রমিকদের বাড়িতে, পরিবারের সদস্যরা তাদের প্রদত্ত জিনিসপত্র এবং তাদের সন্তান ও গৃহস্থালির জন্য শ্রমের আবেগপূর্ণ ব্যাপারগুলো এড়িয়ে চলে। পূর্ব ইউরোপীয় দেশের সমাজতন্ত্র পরবর্তী সময়ের ঘটনা প্রমাণ করে যে মাতৃত্বপরায়ণ ভালবাসার শ্রমকে শুধু পিতৃত্বের সাথে তুলনা করা যায় না যে পিতা পুরুষোচিত প্রতিরক্ষা তৈরি করে যা তাদেরকে বিদ্রূপ ও বহিষ্কার থেকে রক্ষা করে। বহিঃসীমানায় গ্রহীতা এবং কর্মীদেরকে দূরপাল্লা ভ্রমণ কারী কর্মীরা প্রায়ই বেসরকারি শ্রমিক দালাল এবং দ্বিপাক্ষিক জাতীয় চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারীর সম্মুখীন হয়। জাপানে, দ্রুত বৃদ্ধমান জনগণের জন্য সরকারি জামিনে সেবা কর্মসূচির বিস্তার পেশাগতভাবে প্রশিক্ষিত অভিবাসীদের ওপর অপ্রত্যাশিতভাবে জোর দেওয়া হয় যারা জাপানি সেবা গ্রহীতাদের বিপরীতে জাতীয় পরার্থপরতা তৈরি করতে একটি সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। বৈশ্বিক সেবা জাল বিশ্ব অর্থনীতির এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পরিবারগুলোকে সংযুক্ত করে, এবং পরিবার, সুশীল সমাজ, রাষ্ট্র, ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষমতা সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটে।

যখন এসমস্ত প্রথা আন্তঃছেদীয় অত্যাচারের একটি শক্তিশালী কাঠামো গড়ে তোলে, যেমন কোনো প্রথা-ই তার বিরোধী ছাড়া নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, আমরা নতুন প্রতিষ্ঠিত এবং নীতির চ্যালেঞ্জের প্রতি ইউনিয়নগুলো ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অভিযোজন দেখতে পাই; অন্য ক্ষেত্রে, সেবা শ্রমিক ও তাদের সমুচিত সেবার পক্ষে অপ্রত্যাশিত ও সমালোচনামূলক জোট এবং সংহতি বিকাশ আমরা দেখতে পাই। ব্যাক্তিগত গৃহস্থালির মধ্যে অথবা সরকারী দরবারে সেবাকর্মীরা সক্রিয়ভাবে দরকষাকষি করছে এবং অসমতা ও অধীনতার সম্পর্কে বাদানুবাদ করছে, মাঝেমাঝে লৈঙ্গিক প্রজনন এবং জাতিগত বিভক্ত শ্রম, কৃত্রিম সংহতিমূলক পরিচয় এবং সক্রিয়তা নিয়ে কথা বলছে।
একটি নতুন রাজনৈতিক বিষয় ঢুকিয়ে, সেবার বিস্তৃতি ও উদীয়মান পণ্যকরণ সমবায় সমিতির নতুন গঠনের ভিত্তি নির্মাণ করেছে। বৈশ্বিক পর্যায়ে, গৃহস্থালি কর্মীদের সংগঠন এবং তাদের মৈত্রীগুলো দ্বারা পরিচালিত যৌনকর্মের প্রথম গৃহকর্মের আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ২০১১ সালে (১৮৯ নং কনভেনশনে) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) - কে চাপ দেয়। গৃহস্থালি দাসব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক দাসত্ব, দাসমালিক সম্পর্ক ইত্যাদির কারণে ঐতিহাসিক বহিষ্করণের পর এই কনভেনশন গৃহকর্মীদের জন্য একটি সাধারণ সম্বোধনসূচক শব্দ এবং কর্মী হিসেবে অধিকার দাবির একটি বৈশ্বিক প্লাটফরম দেয় এবং তাদের কর্মাবস্থা উন্নয়ন ও "শালীন কর্ম"- থেকে গৃহকর্মের পরিবর্তনের সাধনায় মানবাধিকারের ওপর জাতীয় নীতি উপজীব্য এবং আন্তর্জাতিক আইনগত আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

ঐতিহাসিক পৈতৃকদায় এবং জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও সামাজিক আন্দোলন কর্মীদের প্রতি প্রাপ্ত পদ্ধতি ও উপায়কে মূর্ত রূপ দান করে। গৃহকর্মীদের সংগঠন বিংশ শতক থেকেই চলে আসছে, যেটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উত্থানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। ইউএস এবং মেক্সিকো-তে সাম্প্রতিক সক্রিয়তা বহুমুখী আন্তচ্ছেদী পরিচয়কে দেখিয়ে সামাজিক আন্দোলন কৌশলকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে। ভারতে, সংহত কাঠামো জাতীয় সরকারকে লক্ষ্য করে মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক সংহতির (আঞ্চলিক সংহতির চেয়ে) ওপর মনোযোগ দেয়; যেখানে ইকুয়েডরে সংহত কাঠামো সমান শ্রম অধিকার এবং বৈশ্বিকের চেয়ে আঞ্চলিক সংহতির ওপর জোর দেয়। নতুন রাজনৈতিক সুযোগ পদ্ধতির সুবিধা নিয়ে সেবার পরিবর্তনশীল অবস্থানান্তরিক রাজনৈতিক অর্তনীতি শুধু সেবার নীতিবদ্ধকরণের সাথে যুক্ত সামাজিক কর্তাদের প্রকারকেই প্রভাবিত করছে না, বরং সাংগঠনিক ও সমবায় কাজের রাজনৈতিক অঞ্চলগুলোকেও পরিবর্তন করছে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
হেইডি গটফ্রাইট <ag0921@wayne.edu>
জেনিফার জিইহে চুন <jj.chun@utoronto.ca>

২১

> সেবার বৈশ্বিক সংকট?

ফিয়োনা উইলিয়ামস, লিডস বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইউকে এবং আইএসএ-এর দারিদ্র, সমাজকল্যাণ ও সমাজ নীতি (আরসি১৯)-শীর্ষক গবেষণা পর্ষদের সদস্য।

© আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা।

অভিপ্রয়াণের বৃদ্ধি- যেখানে পৃথিবীর প্রায় ২২৩ মিলিয়ন অভিবাসী হল নারী- বিভিন্ন দিকের ইঙ্গিত দেয়, যা সেবাকে একটি বহুজাতিক ও বৈশ্বিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অনেক নারী যারা দরিদ্র ও ভঙ্গুর অর্থনীতির দেশ থেকে উন্নত দেশে দেশান্তরিত হয়, তারা প্রদত্ত সেবায় যেসব কাজ খুঁজে পায় তার মধ্যে রয়েছে- পরিচ্ছন্নতা বা বাড়ির কাজ, বাচ্চা ও বৃদ্ধদের দেখাশুনা ও গৃহস্থালির অন্যান্য কাজ। তারা দক্ষিণ থেকে উত্তরে, সেই সাথে উত্তর-দক্ষিণ উভয় দিকেই যায়। এসব বৈশ্বিক তত্ত্বাবধানের শৃঙ্খলা হল মধ্যম ও নিম্ন আয়ের দেশসমূহের রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত এজেন্সির ডাক্তার ও নার্স-এর বর্ধিত বহুজাতিক নিয়োগের সাথে সমান্তরাল। এই প্রক্রিয়ায়, ঐসব অভিবাসী শ্রমিকদের তাদের বৃদ্ধ পিতামাতা ও ছেলে মেয়েদের কাছে সেবার অঙ্গীকার মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত হয়। একই সাথে সেবা শিল্প একটি বড় আর্ন্তজাতিক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে, যেমন করে ব্যক্তিগত সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ তাদের কাজ বিশ্বব্যাপী চালায়। আবার, একটি ভিন্ন পদক্ষেপে, অর্থনৈতিক সংস্থাগুলো অভিবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশে পাঠায়। কিছু নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশসমূহের জন্য, যেমনঃ ফিলিপাইনের মত দেশে, সেবিকা ও সেবা শ্রমিকদের আয় রাষ্টীয় নেতৃত্বাধীন প্রধান রপ্তানি এবং দেশের সবচেয়ে বড় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উৎস হিসেবে পরিণত হয়েছে।

সেবার এই বহুজাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির সংকটসমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক অসমতা দ্বারা প্রভাবিত এবং বৈশ্বিক পরিবর্তনকে প্রতিফলিত ও শক্তিশালী করে। প্রথমটি হল শ্রম বাজারে বিশ্বব্যাপী নারী সম্পৃক্ততার বৃদ্ধি। এটি উন্নত দেশে পুরুষ জীবিকার্জক হতে স্থানান্তরের মাধ্যমে চিহ্নিত হয়েছে, যেটি মূল্যায়ন করে যে, সকল প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ, মূল্য পরিশোধিত কাজে নিয়োজিত। পৃথিবীর দরিদ্র দেশের অঞ্চল সমূহে স্থানীয় অর্থনীতির ক্ষয়, বেকারত্ব ও দরিদ্রতা নারীকে একটি বৃহত্তর জীবিকা অর্জনের ভূমিকা পালনে বাধ্য করে।

> পরিবর্তিত সেবা চাহিদার গতিশীলতা

উন্নত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে জন্মাহার হ্রাস ও বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সেবার কাজ একটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রীয় উদ্বেগে পরিণত হয়েছে। যাই হোক, সেবার সংকটের এই নির্দেশকের চাপ উন্নয়নশীল দেশেও কম নয়, অনেক স্থানে এটি মারাত্মক, বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় এর আকার যদিও ভিন্ন, যেমনটি আফ্রিকার এইডস, দুরারোগ্য ব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও উচ্চ সন্তানের নির্ভরতার অনুপাতে অসংখ্য বোঝা থাকে নারীদের উপর। তাই, তারা খুব সামান্য অবকাঠামোগত সমর্থনসহ সেবা ও অর্থ উপার্জনের আশা করে। অভিপ্রয়াণ, যেটা সব সময় গার্হ্যস্থ ও সেবা বিষয়ক হয়ে থাকে, হল এমন একটি উপায় যেখানে নারীরা অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে পায়, এমনকি যদিও এটি সেবার দায়িত্বকে তাদের জন্য আরও তীব্র করে তোলে।

একই সাথে, উন্নত দেশগুলো সামাজিক কাজে অর্থ ব্যয় কমিয়ে দিয়েছে এবং তারা সেবা চাহিদার জন্য কম ব্যয় সাপেক্ষ উপায় অনুসন্ধান করছে। বেসরকারি বাজার তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় অবয়বে পরিণত হয়েছে, এমনকি ঐসব কল্যাণমূলক রাষ্ট্রেও যেখানে সেবার জন্য সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করা হয়, যেমন সুইডেন। সেখানে রাষ্ট্র ও স্থানীয় সেবা কর্তৃপক্ষ বেসরকারি বিভাগের সাথে চুক্তি করে এবং পরিবার, বৃদ্ধ, অক্ষম লোকজনকে সেবা শ্রম বাজার হতে কর সম্মানী, প্রমাণপত্র যোগানে সাহায্য করে। যেখানে এটি সংযমহীন বা দুর্বল নিয়ম দ্বারা চালিত, এটি বিশেষ করে ব্যক্তিগত

>>

পরিবারে হয়ে থাকে, যেখানে সর্বোচ্চ দরপত্রের ক্ষমতার শূন্যস্থান পূরণ করেঃ স্থনীয় নারী কর্মী ও গ্রামাঞ্চল হতে অভিবাসিত লোকজন (যেমনটি চীন হতে) এবং ক্রমবর্ধমান অভিবাসিত বহুজাতিক নারী শ্রমিক। তারা প্রায়শই অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন- ইউরোপীয় ইউনিয়নে অভিবাসী নারী কর্মীরা তাদের দেশজ কর্মীদের চেয়ে দ্বিগুণ যোগ্যতাসম্পন্ন। নাগরিকত্ব, গৃহায়ন ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে তারা অনিশ্চিত, কম পরিশোধিত ও গৃহভিত্তিক কাজে জড়িত থাকে।

যাইহোক, আপেক্ষিকভাবে এই নতুন ঘটনা ঐতিহাসিক অসমতার উপর আরোপিত। নারীদের অদক্ষ কাজের মতো, সেবা শ্রমের নিরন্তর অবমূল্যায়ন একটি নিরবিছিন্ন জাতিগত অধীনতাকে একত্রিত করে, যেখানে সংখ্যালঘু নারী প্রচলিতভাবে অবমূল্যায়িত হয় কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের গার্হস্থ্য ও সেবা কাজের দ্বারা। যখন নারীরা কর্ম সামঞ্জস্যতার সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেবার কাজ গরীব শ্রেণী ও দেশের নারীদের দ্বারা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সমাধা করা হয়, যা গৃহস্থালিতে বিদ্যমান কাজের লিঙ্গ বিভাজন পরিবর্তনে কম ভূমিকা রাখে।

> অন্যান্য বৈশ্বিক সংকটের সাথে সেবার প্রতিচ্ছেদ

সেবা শ্রমের বহুজাতিক গতিবিধি অন্যান্য বৈশ্বিক সমস্যাসমূহ হতে বিভক্ত হয়েছে। প্রথমত, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট পরবর্তী কঠোর নীতির প্রভাব রাষ্ট্রসমূহকে কম ব্যয় সাপেক্ষ সেবার অনুসন্ধান করতে বাধ্য করে। স্পেনে যেখানে দুই-তৃতীয়াংশ সেবা কর্মী অভিবাসী গৃহস্থালির আয়ের উপর কঠোর নীতির চাপ অভিবাসী কর্মীদের আয় কমিয়ে দেয়। দেশে প্রেরিত অর্থ অনেকাংশে কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে অভিবাসী শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীলতা এবং বিদেশীদের সম্পর্কে অহেতুক ভয় অভিবাসন বিরোধী মতের উত্থানে সহায়তা করে। উদ্বাস্তু সঙ্কট সম্পর্কে রাজনৈতিক বিতর্ক অভিবাসন নীতি পরিবর্তন করেছে, যা অভিবাসী সেবা কর্মীদের প্রভাবিত করে। এসব নীতি অধিকতর কঠোর হয়ে যাচ্ছে শুধু অদক্ষ শ্রমিকদের প্রতিই নয় (যে বিভাজনে সেবা কর্মীও অন্তর্ভুক্ত), বরং সেই সাথে কল্যাণমূলক ব্যবস্থার অভিবাসী যোগ্যতাকেও সীমাবদ্ধ করার ফলেও। এসব রাজনৈতিক বির্তকের অনেকগুলোই মানবতা ও মানবাধিকারের বিরুদ্ধে গিয়ে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ও অর্থনীতিকে স্থির করে। বস্তুত, পোলানীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব সঙ্কটসমূহ- যেমন আর্থিক, সেবার এবং অভিবাসী ও উদ্বাস্তুর সম্মুখীন হওয়া- উক্ত বিষয় সমূহকে দেখায় কল্পিত দ্রব্য এবং নিরাপত্তা, সংহতি ও টেকসই-এর বিপন্নতা হিসেবে।

কী করা যেতে পারে? তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত বহুজাতিক ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংগঠন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ২০১১ সালে গৃহস্থালির কর্মীদের অধিকার বিষয়ক সম্মেলন পরিচালনা করে। অন্যান্য বৈশ্বিক কৌশল অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১০ এর নৈতিক রীতিনীতি রাষ্ট্রসমূহকে তাদের অভিবাসী স্বাস্থ্য কর্মীদের অন্তর্ভুক্তির সময় পালনের জন্য অনুমোদন করে। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অভিবাসী সেবা কর্মীদের বিষয়গুলো আরও গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত। সেবা ও অভিগমন উভয়ই মানবাধিকার ও টেকসই করার গুরুত্ব রাখে। মুক্ত চলাচল, নাগরিকত্ব অধিকার ও আতিথেয়তা এসব পলায়নপর সহিংসতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেবা এই স্বীকৃতি দাবী করে যে, উক্ত সেবা গ্রহণ ও প্রদানে সক্ষম করতে মৌলিক মানবাধিকার কাজ করবে। আইন প্রণয়নের বর্তমান যুক্তি গুরুত্ব দেয় পণ্য উৎপাদনে, বাজার সুবিধা ও নারীদের সেই শ্রম বাজারে নিযুক্তকরণ, যেখানে পরিশোধিত মূল্যের বিনিময়ে সেবা কাজকে সংগঠিত করা হয়। একটি দীর্ঘ দৃষ্টিকোণ সেবাকে কেন্দ্রীয় বৈশ্বিক সামাজিক ন্যায় বিচার, একটি সামাজিক বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি দিতে দাবী রাখে এবং অভিবাসী শ্রমের ন্যায় কেন্দ্রবিন্দু হতে দাবী রাখে জাতীয় ও বৈশ্বিক অর্থনীতির, কল্যাণের, পারস্পরিক নির্ভরতার ও টেকসই মানব উন্নয়নের।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ফিয়োনা উইলিয়ামস <J.F.Williams@leeds.ac.uk>

> আইএলও-তে গৃহকর্মীদের জন্য উপযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে মানসম্মত কর্ম পরিবেশ

এডেল ব্লাকেট, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

২০১১ সালে কনভেনশান নম্বর ১৮৯-এর জন্য আইএলও কনফারেন্স পর্ষদ।

২০০৮ সালের মার্চের শেষের দিক, আমি জাতিসজ্ঞ এর বিশেষ শ্রমিক বিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) থেকে জরুরী ডাক পাই। অনেকের জন্য বিস্ময়ের যে, আইএলও-এর পরিচালনা পর্ষদ একটি সমাধান নিয়েছে যাতে গৃহকর্মীদের ভালোর জন্য একটি নতুন আন্তর্জাতিক চুক্তি তৈরীর কথা বলা হয়। গৃহকর্ম কে দৃশ্যমান করার এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আমাকে আইএলও-এর প্রধান বিশেষজ্ঞ হতে বলা হয়েছিল।

> গৃহর্কমের "অদৃশ্যমানতা"ঃ

গৃহকর্মীরা যারা অন্যদের যত্ন নেয়, তাদেরকে দেখেও দেখা হয় না এবং শুনেও শোনা হয় না। ঐতিহাসিক বিবরনগুলো গৃহদাসত্ব ও ঔপনিবেশিক দাসত্বের সম্পর্ক সম্পর্কে এবং চাকর ও মালিকের মধ্যে অবস্থানভিত্তিক সম্পর্ক-এর অব্যাহত প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আমাদের মনে করিয়ে দেয়। ঔপনিবেশিক ও বর্ণবাদ পরবর্তী সময়ের গৃহকর্মের উপর বিদ্রূপাত্মক সামাজিক বিবরনগুলো জোড় দেয় যে কিভাবে প্রজনন এর মতো আরো অনেক কঠিন ও নোংরা কাজের পর ও গৃহকর্মীরা অদৃশ্যমান রয়ে যায়। রাজনৈতিক অর্থনীতি ভিত্তিক সাহিত্যগুলো জোর দেয় কি পরিমান গৃহকর্মীরা উচ্চশিক্ষিত ও নিজদের দায়িত্ব সম্পর্কে যত্নশীল হওয়ার পর ও নিজের বাড়ি ও পরিবার ছেড়ে সেবা দিতে বাইরে যাচ্ছে। এই লেখাটি কি পরিমানে মহিলাদের সেবামূলক কাজগুলো সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে মূল্যহীন রয়ে যায় তা ধারন করে।

আইএলও-এর মতে, পৃথিবীতে কমপক্ষে ৬৭ মিলিয়ন পুরুষ ও মহিলা গৃহকর্মী রয়েছে এবং এখানে প্রতি ২৫ জন মহিলা কর্মীর মধ্যে ১ জন গৃহকর্মী। গৃহকর্মীরা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অবদান রাখে এবং সেবার চাহিদা বাড়ার পর ও তারা মূল্যহীন।

কেউ কেউ বৈশ্বিক সেবা শৃঙ্খল নিয়ে কথা বলেন। রেচেল পেররেনাস উল্লেখ করেন যে, উওর প্রদেশে সেবা সম্পদের নিষ্কাষনের পরিবর্তে দক্ষিনের প্রেরক দেশগুলো ভতুর্কী ছাড়া কিছুই দেয় না এবং এটি উওর প্রদেশকে দক্ষিন থেকে আসা অভিবাসীদের উপর বাজার তৈরিতে সক্ষম করছে। গৃহকর্মীদের এক সীমানা থেকে অন্য সীমানায় যাওয়া আসা হল রেমিটেন্স এর উপর নির্ভরশীল একটি কৌশল যেটি নব্য উদারনৈতিক ধারনার সাথে সম্পর্কিত।

গৃহকর্মীরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। তারা প্রায় কয়েক দশক ধরে

>>

২০১১ সালে কনভেনশান ১৮৯ নিয়ে আইএলও কনফারেন্স পর্ষদ।

আঞ্চলিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং একটি বহুজাতিক নেটওয়ার্ক তথা শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে তদের অধিকার রক্ষায় সম্মিলিত হয়েছিল। সরকারের পাশাপাশি শ্রমিক ও চা-কুরিজীবিদের জন্য গঠিত ত্রিদলীয় প্রতিষ্ঠান আইএলও গঠিত হয়েছে ১৯১৯ সালে যা প্রায় ১ দশক আগে এর নীতিমালার প্রথম কথাই হল যে "সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বৈশ্বিক ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে" এবং ১৯৪৪ সালে ফিলাডেলফিয়া ঘোষনা আরো যোগ করে যে, ১৯৩৬ সাল থেকে গৃহ-কর্মীদের উপর জরুরী গুরুত্বারোপ সত্ত্বেও তাদের জন্য ভালো কাজের আদর্শ বিন্যাসটি আইএলও-তে পুরনো হয়ে গেছে। নতুন আদর্শ নির্ধারণের গুরুত্ব অনেক।

> গৃহ কর্মীদের উপযুক্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ

মূল ধারার শ্রম বিষয়ক আইনগুলো নব্যউ-দারনৈতিক কঠোরতার ক্ষেএে এবং ক্রমবর্ধ-মানহারে প্রান্তিক জনগণ ও অনানুষ্ঠানিক অর্থ-নীতির সাথে জড়িত কর্মীদের বঞ্চিত করার জন্য এখন আপত্তির সম্মুখীন। গৃহকর্মীদের জন্য ভালো কাজ বলতে একই সাথে তাদের স্বীকৃতি প্রদান ও শ্রম বিষয়ক আইনকে প্রশ্নবি-দ্ধ করা বোঝাত। আমি আইএলও-এর আইন গুলোকে গঠন করেছিলাম এবং প্রতিবেদনগুলোকে সমালোচনামূলক ভঙ্গি থেকে চর্চা করেছিলাম যেখানে কৌশল খাটিয়ে অধিকার প্রদান এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি বাড়ান হত এবং গৃহকর্মীরা দাবী করেছিল যে এই অধিকার গুলো শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এই দাবিটি গুরুত্বপূর্ন ছিল কারন প্রচ-লিত রিতী ও সুপারিশগুলো শুধুমাত্র কিছু সাংকেতিক উপকরন বা অধিকারের বিমূর্ত দলিল না। তারা বিশদ ও বিস্তীর্ন।

ঐতিহ্যগত ধ্যানধারনা থেকে আইন সম্মত বিধিনিষেধ এ স্থানান্তরকে ভাবা হয় উত্তর বিশ্ব থেকে বিচ্ছুরিত যা পুরো বিশ্বে ছরিয়ে পড়েছে যার মুল অস্ত্র গুলো তৈরী করা হয়েছে নিয়ন্ত্রন মূলক পরিক্ষা নিরিক্ষা এর মাধ্যমে যেগুলো শুরু হয়েছিল বিশালভাবে বিশ্বের দক্ষিণ দিককার দেশ যেমন দক্ষিন আফ্রিকা এবং উরুগুয়ে এছাড়াও আছে ফ্রান্স। এই আদর্শ গুলো ভালো কাজের ধারনাকে ব্যাপক করতে চেয়েছিল যা আইএলও সমর্থন দিয়েছিল এবং ১৯৯৯ সালে "সকলের জন্য ভাল কাজ" ধারনার মাধ্যমে ব্যাপকতর করেছিল। ১৮৯ নম্বর নীতি ও ২০১ নম্বর সুপারিশ অনুযায়ী ভালো কাজ বলতে বোঝাবে ভালো কাজের শর্ত বা অবস্থাগুলার চেয়েও বেশি কিছু।এটি গৃহকর্মীদের সমান অধিকার ও সংজ্ঞ গঠনের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিবে, এবং শিশুশ্রম ও বাধ্য করে শ্রমে নিয়োগ এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে। এটি অবশ্যই সামাজিক সুরক্ষা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করবে যদিওবা এখানে কিছু বাস্তবিক স্বীকৃতি থাকে যে এগুলো পর্যায়ক্রমে দেয়া দরকার। কিন্তু মুল কথা দিতে হবে। একটি পারিতো-ষিক এখানে আনা হয়েছিল এটা নিশ্চিত করতে যে, পরিক্ষার প্রক্রিয়া এবং বিতর্ক সমাধান যেন সক্রিয়ভাবে সহজলভ্য হয়। ভাল বা উপযুক্ত কাজ বলতে অভিবাসন এর ক্রুটিগুলোর দিকে বিশেষ মনোযোগ প্রদান এবং এর শোষনমূলক প্রথার নিয়ন্ত্রন কেও বোঝায়।

১৮৯ নং আইন এবং এটির সহচরী ও সম্পুরক ২০১ নং সুপারিশ গৃহকর্ম নিয়ন্ত্রন করার কাঠামোকে এমনভাবে পরিবর্তন করাতে চায় যেখান গৃহকর্মী অধিনতা থেকে রক্ষা পায় এবং অসমান ক্ষমতা লোপ পায়। গৃহকর্মীরা এই বিকল্প, আধিপত্যবাদ বিরোধী এবং আইন অমান্যকারী বহুজাতিক বৈধ আদেশ তৈরীর একটি অংশ এবং তারা বসতি স্থাপন বা ত্যাগ এর ব্যাপারে অনুমোদিত।

এই পুরো প্রক্রিয়াটি ঝুকিমুক্ত নয়। আমি যারা গৃহকর্ম নিয়ন্ত্রক তাদের অধীনতার চির-স্থায়ীয়তা এবং বশ্যতা চলমান থাকবে এই বিষয় টাতে যত না ভয় পাই তার চেয়ে বিশেষ ভয় পাই আন্তর্জাতিক আদর্শে শ্রম আইন সং-শোধনের উদ্যোগ নিয়ে। কারন নব্য উদার-তাবাদ এর ফলে অর্থনৈতিক সংখ্যাবৃদ্ধি, প্রান্তি-কতা, নারী বিরোধিতা বেড়ে গেছে। তবুও এটা গুরুত্বপূর্ন যে নতুন আদর্শ নেয়ার ৭ বছরের ও কম সময়ে দক্ষিন ও উত্তর বিশ্বের ২৫ টি দেশ ১৮৯ নং আইনে সমর্থন করেছে। এটি আরও গুরত্বপূর্ন যে, আন্তর্জাতিক সংহতির মাধ্যমে বিজ্ঞ সমাজ অভিজ্ঞতা আদান প্রদান ও গৃহকর্মীদের জন্য ভাল কাজকে উৎসাহিত করছে। মোটের উপর এটা গুরুত্বপূর্ন যে গৃহ-কর্মীরা সমন্বিত হচ্ছে এবং তাদের জন্য ভাল কাজকে গুরুত্ব দিচ্ছে কারন "আমারা ছাড়া আমাদের জন্য কিছু নেই"।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য
এডেল ব্লাকেট <adelle.blackett@mcgill.ca>

> দেশের শ্রমিক সংগঠনে আন্তঃবিভাজনমূলক ইতিহাস

ক্রিস টিলি, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র ও আইএসএ-এর কাজের সমাজবিজ্ঞান (আরসি ৩০), শ্রমিক আন্দোলন (আরসি ৪৪) এবং সামাজিক শ্রেণি ও সামাজিক আন্দোলন (আরসি ৪৭) শীর্ষক গবেষণা পর্ষদের সদস্য, **জিওর্জিনা রোজাস**, সেন্ট্রো দে ইনভেস্টিগাসিওনস ওয়াই এস্টুদিয়োস সুপিরিয়রস এন অ্যান্থ্রোপোলোগিয়া সোশ্যাল (সিয়েসাস), মেক্সিকো, এবং **নিক থিওডোর**, ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনোইস অ্যাট শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র

ন্যাশনাল ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স এলায়েন্স (এনডিডব্লিউএ)ঃ নেতৃত্বের একাংশ, ডিসেম্বর ২০১৫। চিত্র গ্রহণে এনডিডব্লিউএ

অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের সংগঠিত করার গবেষণাটি সম্প্রতি নতুনভাবে দেখাতে শুরু করে যে, সংগঠনগুলো সফল করার ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগকৃত শ্রমিকেরা অত্যন্ত সফলভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সংগঠিত হতে পারে। যদিও এ ধরনের শ্রমিক সংগঠন সংক্রান্ত অসংখ্য কেস গবেষণায় (কখনো কখনো একটি সংগঠনের মধ্যেই), একটি দেশের একটি খাতে একটি ঐতিহাসিক সময়ের কিছু গবেষণা ক্রস-ন্যাশনাল, কিংবা ঐতিহাসিকভাবে তুলনার ক্ষেত্রে গঠন, কৌশল ও অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের দ্বারা সংঘটিত আন্দোলনগুলোর সফলতার মাত্রাকে দেখানো হয়।

অনানুষ্ঠানিক শ্রমিক সংগঠনগুলো কাজ করার ক্ষেত্রে ক্রস-ন্যাশনাল ও ঐতিহাসিক তুলনা বিষয়ক বিশ্লেষণগুলোর অভিনব গুরুত্ব রয়েছে। মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের গৃহকর্মীদের সংগঠন সংক্রান্ত আমাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণটি ইতিহাস ও দেশ উভয়টিকেই পর্যালোচনা করে। এটা তুলনাগুলোর ক্ষেত্রে একটি জটিল সন্নিবেশকে উপস্থাপন করে। এই প্রবন্ধটি আমাদের কাজের অগ্রগতিকে সারসংক্ষেপে উপস্থাপন করে। এসকল শ্রমিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রমকে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করতে আমরা নোরমা আলারকন ও জেনিফার চুনসহ অনেকে মিলে বিভিন্ন দিক থেকে সামাজিক আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছি। গৃহকর্মীরা (তথাপি গৃ.ক.), যারা একই সঙ্গে বহু ও অধস্তনতার পরিচয় বহন করে, তাদের মধ্যে রয়েছে-নারী, নিম্ন-অবস্থাবিশিষ্ট শ্রমিক ও বিভিন্ন জাতি ও নৃগোষ্ঠীবিশেষের সদস্য। এছাড়া রিসোর্স মোবিলাইজেশন, রাজনৈতিক সুযোগের গঠন, পরিচয় ও তার কাঠামোনির্মাণ সংক্রান্ত বহুভিত্তিবিশিষ্ট সামাজিক গবেষণাগুলো আমরা বিশ্লেষণ করেছি।

>>

ন্যাশনাল ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স এলায়েন্স (এনডিডব্লিউএ): পাদ্রির দিকে তীর্থযাত্রা, সেপ্টেম্বর ২০১৫। চিত্র গ্রহণে এনডিডব্লিউএ।

তিনটি ধারার অ্যাক্টিভিজম সংগঠনের বিবর্তন ও দুইটি দেশের মধ্যে এ সংক্রান্ত সমঝোতা বিষয়ক বিনিময়কে নির্দেশ করে। প্রথম ধারাটি "কার্যরত নারী"-দের পরিচয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে। একটা অভিজাত শ্রমিক নারীবাদীদের সংহত করেছে। অন্যটা শ্রমিক ইউনিয়ন সংক্রান্ত। তৃতীয় ধারা, আমরা এটাকে "নতুন সামাজিক আন্দোলন" বলি। এটা নারী, নৃগোষ্ঠীদের সদস্য, বা, অভিবাসীদের (এর বাইরে "নতুন" পরিচয় ধারণকারী নয়) বিভিন্ন ধরনের তৃণমূল আন্দোলনকে গঠন করে। যে ইতিহাসটি আমরা তুলে ধরছি তা বহুবিধ উৎস থেকে নেওয়া। এতে আমাদের মাঠ গবেষণা বিস্তারিত হয়েছে। তবে মেক্সিকোতে মেরি গোল্ডস্মিথের ঐতিহাসিক গবেষণাসহ, প্রেমিলা নাদাসেন ও যুক্তরাষ্ট্রের এলিন বোরিসের গবেষণার দিকগুলোতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

> মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের তুলনা

মেক্সিকোতে প্রথম ধরনের অ্যাক্টিভিজম ১৯০০-১৯৫০ এর মধ্যে বৈপ্লবিক আন্দোলন ও পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ সময় ধরে ইনস্টিটিউশনাল রেভ্যুল্যুশনারি পার্টি (পিআরআই) সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজাত নারীবাদীদের ভূমিকায় সংগঠিত হয়। গৃহ কর্মীরা এতে পরে যোগ দেয়। ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে কয়েক ডজন ইউনিয়ন (পিআরআই-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) সংগঠিত হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রেও একই সময়ে এরকম ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। যদিও এগুলো বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯২০-১৯৪০ সালের মধ্যে ও পরবর্তী সময়ে ১৯৬০ সালের দিকে শিল্পভিত্তিক সংগঠনগুলোর কংগ্রেসের শুভারম্ভের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহকর্মীদের সমন্বিত করা হয়।

১৯৭০ সালের দিকে, নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো অতীতের সঙ্গে সংযোগ জ্ঞাপন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মেক্সিকোতে লিবারেশন থিওলজি অর্গানাইজেশনদের সহযোগিতায়, নারীবাদী বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন রেখে নতুন গৃ.ক.-দের অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। যারা পিআরআই সম্পর্কে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। তারা অনানুপাতিকভাবে (জাতীয়ভাবে- অভ্যন্তরীণ) অভিবাসী ও মেক্সিকোর গৃহকর্মীদের নৃগোষ্ঠীভিত্তিক পরিচয়কে নির্দেশ করে। যুক্তরাষ্ট্রে গৃহ কর্মে নিয়োগের জাতীয় কমিটিতে নারীবাদী শ্রমিকের অ্যাডভোকেসির জন্য একটি ক্ষেত্র রয়েছে। এটা ১৯২০ সাল থেকে নানা উত্তালতায় কাজ শুরু করে। ১৯৭২ সালে এডিথ বার্ক্সডেল স্লোগান পাস করে। একজন কালো নারীবাদী, যিনি আফ্রিকান-আমেরিকান নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে বার্ক্সডেল স্লোগান প্রতিষ্ঠা করে। এটা পরবর্তী সময় কালো নারী গৃহকর্মীদের কয়েক ডজন স্থানীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। যেগুলো ১৯৭০ এর আগে শুরু হয় ও পরে কমতে থাকে। ১৯৯০ এর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী অধিকার সংক্রান্ত অ্যাক্টিভিস্টরা ও বর্ণ নারীবাদী নারীরা বর্ধিত গৃহকর্মীদের আফ্রিকান-আমেরিকান থেকে অভিবাসী নারীতে একটি ডেমোগ্রাফিক শিফট করে। এটা অভিবাসী সম্প্রদায়গুলোর

>>

ওপর ভিত্তি করে নতুন সংগঠন সংগঠিত করার মাধ্যমে। এটা পরবর্তী সময়ে ২০০০ সালে ন্যাশনাল ডোমিস্টিক ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু গৃ.ক. সংঘগুলো উভয় দেশের ক্ষেত্রেই পুনরায় সংগঠিত হয়ে ওঠে। নতুন সামাজিক আন্দোলনের কারণে এগুলো গতি লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮০ সালের পরের দিকে রাষ্ট্রীয় আইনের পরিবর্তনের সুবিধা গ্রহণ করে বাড়িতে কাজ করা শ্রমিকদের বড় অংশের ক্ষেত্রে যাদের সরকারি ভাতা দেওয়া হয়, বিশেষ করে তারা, যারা বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রতিবন্ধীদের সেবা দিয়ে থাকে, বিভিন্ন বর্ণবাদী সম্প্রদায় ভিত্তিক প্রগতিশীল পাবলিক সেক্টর ইউনিয়নগুলোকে ও নারীরা, যারা বাড়িতে কাজ করে, সে সকল গৃহকর্মীদের সংগঠিত করে। মেক্সিকোতে, দ্য সেন্টার ফর সাপোর্ট অ্যান্ড ট্রেনিং অফ হাউসহোল্ড এমপ্লয়িজ (কাকেহ) নামের সর্ববৃহৎ ও প্রভাবশালী গৃহকর্মীদের সংগঠন দ্য ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ম্যান অ্যান্ড ওম্যান ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স (সিনাকত্রাহো) ২০১৫ সালে একটি শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। যা ১৯৪০ সাল থেকে মেক্সিকোর শহরে, মেক্সিকো বিচারব্যবস্থার আওতায় প্রথম সক্রিয় গৃহকর্মীদের সংঘ হিসেবে শুরু হয়ে রাজনৈতিক সুযোগ গ্রহণ করে। কাকেহ ও সিনাকত্রাহো-র প্রধান নেতা মার্সেলিনা বসতিস্তা। তিনি অনেকগুলো উপায়ে মেক্সিকান গৃহকর্মী আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিবর্তনকে উপজীব্য করে তুলেছেন। দরিদ্র থেকে একজন অভিবাসী ওয়াক্সার মত একটি নৃগোষ্ঠী ভিত্তিক রাজ্যে তিনি প্রথম লিবারেশন থিওলজি নামের সংগঠিত গ্রুপে সক্রিয় হয়েছেন। এরপর মধ্যবিত্ত নারীবাদী উকিলদের সঙ্গে কাজ করেছেন। শ্রমিকদের সংগঠিত করে অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক শেষ করেছেন। এরপর মধ্যবিত্ত নারীবাদীদের মেনটর হয়েছেন ও সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

> ব্যক্তিক কর্তৃত্বের প্রয়োগ

তিনটি সাংগঠনিক ধারার মধ্যে ও এদের প্রত্যেকটির মধ্যে একটি সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো গৃ.ক.-দের বিভিন্ন দিকগুলোকে বিভিন্ন পরিচয়ের সূত্রে নতুন ভিত্তিতে ব্যবহার করেছে এবং এই সংযোগগুলোকে বাইরের মৈত্রীগুলোর সঙ্গে একত্রিত করেছে। এই পরিচয়গুলো প্রথমত নারী, দ্বিতীয়ত, কর্মী ও তৃতীয়ত প্রান্তিক ও বর্ণবাদীভাবে সংখ্যালঘু হিসেবে পারস্পরিকভাবে গৃ.ক.-দের বিভিন্ন দিক থেকে টিকিয়ে রাখতে সমন্বিত করেছে। এই আন্দোলনটাকেই সেলা সান্দোভাল বলছেন, "কৌশলগত ব্যক্তিক কর্তৃত্ব"। যা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহুবিধ ঢাল, কাঠামো ও বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে ক্ষমতাকে সন্নিবেশিত করার দিকে ধাবিত করতে ব্যবহার করে। যা একটি দিক থেকে গৃ.ক. সংগঠনগুলোকে অর্জন করতে সক্রিয় রাখে। এটা জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ার মধ্য দিয়ে নয়, বরং, জাতীয়ভাবে নীতি প্রণয়নকারী সার্কেলে এর উপস্থিতি নিশ্চিত করে, অগ্রগতিকে রাজনৈতিক সুযোগের কাঠামোতে পরিবর্তনের ধারায় জোরালো করে তোলে। এরপর এই দেশগুলোর গৃহকর্মীদের জন্য বহুমাত্রিক পরিচয় সাংগঠনিক ঐক্য তৈরিতে এদের সদস্যদের আকর্ষণ করতে মৌলিক ও সফল কৌশলগুলোর অবতারণা করছে ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ক্রিস টিলি <tilly@ucla.edu>
জিওর্জিনা রোজাস <georgina@ciesas.edu.mx>
নিক থিওডোর <theodore@uic.edu>

> পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কর্মরত গৃহকর্মীদের বৈশ্বিক শাসন প্রক্রিয়া

সাবরিনা মারচেত্তি, ক' ফোস্কারি ইউনিভার্সিটি অফ ভেনিস, ইতালি

২০১১ সালের ১৬ জুন তারিখে জেনেভাতে, সারা বিশ্বের গৃহকর্মীদের কয়েক ডজন প্রতিনিধি এক জায়গায় মিলিত হন, যেখানে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) "গৃহকর্মীদের জন্য উত্তম কাজ সম্পর্কিত" প্রস্তাবনা ১৮৯, এবং সংশ্লিষ্ট সুপারিশকৃত ২০১ নং প্রস্তাবনাটি গৃহীত হয়। শ্রমিকদের একটি বিভাগের বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাধারণত যারা দরিদ্র এবং সামাজিকভাবে বঞ্চিত (দরিদ্র নারী ও শিশু, অনথিভুক্ত অভিবাসী, জাতিগত সংখ্যালঘু , ইত্যাদি) তাদের অধিকার খর্ব হওয়ার তুলনায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল। বেশ কিছু দেশে, গৃহস্থালির কাজ, "কাজ" হিসাবে স্বীকৃত হয় না এবং তাই শ্রম সুরক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়া হয়। গৃহকর্মীদের প্রায়ই নগদ বেতন থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং শুধুমাত্র খাদ্য ও আশ্রয় ছাড়া শুধু ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। এমনকি, যেসব দেশগুলিতে গৃহের কাজ শ্রম আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানেও অন্যান্য কাজের চেয়ে কম পারিশ্রমিক এবং কম সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা হয়, এইভাবে গৃহস্থালির কাজের শ্রমবিধানে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় ।

যাইহোক, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই পরিস্থিতির ধারাবাহিক উন্নয়নের ফসল হিসেবে, "গৃহস্থালির কাজের শ্রমমূল্য প্রদানের উপর গ্লোবাল গভর্নেন্স" লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন স্তরে গৃহকর্মীদের অধিকার কাঠামো উন্নতির জন্য চরম বৈষম্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর বিরুদ্ধে বৈশ্বিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে অনেকেই কাজ করছে। এই প্রক্রিয়ায় গৃহকর্মীদের অবস্থা- বিশ্বের বিভিন্ন অংশে তাদের দরিদ্র অবস্থা এবং বৈষম্যের শিকার হওয়াকে- "বৈশ্বিক সমস্যা" হিসেবে দেখা হয়, যার শাসন করা একটি আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ। প্রকৃতপক্ষে, শুধু আইএলওই নয়, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা, মাইগ্রেশন এবং উন্নয়ন বিষয়ক গ্লোবাল ফোরাম, ইউরোপীয় মৌলিক অধিকার সংস্থা, জাতিসংঘের নারী অধিকার বিষয়ক কমিশন, এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গৃহকর্মীদের অধিকারকে অগ্রসর করার জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একই সময়ে, ২০১২ সালে মন্টেভিডিওতে ইন্টারন্যাশনাল ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (আইডিডব্লিউএফ)-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই ফেডারেশনটি অনুধাবন করে যে বিদ্যমান যে সমস্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক সংস্থা শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে নতুনভাবে সংযোগের ভিত্তিতে, (শুধুমাত্র) গৃহকর্মীদের আন্দোলন একটি বৈশ্বিক রুপ লাভ করেছে।

ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন'স হরিজন ২০২০ গবেষণা ও উদ্ভাবনী প্রকল্পের অধীনে ইউরোপীয়ান গবেষণা পরিষদ (ইআরসি) থেকে চলমান প্রকল্পটি তহবিল পেয়েছে।
(তহবিল চুক্তি নম্বর- ৬৭৮৭৮৩- ডমইকুয়াল)

এই দৃষ্টিকোণে, বিভিন্ন জাতীয় প্রেক্ষাপটে গৃহকর্মের শ্রমিকদের অধিকার পরিচালনার প্রচারাভিযানে সি ১৮৯-এর প্রভাব বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন প্রতিটি দেশের সুনির্দিষ্ট ঘটনাগুলো নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করে তখন সেই সমস্যার সাথে সম্পর্কিত সামাজিক আন্দোলনে, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির আচরণে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখতে পায়। রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলো প্রায়ই গৃহকর্মের শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কিত প্রেক্ষাপটে বিপরীতধর্মী অবস্থানে থাকে, ফলে প্রেক্ষাপট- নির্ভর চরিত্রটি উন্মোচন হওয়ার উপর সি ১৮৯-এর সক্ষমতা নির্ভর করে। প্রতিটি প্রেক্ষাপটে আন্দোলন গতিশীল করার সক্ষমতা তাই প্রেক্ষাপট নির্ভর অবস্থানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত। এই যেমন প্রশ্ন উঠে যেঃ গৃহকর্মের শ্রমিকদের অধিকারের জন্য বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থাগুলো "গ্লোবাল গভর্নেন্স" নিয়ামককে কেন্দ্র করে কিভাবে সি ১৮৯ প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানায়? রাষ্ট্র এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কি ভূমিকা পালন করে? এই প্রক্রিয়াগুলি কীভাবে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে জড়িত হয়?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার একটি অন্যতম উপায় হলো, ডোমইকুয়্যাল প্রকল্পের গবেষণা দলের লব্ধ তথ্য-উপাত্তগুলির উপর ভিত্তি করে আমি ভারত ও ইকুয়েডরের মামলাগুলি বিবেচনা করি। গৃহকর্মের শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরিতে স্থানীয় (রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয়) কার্য সম্পাদনকারীগণ কিভাবে সি ১৮৯ প্রস্তাবনাটি গ্রহণ করেছেন তার বিপরীতধর্মী উদাহরণগুলোর

>>

"পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কর্মরত গৃহকর্মীদের "বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে দেখা হয়, যাদের শাসন প্রক্রিয়া এমন একটি চ্যালেঞ্জ যা জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে"

উপর যার প্রতিফলন দেখা যায় ।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, ইকুয়েডর ও ভারত দুটি বিপরীত মনোভাব দেখিয়েছেঃ ইকুয়েডরীয় সরকার তার বৃহত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্যে গৃহ কর্মের শ্রমিকদের অধিকারকে সক্রিয়ভাবে উন্নীত করেছে, যখন ভারত সরকার সুশীল সমাজের দলগুলোর চাপের মুখেও তার রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রশ্নে এই বিষয়ে অনিচ্ছুক ছিল। জাতীয় পর্যায়ের এই ধরণের ভিন্ন মতগুলি গৃহকর্মের শ্রমিকের অধিকারগুলির প্রচারাভিযানে বিভিন্ন ধরণের রূপরেখা তৈরি করে, যার ফলে বিভিন্ন সামাজিক ভূমিকাগুলির জন্য বিভিন্ন কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ভারত ও ইকুয়েডরের ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে আঞ্চলিক যে ভিন্নতা রয়েছে, এই দুই দেশের মধ্যে পার্থক্যগুলোতে তার প্রতিফলন ঘটেছে। ইকুয়েডরের অবস্থাটি, বামপন্থী সরকারের সময়কালে ব্রাজিল, বলিভিয়া, ইকুয়েডর এবং ভেনেজুয়েলার নারী গৃহ কর্মীসহ দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক গোষ্ঠীগুলির অবস্থার উন্নয়নে ক্যারিবিয়ান এবং ল্যাটিন আমেরিকান অঞ্চলিক প্রবণতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। সেখানে একের পর এক ল্যাটিন আমেরিকান এবং ক্যারিবিয়ান সরকার অনুমোদন প্রক্রিয়ায় যোগদানের সঙ্গে একটি অনুকরণ প্রবণতা মনে হয়। আজকে লেখার সময় চৌদ্দজন স্বাক্ষরকারীর সাথে সমঝোতা হয়েছে যেটি এই অঞ্চলে সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল। ভারতের ক্ষেত্রে একটি অঞ্চলিক প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, সেখানে ল্যাটিন আমেরিকার তুলনায় কম সংস্কার গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে সাধারণভাবে নারী ও অভিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ রয়েছে। সমস্ত এশিয়ার মধ্যে শুধুমাত্র ফিলিপাইন্স সি ১৮৯ প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছে। এর ফলে গৃহকর্মের শ্রমিকের অধিকারগুলির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

এই কারণগুলির জন্য, ভারত এবং ইকুয়েডর "আগ্রহী সংস্থা" এর ভূমিকাতে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর সমর্থন প্রদানের ক্ষেত্রে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে, অর্থাৎ মানবাধিকার সংস্থা যারা গৃহকর্মীদের অধিকারে নতুন আদর্শগত ও আইনি অগ্রগতি করেছেন। যদিও ইকুয়েডরের সরকার একটি নতুন আদর্শগত কাঠামো গঠন করেছিল, কিন্তু ভারতে ঠিক এমন ঘটেনা, যেখানে আইন কিছু স্থানীয় রাজ্যের (কেরালা) স্তরেই বিদ্যমান; দেশের বাকি অংশে গৃহকর্মীদের আইনী সুরক্ষা প্রচারের দায়িত্ব অবশেষে প্রধান সংস্থা হিসেবে আইএলও পালন করে। ভারত সম্পর্কে আমি বলি যে, যেখানে রাষ্ট্রকে আসলে দেশের ভিতরে একটি প্রতিপক্ষ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

উপসংহারে আমরা অনুমান করতে পারি যে, এই দুই দেশের মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের পার্থক্য বিভিন্ন ধারার আওতায় রয়েছেঃ ভারতে গৃহকর্মের শ্রমিকদের অধিকারের উন্নতি হয়েছে, তাদের শ্রম অবস্থার ঠিক বিপরীত অবস্থাণে রয়েছে ইকুয়েডর। প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্যে এই দুই দেশ ভিন্ন কনফিগারেশন অনুসরন করে। প্রচারাভিযানের সমর্থন এবং প্রচারের জন্য তারা গৃহ কর্মের শ্রমিক সংগঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার কর্মীদের সাথে মিলিত হয়। ভারতে যারা গৃহকর্মের শ্রমিকদের অধিকার প্রচারের জন্য নিবন্ধণ করেনি এমন সমমান ও মানবাধিকার বিষয়ক কোনও প্রাসঙ্গিক সংগঠন খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু ইকুয়েডরে গতানুগতিক নারীবাদী, আদিবাসী এবং শ্রমিকদের আন্দোলনের অংশীদারগণ তাদের নিজস্ব লক্ষ্য থেকে পৃথক বিধায় প্রচারাভিযানে যোগদান করতে বেশী অনিচ্ছুক ছিল।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
সাবরিনা মারচেত্তি <sabrina.marchetti@unive.it>

> পুরুষালী আচরণ ও পিতৃত্ব

অভিবাসী নারীর স্বামীদের পাশে থাকা

হেলমা লুজ, গোথে বিশ্ববিদ্যালয় ফ্রাংফুর্ট, জার্মানি, ১৯৯০ সাল থেকে আইএসএ-এর সদস্য, আইএসএ-এর বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ, আদিবাসি ও নৃগোষ্ঠী (আরসি ০৫), সমাজে নারী (আরসি ৩২) ও জীবনী ও সমাজ (আরসি ৩৮) শীর্ষক গবেষণা পর্ষদের সদস্য এবং আরসি ০৫-এর নির্বাচিত সভাপতি (২০১৮-২২)

আলোচনা ভিত্তিক সেবা সম্পাদন?

গত পনের বছরের গবেষণাগুলোতে নারীদের এককভাবে অভিবাসনের কারন ও পরিণতির ইস্যুতে তাদের পরিবার, বিশেষত তাদের শিশুদের প্রতি নজর দেয়া হয়েছে। তবে তাদের পেছনে ফেলে আসা পরিবারে স্বামীদের ভূমিকায় পরিবর্তন, এবং তাদের অভিজ্ঞতার জেন্ডার প্রেক্ষিত খুব কমই অনুসন্ধান করা হয়েছে। পূর্ব ইউরোপ থেকে আসা নারী অভিবাসী কর্মীদের ওপর আমার গবেষণায় আমি পিতৃত্বের নানা রূপ দেখেছি; সমাজতন্ত্র- পরবর্তী অবস্থায় অভিবাসী নারীদের পেছনে থেকে যাওয়া পরিবারে পিতার ভূমিকা এবং একক পিতামাতার ভূমিকায় পিতার অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করি, যেখানে পুরুষরা অতীতের মত নয়- তাদের পরিবারের জন্য ব্যয় নির্বাহ করে পুরুষত্বের পরিচয় দিতে হয়।

"সমাজতন্ত্র" থেকে "মুক্ত বাজার" অর্থনীতিতে রূপান্তরের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধাগুলো এবং সামাজিক নিরাপত্তা নেটগুলি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সংস্কারের ফলে লাখ লাখ মানুষ চাকরি হারিয়েছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আওতায় সেবাযত্ন সেক্টরের জন্য প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় বিধানগুলোও বাতিল করা হয়েছিলঃ অনেক কিন্ডারগার্টেন এবং স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বা বেসরকারীকরণ করা হয়েছিল। একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে "সমাজতান্ত্রিক মাতৃতন্ত্র" কে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং ঐতিহ্যগত কর্তৃত্বপরায়ণ পৌরুষত্ত পুনরায় উজ্জীবিত হয়, এই আদর্শের ভিত্তিতে পরিবারে শুধুমাত্র পুরুষেরাই একহাতে রোজগার করে। অর্থনৈতিক চাপের মাঝে, এই আদর্শটি পূরণ করা

>>

কঠিন হয়ে ওঠে এবং পুরুষদের বিপুল সংখ্যায় অভিবাসন গ্রহণ করতে দেখে বোঝা যায় যে এটি পৌরুষত্ব জাহির করার নতুন কৌশল। একই সময়ে, নারীদের মধ্যে প্রাক্তন রোজগারকারী পরিচয়ের ধারাবাহিকতা হিসাবে দেখা যায় বেশীর ভাগ নারীরা এমনকি অনেক মায়েরা অভিবাসী হতে শুরু করেছে। এই ক্ষেত্রে, স্বামীদের তাদের স্ত্রীদের অনুপস্থিতিতে কি অভিজ্ঞতা হয়? এই পিতাদের মাঝে কি তখন পুরুষত্বের কর্তৃত্ব হারানোর ভয় কাজ করে? এইসব পরিবারে দৈনিক সেবাযত্নের দায়িত্ব কিভাবে পালন করা হয়?

> এককভাবে থেকে যাওয়া পিতাদের পিতৃত্বের নানারূপ

এই গবেষণাটি একক পিতা অর্থাৎ মায়ের অবর্তমানে সন্তানদের লালন পালনের দায়িত্ব যাদের উপর বর্তায় তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছে। প্রচলিত তিন ধরনের যত্নের ব্যাখ্যা করা হয়েছে- "একক পিতা বা মাতা," "কমান্ডার পিতা," এবং "আন্তরিক পিতা"। প্রথম ঘটনাটি কস্টিকার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যিনি, "একক পিতা বা মাতা"। কস্টিকা মোল্দাভিয়াতে সুশিক্ষিত কৃষক যিনি তার তিন সন্তানকে একক পিতা বা মাতা হিসাবে দেখাশোনা করেন। তার স্ত্রী বহুবছর যাবত পরিবারকে পিছনে ফেলে অলিখিত চুক্তিতে সেবাদান কর্মী হিসাবে একটি ইতালীয় পরিবারে কাজ করেন। তার তিনটি সন্তান তাদের খামার এবং গৃহকর্মের সমস্ত কাজ করে। বাবা কাজগুলি নির্ধারণ করেন এবং নিশ্চিত করেন যে সমানভাবে ভাগ করা হয়েছে এবং স্কুলের কাজগুলোও উপেক্ষা করা হয়নি। তিনি তার সন্তানের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনের বিষয়ে প্রশ্ন করেন না,বরং তিনি একজন মায়ের মত করে যত্ন প্রদানের অক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেন। বাবা সন্তানদের শৈশব লুণ্ঠন করছে বলে নিজেকে অপরাধী মনে করে। তিনি পিতৃত্বের অভ্যাসগুলি মাতৃগর্ভের যত্নের একটি কার্বন কপির সঙ্গে তুলনা করেন এবং তার দুর্বলতার উপর জোর দেন।

দ্বিতীয় ধরণটি, " কমান্ডার পিতা," এবং এটি একক পিতৃত্বের ধরন থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত। ইউক্রেনীয় বাবা সেরগিজ, যিনি একজন প্রাক্তন শিক্ষক ছিলেন, যখন তার স্ত্রী শাটল একজন ঘরোয়া কর্মী হিসেবে পোল্যান্ডে অভিবাসনে গেছেন তিনি তখন তার নিজের ব্যবসা করেছেন; সেবাযত্নের আংশিক কাজ তার শ্বশুর শাশুড়ি এবং বাকি অংশের কাজ শিশুদের মাঝে ভাগ করে দেন এবং নিজে গৃহ কর্ম থেকে বিরত থাকাতে গর্ববোধ করেন।

তিনি মায়ের অনুপস্থিতিতে নিজের পরিবারের সদস্যদের হুকুম দিয়ে পরিবারের যত্ন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন। এর মাধ্যমে নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থাপন করেন; তার নিজের ভাষায়, এই প্রক্রিয়াকে তিনি সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ করার সাথে তুলনা করেছেন। তার স্ত্রী ফিরে এলেই পরিবারের এবং শিশুদের যত্ন করার দায়িত্ব তার কাছে বহাল হয়ে যাবে। চিরাচরিত কর্তৃত্ব পরায়ণ পুরুষালী প্রথা অনুযায়ী তার পিতৃত্বের চর্চাকালে একেবারেই জেন্ডার নির্ভর কাজ বণ্টন প্রথা অনুসরণ করেছেন ।

তৃতীয় ধরণটি এমন, "আন্তরিক অভিভাবক," যা নমুনা মধ্যে খুব বিরল ছিল, পাওয়েল, একটি পোলিশ প্রযুক্তিবিদ যিনি তার পাঁচ বছর বয়েসী ছেলেকে নিয়ে থাকেন যখন তার স্ত্রী জার্মানিতে গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করতে অভিবাসী হয়ে চলে যান। তার অবস্থার অধিকাংশ মানুষ মত, তিনি একটি গাড়ী কারখানায় সুপারভাইজার হিসাবে তার চাকরি নেন যেখানে তিনি দিন এবং রাত উভয় শিফটেই কাজ করেন। নিজের ভাষায় বলেন, তিনি একা পরিচালনা করতে চান। একজন আন্তরিক পিতা হিসেবে তিনি গর্বিত যে গৃহকর্ম এবং উপার্জন দুটোই তিনি করেন - তার ছেলের বেড়ে উঠাতে যত্ন নেয়া এবং কর্মক্ষেত্রে অবস্থান বজিয়ে রাখা, সবরকম জটিলতা যা সাধারণত একক মায়েরা সামলে থাকেন।

> যত্ন কাজে কর্মক্ষমতা নিয়ে আলাপালোচনা

এই সমস্ত জীবন বৃত্তান্ত থেকে, তিন ধরণের পিতৃত্ব - "আন্তরিক পিতা", " কমান্ডার পিতা" এবং "একক অভিভাবক", পিতৃত্ব চর্চার মধ্যে পার্থক্যগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে সাধারণ যে বৈশিষ্ট্য আছে তা হলো বেতনভুক্ত কাজ করার প্রতি আগ্রহ এবং যেভাবেই হোক কর্তৃত্বপরায়ণ পিতৃত্বের আদর্শ রক্ষা করার আপ্রাণ চেস্টা করে এমনকি সেই অবধি যখন সেই সম্পর্কগুলি দুর্বল হতে থাকে এবং তেমন ভাল অর্থ সংস্থানের সম্ভাবনা থাকে না । যখন পাওয়েল "মাতৃসুলভ" যত্ন কর্মের দায়িত্বে ছিল, নারীসুলভ কোডিং গুলোতে সমস্যা মনে হয়নি; কিন্তু পুরুষ হিসেবে তার যত্ন মডেলের সাথে কর্মক্ষেত্রে তার চাহিদার সংঘর্ষ হয়েছে। এই অর্থে তার অভিজ্ঞতা কর্মজীবি মায়েদের দ্বিগুণ কাজের চাপের সমান। সারগিজ পুরুষের জন্য প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকার কোন রদবদল বা মায়ের ভূমিকার প্রতিস্থাপন করার ইঙ্গিত প্রত্যাখ্যান করেছেন, বরং বাহ্যিকভাবে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর চেহারা সমর্থন করার চেষ্টা করে, যদিও বাস্তবতা অন্যথায় হয়ে থাকে ।

আমি দাবি করি যে পাওয়েল এবং কস্টিকা'র পিতৃত্বের চর্চা অবশ্যই একটি মায়ের প্রত্যাশার সমান বলে গণ্য হবে- সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীনে সহ-উপার্জনকারী পরিবারগুলি থেকে উদ্ভূত একটি অভ্যাস, যেখানে এটি আদর্শ নয় বরং একটি বাস্তবিক বাস্তবতা। বর্তমান কর্তৃত্ব পরায়ণ পিতৃত্বের আদর্শ থেকে এটা স্পষ্ট যে পিছনে তেকে যাওয়া পিতারা কোনভাবেই পরিবর্তিত পিতৃত্ব চর্চার অগ্রদূত হিসাবে স্বীকৃতি পাবে না। বরং বাদ পড়ে যাওয়ার অবমাননাকর অভিজ্ঞতা এবং ভীতুর খেতাব পাওয়ার আগেই নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে- এবং এর ফলস্বরূপ, তারা বর্তমান কর্তৃত্ব পরায়ণ পিতৃত্বের মডেল সম্পর্কে প্রশ্ন করে না।

সর্বোপরি, এই ক্ষেত্রে অভিবাসন দুটি দিক ব্যাখ্যা করে। প্রথমত পারিবারিক বিভাজনের ফলে, পরিবারের সদস্যদের আবেগীয় মাশুল গুনতে হয় এবং বাস্তবতার চাপ মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা হয়। পিছনে থাকা পিতারা শুধুমাত্র তাদের স্ত্রীদের সাথে নয় পাশাপাশি তাদের প্রতিবেশীদের এবং বৃহত্তর সমাজে তাদের পরিচর্যা কর্ম সঞ্চালন বিষয়ে অবশ্যই আলাপালোচনা করে মোকাবেলা করতে হবে। যেহেতু বেশিরভাগ কেন্দ্রীয় ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি নারীদের শাটল অভিবাসনকে "খন্ডকালীন অনুপস্থিতি" হিসেবে বিবেচনা করে এবং তাদের অর্থনৈতিক অবদানকে অস্বীকার করে, এইসব রাষ্ট্রগুলি নারীদের অভিবাসনে পাঠানোর পর তাদের পিছনে ফেলে আসা পরিবারের জন্য বিশেষ সহায়তা কর্মসূচী গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। অনুরূপভাবে, সেবাযত্ন পাওয়া সুবিধাভোগী রাস্ট্রগুলি মূলত গৃহকর্ম ও সেবাযত্ন কর্মীদের মানসিক কস্ট, আবেগীয় চাহিদা এবং কর্মীদের সংগ্রাম করে চলার বিষয়গুলি এড়িয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, যখন নারীরা রোজগার শুরু করে, অধিকাংশ অভিবাসনে পাঠানো রাস্ট্র বুঝতে পারে যে তাদের বাড়িতে অনুপস্থিতি পরিবারে আস্থিরতা তৈরি করেছে এবং জেন্ডার ভিত্তিক সমস্যাতো থাকবেই। পিতার ভূমিকায় সন্তানের প্রতি আন্তরিক হয়ে সেবা যত্ন ও লালন পালন করা একটি "মহৎ কাজ" হিসাবে পিতৃত্বের রুপের সংশোধন এবং ক্ষমতায়ন করা এই রাস্ট্রগুলির পক্ষে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া হতে পারে; দুঃখজনক যে, সেটি কোথাও দেখা হবে না।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
হেলমা লুজ <lutz@soz.uni-frankfurt.de>

> সিঙ্গাপুর, শিশু লালন পালনের জন্য খুবই উত্তম স্থান... কার জন্য?

ইউইয়েন তিও, নানিয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি, সিঙ্গাপুর, এবং আইএসএ-এর দারিদ্রতা, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ নীতি (আরসি ১৯) ও সমাজে নারী (আরসি ৩২) শীর্ষক গবেষণা পর্ষদের সদস্য

সিঙ্গাপুরে বৈষম্যমূলক বাস্তবতা।

বিগত বছরগুলোতে দেখা যায় সিঙ্গাপুরে সোর্হাদ্যপূর্ন কর্ম পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, সিঙ্গাপুর সরকার পিতা মাতাকে সাহায্য করার জন্য সামাজিক সহায়তা বৃদ্ধি করেছে- বিশেষ করে মায়েদের জন্য যেন তারা শিশু যত্নের পাশাপাশি একই সময়ে চাকরি করতে পারে। প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য রাষ্ট্র কতৃক গৃহীত পদক্ষেপ হলো "বিদেশী গৃহকর্মী" এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে। জনসা-ধারণের জন্য নীতিমালা বৃদ্ধির সাথে সাথে, শিশুদের জন্য বাণিজ্যিক ভাবে বিভীন্ন পরিষেবার প্রসার হয়েছে। শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র এবং শিশু বিদ্যালয় (কিন্ডার গার্ডেন) গুলোতে যে হারে সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় সে হারে টাকা ও নেয়া হয়। বাবা মা সন্তানদেরকে পড়াশুনার পাশাপাশি গান, নাচ, দাবা, শিল্প ও নৈপুণ্য, মার্শাল আর্ট, ফুটবল, সাঁতার, টেনিস প্রভৃতি পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপে আগ্রহী করে তুলছে বাণিজ্যিক "টিউশন কেন্দ্র" প্রতি অঞ্চলের শপিংমলগুলোর খেলার কেন্দ্রগুলো শিশুদের কে নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে। যদিও এই সমৃদ্ধি এবং শিক্ষা দান কেন্দ্র শিশু যত্নের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেখানে শিশুরা দিনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করে কিন্তু শুধুমাত্র "সমৃদ্ধি" এবং শিক্ষাদান কেন্দ্র পরিচর্যার কেন্দ্র হিসেবে গন্য নয়।

অভিবাসী গৃহকর্মীদের (মূলতঃ ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া থেকে) বাড়ী, স্কুল এবং কেন্দ্রগুলির মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ হয়েছে যাদের কাজই হল মূলত বাচ্চাদের আনা নেওয়া করা। আমার প্রতিবেশী যেখানে অনেক ইউরোপীয়, আমেরিকান এবং অস্ট্রেলিয়ান পরিবার বাস করে। মায়েরা সব সময় মন্তব্য করেন তাদের দেশের তুলনায় সিঙ্গাপুরে ছেলেমেয়ে লালন পালন অনেক সহজ। এখানে দুটি লক্ষ্যনীয় বিষয় এসছেঃ প্রথমত, শিশুদের জন্য এখানে অনেক আকর্ষণীয় কার্যক্রম রয়েছে দ্বিতীয়ত, সাশ্রয়ী মূল্যে গৃহপরিচীকা পাওয়া, যায় যেটা তাদের দেশে সহ-জলভ্য না। তাদের মন্তব্য থেকে এটাই পরিলক্ষিত হয় যে পরিবারের যদি আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকে সেক্ষেএে জাতীয়তা ছেলেমেয়ে লালন পালনের ক্ষেএে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। তাদের কাছে এমনকি সিঙ্গাপুর বাসীদের কাছে সিঙ্গাপুর একটি চমৎকার জায়গা বাচ্চা লালন পালনের জন্য কারণ প্রথম বিশ্ব সেবায় এবং তৃতীয় বিশ্ব দাসত্বের কারণে সিঙ্গাপুর একটি মহান জায়গা।

বিকল্প প্রেক্ষাপট, নিম্ন আয়ের সিঙ্গাপুরের জন্য সহজ লভ্য সম্ভাবনা-গুলি একেবারে ভিন্ন। নিম্ন আয়ের মানুষের প্রতিদিনের বাস্তবতা অনেক কঠিন। তাদেরকে সংসার সামলানো থেকে শুরু করে বাচ্ছার যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের জন্য মাঝে মাঝে অনেক ক্লান্তিকর কাজ যেমন নিরাপত্তা কর্মী, সুপার মার্কেটের কোষাধ্যক্ষ এবং পরিচ্ছন্ন কর্মী হিসেবে

>>

কাজ করে। তারা সব সময় চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন থাকে যে তাদের সব টাকা খাবার কিনতে ও বিল দিতে শেষ হয়ে যাবে। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েদের তুলনায় তাদের ছেলে মেয়েরা স্বাধীন হয়ঃ তারা আট বছর বয়সে ডিম ভাজতে পারে এবং ভাত রান্না করতে পারে স্কুলে একা একাই যাতায়াত করতে পারে এমনকি তাদের ছোট ভাই বোনদের ও যন্ত নেয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিম্ন আয়ের মানুষ সব সময় কোন না কোন দুঃশ্চি-ন্তায় ভুগেন তাদের বাচ্ছারা বাসায় একা একা কি করে তারা জানেনা বা বাচ্ছার অসুস্থতার সময় ছুটি নিলে যদি তাদের চাকুরি চলে যায়, এমন কি অর্পযাপ্ত আয় নিয়ে ও তারা চিন্তিত থাকে যদি বিল দিতে পারে না।

এ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সিঙ্গাপুর বাচ্চা-দের লালন পালন করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। সামাজিক সহায়তা এবং বিভ্রান্তকর উপায়গুলো সবার জন্য সমান না শুধু মাত্র কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের কাছে সীমাবদ্ধ, কর্মক্ষেত্রে শ্রেনী বৈষম্য বিরাট ব্যাপার যদি ও বলা হয় কর্মক্ষেত্রে বন্ধু ভাবাপন্ন পরিবেশ বজায় থাকবে কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন।

এই বিশেষ সংখ্যায় লেখক অগনিত লোক এবং তাদের পরিবারের কথা বলেছে যারা ক্ষুদ্র সেবা নিয়ে বিভিন্ন নোংরা ব্যাপারে জড়িয়ে যাচ্ছে। লেখক এখানে মূলত জনগনের পছন্দ নিয়ে বলেছে জনগনের পছন্দ নির্ভর করে পন্যের সহজলভ্যতার উপরে। জনগনের জন্য সহায়তা বাড়ানো হলেও তাদেরকে মার্কেটের উপর নির্ভর করতে হয়। খোলা বাজারে (ওপেন মার্কেট) সরকারের কোন হস্তক্ষেপ থাকেনা সব পন্যের দাম মার্কেট নিজেই নির্ধারন করে শ্রমিকের বেতন বা খরচের উপর, সে-ক্ষেত্রে দেখা যায় শ্রমিকের বেতন বাড়লে মার্কেটে পন্যের দাম বেড়ে যায়, যার জন্য সমসাময়িক বিশ্বে নিম্ন আয়ের লোকের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়ে।

ক্রমবদ্রিধত পরিচর্যার প্রয়োজন পূরন করার লক্ষ্যে অভিবাসী গৃহকর্মীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে বিশেষ করে উন্নত শহরগুলোতে, আমাদেরকে "গ্লোবাল কেয়ার চেইন"-এর প্রভাব বুঝতে হবে বিশেষ করে যারা এর অংশ না কিন্তু সমাজে বাস করে গ্লোবাল কেয়ার চেইন হচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যারা পরিচর্যা প্রদানের কাজে নিয়োজিত। নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোতে এমন একটি প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করা যায় যেখানে সামাজিক সম্প্রসারণ সত্ত্বেও অভিবাসী গৃহ কর্মীদের প্রয়োজনগুলো সব সময় অস্পষ্ঠ ও উপেক্ষিত রয়ে যায়। এমতাবস্থায় চাকুরি অথবা পরিচর্যার কাজ কোনটাই তারা সঠিকভাবে করতে পারে না। নীতি নির্ধারক এবং গবেষকরা বিষয়টিকে অবহেলা করে যে উচ্চ আয়ের পরিবারগুলোতে কিছু গৃহকর্মী রয়েছে যারা পরিচর্যার পাশাপাশি বাচ্ছা-দের পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের জন্য আনা নেওয়া করে যার ফল স্বরূপ বাচ্চাদের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি হয়।

এক জন নারী গবেষক হিসেবে আমাদের সব সময় চেষ্টা করতে হবে কিভাবে শ্রেনী বৈষম্য দূর করা যায় আমাদের অনেকের কাছে এই বিষয়টি এখনও অগ্রাধিকার পায় নি। নীতিমালা প্রনয়নের সময় নারীকে অগ্রাধি-কার দিতে হবে। গৃহকর্মী অভিবাসন নিরসনের জন্য নারী ঘরে যে শ্রম দেয় তা অনাদরে রয়ে যায়। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে পাওয়া যায় কি কি শ্রম বাড়ির মধ্যে সমর্থিত হতে পারে, কর্মস্থলে নীতিমালা প্রনয়নের সময় কম মজুরী এবং কাজের পরিবেশ একত্রে আলোচনা করতে হবে এবং জনসাধারণের জন্য নীতিমালা প্রনয়নের সময় ঘরোয়া কাজের প্রভাব বিভীন্ন গোষ্ঠর কল্যাণ এমন কি "গ্লোবাল কেয়ার চেইন" প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধে ভাবতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ইউইয়েন তিও <yyteo@ntu.edu.sg>

> জাপানে অভিবাসী সেবা কর্মীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

পে-চিয়া ল্যান, তাইওয়ান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, তাইওয়ান, এবং আইএসএ-এর অভিগমনের সমাজবিজ্ঞান (আরসি ৩১) শীর্ষক গবেষণা পর্ষদের সদস্য

সেবা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ আয়োজন। চিত্র গ্রহণে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, সিসি বিওয়াই-এনসি-এনডি ২.০।

যখন পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো দক্ষিণ এশিয়া থেকে ব্যাপক সংখ্যক অভিবাসী গৃহকর্মী অথবা শিশু পরিচর্যাকারী নিয়োগ দিচ্ছিলো, জাপান তখনও খুব সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত তাদের জন্য দ্বার উম্মুক্ত করতে ইতস্তত করছিলো। ২০১৪ সালে, প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে নতুন একটা প্রস্তাবনা আনেন যেখানে বহিরাগত গৃহকর্মী নিয়োগের অনুদান দেয়া হয়। যার মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো সম্ভব, তবে এটা শুধুমাত্র ছয়টি মেট্রোপলিটান শহরের জন্যই প্রযোজ্য। এই শ্রমিকেরা হয়ত সেই আবাসিক এলাকায় থাকবে না যেসব বাড়িতে তারা কাজ করবে; বরং তাদের কে কোন সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে যার মাধ্যমে তাদেরকে সর্বাক্ষণিক তত্ত্বাবধানে রাখা হবে। সম্ভাবনাময় কর্মীদেরকে অন্ততপক্ষে ৪০০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নিতে হবে যেখানে জাপানিজ, গৃহস্থলির কাজ, সাংস্কৃতিক রীতি রেওয়াজ এমনকি জাপানিজ নিয়মে অভিবাদন করাটা পর্যন্ত শিখতে হবে। দ্য জাপান টাইমস (জানুয়ারী ১, ২০১৭) এ একজন সরকারী কর্মকর্তা বলেনঃ "এটা একদম জাপানিজ ঢঙেই তাদেরকে কাজ করতে হবে। আমরা পানির স্রোতের মত তাদেরকে যাচাই না করে নিয়োগ দিতে পারি না, যেমনটা হংকং এ হয়েছে।"

২০০৮ সালে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের সাথে সাক্ষরিত অর্থনৈতিক অংশীদারী চুক্তি (ইপি-এর) ভিত্তিতে জাপান নিবন্ধনকারী

>>

সেবিকা (কাংসী) এবং সনদধারী যত্নকর্মী (কাইগো ফুকুশি) প্রার্থী অভিবাসী গৃহকর্মীদের উপস্থিতির অগ্রাধিকার পায়। একই যুক্তিতে, এই ইপিএ সেবাদানকারী কর্মীরা কোন ব্যক্তিগত বাড়িতে কাজ করার অনুমতি পায়না। তারা শুধুমাত্র চিকিৎসালয় অথবা বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতার কাজে নিয়োজিত সেবালয়গুলোতেই চাকরী করতে পারত।

জাপানে অভিবাসী যত্নকর্মীদের নিয়োগ ব্যবস্থা গবেষকদের জন্য গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছে, যেখানে গবেষকরা, জাপানের সমাজব্যবস্থা "আদর্শিক অভিবাসী যত্নকর্মী" তৈরী করতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধের সাথে কীভাবে সমঝোতা করছে সে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারে। সরকার প্রতিটি মুহূর্তে ইপিএ প্রার্থীদের পরিচিতি থেকে শুরু করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে কোটা পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রভিত্তিক নিয়োগ এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণের বিধান যথেষ্ট গুরুত্ব ও মূল্য বহন করে। যদিও ইপিএ প্রার্থীরা নার্সিং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তারপরও তাদের কে জাপান আন্তর্জাতিক কল্যাণসেবা সংস্থা (জেআইসিডাব্লিউইএলএস) দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষিণ কোর্সে অংশগ্রহণ করতে হয়, তারপরে তারা যত্নকেন্দ্র অথবা হাসপাতালে সেবা দানের অনুমতি পায়। ধারণা করা হয়, নিবন্ধনকারী সেবাকর্মী কিংবা সনদপ্রাপ্ত হতে গেলে তাদের কে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাতেও অংশ নিতে হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তারাই শেষ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য ভিসা এবং জাপানে স্থায়ী বসবাসের অনুমোদন পায়। প্রশিক্ষণের বিষয়াবলী সব ধরণের জাতিগত বৈচিত্রতা এবং অভিবাসীদের অচেনা সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করে। বেয়াতা সুইতেক জাপানিজ সেবালয় গুলোকে "সংস্কৃতিক নৈকট্যের" বাতাবরণ বলে অভিহিত করেন।

প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচির লক্ষ্য হল জাতিগত ভিন্নতার মাঝে সেতুবন্ধন তৈরী এবং অভিবাসীদের বৈসাদৃশ্যকে পরিমিত করা। জাপানের নার্সিং হোমগুলোকে বিটাসুইটেক "সাংস্কৃতিক নৈকট্যের" পরিবেশ বলে মনে করেছেন যেখানে প্রবীণ বাসিন্দাগণ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও আরামদায়ক বা সুখকর অনুভূতি পায়, একারণে জাপানের ঐতিহ্যসমূহের প্রতিকৃতি অতীতের অত্যাবশ্যকীয় চিত্র তুলে ধরে। জাপানের তত্ত্বাবধান সংস্কৃতির সাথে সুর মিলিয়ে অভিবাসী শ্রমিকদের কাছে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার নিয়ম এবং এর চর্চা দাবি করা হয়। এটি প্রবীণদের সাংস্কৃতিক নৈকট্য ও ব্যক্তিগত মর্যাদাকে অনুভব করতে সাহায্য করে, কেননা তারা আত্মীয়তার বা জাতিগত বন্ধন ছাড়াই কর্মীদের কাছে থেকে সেবা গ্রহণ করে।

পাঠ্যসূচির একটি বৃহৎ অংশে জাপানের ভাষাশিক্ষণ কর্মসূচি অর্ন্তভূক্ত করা হয়, তবে শুধুমাত্র প্রাথমিক কিছু শব্দ তালিকা নয়, বরং এই ভাষায় লেখা ও পড়ার জন্য উন্নত দক্ষতা অর্জন করতে হয় (৩৯১ ঘণ্টা যাওয়ার পূর্বে, ৬৭৫ ঘন্টা জাপানে গিয়ে প্রশিক্ষণ)। সবচেয়ে বেশি কঠিন লক্ষ্য হল চাইনিজ অক্ষর (কাঞ্জি) শেখা। কারণ, জাপানের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ নথিপত্রে কাঞ্জি ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করে। জাপানি ভাষায় দক্ষতা শুধু যোগাযোগ ও প্রমাণপত্র প্রর্দশণের জন্যই যে প্রয়োজন তা নয়, বরং যথার্থ জাপানি ভাষা বলতে পারা শুশ্রুষাকারীদের সাহায্য করে প্রবীণদের সম্মান দেখাতে।

এই পাঠ্যক্রমটি সাংস্কৃতিক অনুশীলন হিসেবে তত্ত্বাবধানের দৃষ্টিভঙ্গিকে দৃষ্টিগোচর করে এবং ইপিএ প্রার্থীদেরকে "জাপানের তত্ত্বাবধান শ্রম"-এর সাংস্কৃতিক দিক শিখতে সাহায্য করে। জাপানের "পরিচ্ছন্নতা" সাংস্কৃতিক দিক নির্দেশনা তাদের এটি বুঝতে সাহায্য করে, স্পঞ্জ স্নানের পরিবর্তে কেন টবে স্নান করা হয়, যেটি জাপানের প্রবীণদের কাছে গুণগত সেবার একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত। জাপানে এখন ডায়াপার প্রস্তুতকারকেরা শিশুদের ডায়াপারের চেয়ে বয়স্কদের ডায়াপার বেশি তৈরী ও বিক্রি করে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে ইপিএ প্রার্থীগণ ডায়াপার পরিবর্তনের সঠিক পদ্ধতি শেখে যেখানে বিভিন্ন সময়সূচী ও প্রয়োজনানুযায়ী ডায়াপার পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন রং দ্বারা নির্দেশ করা থাকে। জাপানী প্রবীণদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বয়স্ক ডায়াপারকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখার প্রশিক্ষণও তাদের দেয়া হয়।

এই পাঠ্যক্রমে জাপানের সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়নও অর্ন্তভূক্ত করা হয়। ইপিএ প্রার্থীগণকে জাপানের ভোজনের রীতিনীতিও শেখানো হয়, যেমন- খাওয়ার সময় এই শব্দ বলা "ইতাদাকিমাস" ("আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করছি")। তারা জাপানের বিশেষ বিশেষ খাবারের সুগন্ধের সমাদর করতেও শেখে, যেমন- ইউজুয়ান্দ ওয়াসাবি। এদের এও শেখানো হয়, কিভাবে প্রচলিত বেশভূষার সন্মান দেখাতে হয়, যেমন- কিমোনো পরিধানের সঠিক পন্থা (ডান দিক টেনে বাম দিকে গুজে দেয়া) শেখানো হয় এবং সাংস্কৃতিক অর্থে লজ্জা সঠিক পন্থায় পোশাক পরিধানের উপর নির্ভর করে। কিছু ইপিএ কর্মী যাদের আমি সাক্ষাতকার নিয়েছিলাম, তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল "খুব গুরুত্ব সহকারে" কিন্তু অনেকেই এটিকে "সম্পূর্ণ নিরর্থক" বলে স্পষ্টভাবে সমালোচনা করেছে (কেউই নার্সিং হোমে কিমোনো পরিধান করেনি)। অভিবাসী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ জাপানের প্রথানুযায়ী হয়, যেখানে এসব সংস্কৃতির ব্যবহারিক প্রয়োগের চেয়ে প্রতীকী অর্থ বেশি। এটি শুধু প্রবীণ প্রহরীদের জন্য সংস্কৃতির নৈকট্যই বৃদ্ধি করেনা, বরং মোটামুটিভাবে জাপানের সমাজকেও তুলে ধরে।

এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাঝে আরও রয়েছে জাপানিজ সহকর্মীদের সাথে আদান-প্রদান ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার প্রশিক্ষণ। ইপিএ প্রার্থীদেরকে জাপানের হাসপাতালের কাজের শিক্ষাদীক্ষা বা তত্ত্বাবধানের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়, যেখানে কর্মঘন্টা অতি দীর্ঘ এবং কর্মক্ষেত্রে উঁচুনিচু পদমর্যাদার উপস্থিতি সুস্পষ্ট। পেশাগত তত্ত্বাবধানের কাজ নিশ্চিত করার জন্য কর্মচারীদের অবশ্যই প্রমিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করতে হবে এবং বিশদভাবে দলিলপত্র প্রদর্শন করতে হবে। এই ইপিএ অভিবাসীগণের পেশাগত প্রশংসাপত্র লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু তারা যে মর্যাদা অর্জন করে তা দক্ষ ভাষাগত জ্ঞানের অভাবে খুবই নিম্ন। এমনকি, মোটের উপর, যারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়, তারাও বাড়ি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কারণ জাপানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে তারা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন ও বহিরাগতের মত মনে করে।

জাপানের ইপিএ কর্মসূচি অভিবাসী তত্ত্বাবধকদের "ভিন্ন পেশাদার" বলে মনে করে এবং সে অনুযায়ী আচরণ করে। পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র যারা অতিথি শ্রমিক গ্রহণ করে তাদের তুলনায়, এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অভিবাসীদের জন্য অধিক অধিকার ও সুবিধা প্রদান করে। যদিও পেশাগত সনদপত্র প্রদানের পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হলে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পায়, কিন্তু স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষার দক্ষতা মূল্যায়ণ পদ্ধতি এতো বেশি মাত্রাতিরিক্ত যে, খুব কম সংখ্যকই এই মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। ফলে, এই পেশাদারিত্ব সামাজিক গতিশীলতার জন্য বিশ্বাসযোগ্য পথ প্রস্তুত করে না, বরং প্রবাসী বর্জনের কারণে পরিণত হয়।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
পে-চিয়া ল্যান <pclan@ntu.edu.tw>

> মজুরি শ্রম হিসেবে গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদান

শর্মিলা রুদ্রপা, টেক্সাস-অস্টিন বিশ্ববিদ্যালয়, ইউএসএ

গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদান একটি আন্তর্জাতিক মানের ব্যবসায় পরিনত হয়েছে।

জাতিগত শুদ্ধতা, পুরুষতান্ত্রিক বংশ ধারা ও মাতৃত্বের একনিষ্ঠতার ধারণায় অতিরঞ্জিত হয়ে, গর্ভাবস্থা ও জন্মদান কখনোই স্বাভাবিক অবস্থার ঘটনায় থাকে না, কিন্তু তীব্র ভাবে সাংস্কৃতিক ভাবে মধ্যস্থতাকৃত, লৈঙ্গিক ঘটনাবলি ঘটে যা উপহার দেওয়ার সামাজিক প্রথা এবং পরিবার ও সম্প্রদায় কেন্দ্রিক বিনিময় প্রথার ওপর জোর দেয়। মায়েদের করা পারিবারিক প্রজনন কর্মকাণ্ডগুলো উৎসর্গকৃত সেবা, স্বার্থহীন ভালবাসা আর মাতৃত্ব পরায়ণ আত্মদান হিসেবে অনুপ্রাণিত। কারণ, অভিক্ষেপ অবস্থা থাকায় প্রজনন শ্রমের এই লৈঙ্গিক গঠন পারিবারিক কর্মকাণ্ডে কাজ করে যা অলঙ্ঘনীয় হিসেবে প্রচলিত। গর্ভধারণ ও জন্মদানকে নিষিদ্ধ সম্পত্তি বিনিময়ের দাগ থেকে আলাদা রাখা হয় যা লেনদেন জনিত, পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ বাজার ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ে চলমান থাকে। যখন নারীরা মজুরীর বিনিময়ে গর্ভবতী হয়ে সন্তান জন্ম দেয়, তখন কি হয়? গর্ভাবস্থা ও জন্মদান কি ধরনের মজুরী ভিত্তিক শ্রম?

এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় বাণিজ্যিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে যেখানে একজন প্রতিনিধিমা টাকার বিনিময়ে কোন অভিপ্রেত দম্পতি বা একক পিতামাতার জন্য সন্তান জন্ম দেয়। প্রতিনিধি মায়ের তার গর্ভের ভ্রূণের সাথে কোনো জিনগত সম্পর্ক নেই, যা আইনগত ভাবে অভিপ্রেত বাবা মায়ের সাথেই সম্পর্কিত। এই ভ্রূণগুলো একটি ব্যাপক বাজার ব্যবস্থা থেকে উৎপত্তি হয় যা যৌন কোষ ব্যাংক অথবা অন্য কোনো মানব গর্ভ বা বীর্য ক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত। যদিও বিভিন্ন সামাজিক বিষয় এখানে অস্পষ্ট যে, আসলে কিসের পরিবর্তন ঘটছে, শিল্প মানের উন্নয়নে যে টাকা প্রতিনিধি মাকে দেওয়া হচ্ছে, তা শিশুর জন্য নয় বরং ঐ শিশু জন্ম দানের উদ্দেশ্যে নিষেক থেকে জন্মদান পর্যন্ত সময়ে গর্ভধারণের বিনিময়ে।

যেহেতু আমি প্রতিনিধিত্বের ওপর আমার গবেষণা থেকে জানতে পারলাম, অধিকাংশ মানুষের মত ভারতীয় কর্মজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি মায়েরা এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিপ্রেত পিতা মাতা যাদের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম, আগে তারা গর্ভধারণের বিনিময়ে টাকা নিত না। এই ব্যক্তিদের সামান্য সম্পদ আছে যা দিয়ে তারা কিভাবে জৈবিক প্রজনন সেবার বাজারজাতকরণ করবে তা নিয়ে ভাবে। ফলে তারা বিনিময় সম্পর্কে পূর্ব পুরুষ থেকে পাওয়া বিভিন্ন ধারণার ওপর নির্ভর করে। প্রতিনিধিত্ব একটি উপহার অথবা পন্য বিনিময়। উপহার সামগ্রী পণ্য শব্দগুলো বস্তুগত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যা সামাজিক পরিমন্ডলে বিরাজ করে কিন্তু কিভাবে বিরাজ করে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উপহার ও পণ্যের ওপর লেখালেখি অনেক বেশি। কিন্তু এটা বলতে গেলে উপহার বিনিময় ব্যক্তির মধ্যে অথবা ব্যক্তির সমষ্টির মধ্যে চলমান সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে। উপহার বিনিময় সাম্য ভিত্তিক নয় কিন্তু বয়স, লিঙ্গ, অক্ষমতা, যৌনতা, ধর্ম, জাত ও বর্ণের দ্বারা নির্মিত

>>

সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে অসাম্য দ্বারা চিহ্নিত। অন্য দিকে পণ্য বিনিময় ক্ষণস্থায়ীদের দ্বারা প্রকারান্তরিত। টাকার বিনিময়ে ভোক্তারা কর্মীদের কাছ থেকে পণ্য পায় যারা প্রায় সব সময়ই পুঁজিবাদ কাঠামোর ফলে অসুবিধা জনক অবস্থায় থাকে। এভাবে উপহার ও পণ্য সামাজিক সম্পর্কগুলোকে প্রতিফলিত করে। এই উপহার অথবা পণ্য অর্থনীতি ব্যাক্তির ইচ্ছানুযায়ী সীমাবদ্ধ, যে ব্যাপকভাবে সংগঠিত এবং এর বিপরীতে উপহার ও দ্রব্য বিনিময় দ্বারা অধিষ্ঠিত।

প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের মধ্যে গর্ভধারণ ও শিশুর জন্ম হল একটি উপহার বা পণ্য, যেখানে অভিপ্রেত বাবা মা এবং প্রতিনিধি মায়েরা তাদের নিজেদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে নেয় যা আমার গবেষণা দেখানো হয়েছে। প্রতিনিধি মায়েরা যদিও ঘনভাবে তাদের চেষ্টাকে ব্যাখ্যা করলেন যা গর্ভাবস্থার প্রতিনিধিত্ব বুঝায় এবং তারা আরও বেশি মজুরী পাওয়ার চেষ্টা করে, তারা আশা করে বাণিজ্যিক প্রতিনিধিত্ব দ্বারা হয়ত উপহার বিনিময়ের নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। তারা জানে যে, কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে করা আয় শেষ হয়ে যাবে, এবং তাদের বস্তুগত শ্রম হিসেবে দেখানোর কিছুই থাকে না। এর পরিবর্তে তারা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাবা মায়েদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক চলমান রাখতে চায় কারণ তারা হয়ত এই যোগাযোগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ, চাকরির সুপারিশ এবং অন্যান্য সামাজিক জিনিস পেতে পারে যা হয়ত অর্থনৈতিক পুঁজিতে ও রূপান্তরিত হতে পারে। যাই হোক অভি-প্রেত বাবা মায়েরা দ্ব্যর্থহীন; নির্গমনশীল দাবির উপহার দেওয়ার রীতি ব্যবহার করা সত্ত্বেও প্রতিনিধি মাকে দেওয়ার মত ঐ সন্তানের সমতুল্য কোনো টাকা পয়সা হতে পারে না। তারা পুঁজিবাদী সমাজের ভোক্তার মত আচরণ করে। কর্মজীবী শ্রেণীর সাথে সম্পর্ক রাখার কোনো ইচ্ছা তাদের নেই। তৃতীয় বিশ্বের নারীরা সাধারণত একবার স্থানান্তরিত হয়ে গেলে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাদের চুক্তি অনুযায়ী তারা ভাল এবং পক্ষপাতহীন অংশীদার কারণ তারা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে ফেলছে এবং আইনগত ভাবে-এর চেয়েও বেশি কিছু দিতে বাধ্য নয়। যদিও প্রতিনি-ধি সংস্থাগুলোর বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসক এবং অভিপ্রেত বাবা মা সরাসরি ওরকম কথা বলে না, প্রতিনিধি মায়েদের প্রতি তাদের আত্মসম্পর্ক এমন যে, তারা প্রতিনিধিত্বকে মজুরী শ্রম হিসেবে দেখে। সমাজবিজ্ঞা-নীরাও "মাতৃত্ব কর্মী" নামে একমত পোষণ করেন, এবং "গর্ভধারণ শি-ল্প"-কে পণ্যায়ণকৃত প্রজনন শ্রমের উদীয়মান হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

কিন্তু গর্ভধারণ ও শিশু জন্ম দানের শ্রম যখন বাজারে পরিণত হয়, তখন কেমন হয়? প্রথম দৃষ্টিতেই প্রতিনিধিত্বকে একটি অন্তর্নিহিত শ্রম হিসেবে দেখা যেতে পারে যা শারীরিক চাহিদা এবং সেবা গ্রহণের ইচ্ছার প্রতি প্রবর্তিত হয়ে প্রজনন ব্যবস্থাপনা, আন্ত ব্যাক্তিক সম্পর্ক নির্ধারণ বন্ধন এর সাথে জড়িত একটি পরিশোধিত চাকরি। অন্তর্নিহিত শ্রম যদিও কর্মীদের সমস্ত শরীরের সাথে সম্পর্কিত নয়, প্রতিনিধিত্ব শ্রমে তাই ঘটে থাকে। যৌন কর্মের নিকটবর্তী হওয়া লাগতে পারে, কিন্তু উৎপাদন ও গর্ভধারণ প্রক্রিয়ার সরাসরি কাজের সাথে যুক্ত হয় না যা বাণিজ্যিক প্রতিনিধিত্বের বর্ম ভূষিত এবং যা উদ্ধৃত মূল্য সৃষ্টি করে। জৈবিক কারণে শারীরিক প্রক্রিয়া যুক্ত হয়, প্রতিনিধিত্বকে আরো সঠিক-ভাবে বলতে গেলে রোগ শয্যাগত শ্রম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেখানে নারীরা লাভ ও অর্জনের জন্য চিকিৎসক ও অন্যান্য মেডিকেল বিশেষজ্ঞদেরকে তাদের দেহে বর্ম ভূষিত শারীরিক প্রক্রিয়ার সুযোগ দিতে রাজি থাকে।

প্রতিনিধিত্বকে শয্যাগত শ্রম হিসেবে বুঝা শুধু কিভাবে গর্ভধারণ থেকে উদ্বৃত্ত টাকা উপার্জন করা হয় তাই ব্যাখ্যা করে না, এটা আরো জৈবিক প্রজনন শ্রমের বৈধ করণের একটি পথ বা তলে দেয় যা নারীরা তাদের উপার্জনের জন্য ব্যবহার করে। শারীরিক পণ্যয়নের এই ক্রম গভীর প্রক্রিয়া, যেমন প্রতিনিধিত্ব, নিঃসন্দেহে সামাজিক বিকাশকে বিকৃত করে, কিন্তু সাধারণভাবে বাহ্যত যখন নারীদের শ্রম পরিবারও সন্তানদের মধ্যে ব্যক্তিগত কাজেই সম্পূর্ণ আটকে থাকে, সেই অধিক করুণ সময়ের জন্য তাদেরকে দূরে ফেলেও রাখা যায় না। প্রতিনিধিত্বকে শয্যাগত শ্রম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া মানে হল এই পথকে বৈধতা দেওয়া যা জীবনের পণ্যায়নকে আরো বেশি গভীর করে তোলে, এবং-অন্যান্য ধরনের প্রজনন কর্মীদের সাথে শ্রমিক সংঘ ও জোট যেমন শিশু সেবা কর্মী, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক ও সেবিকা ইত্যাদি গঠনের পথকেও উন্মোচন করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
শর্মিলা রুদ্রপা <rudrappa@austin.utexas.edu>

> গৃহকর্মীদের অধিকার নিয়ে গবেষণা সংঘ

সাবরিনা মারচেত্তি, ক' ফোস্কারি ইউনিভার্সিটি অফ ভেনিস, ইতালি এবং **হেলেন শোয়েকেন**, অজনাব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি ও আইএসএর অভিগমনের সমাজবিজ্ঞান (আরসি ৩১) ও শ্রম আন্দোলন (আরসি ৪৪) শীর্ষক গবেষণা পর্ষদের সদস্য, সহযোগিতায় মেরি গোল্ডস্মিথ (মেক্সিকো), সোনাল শর্মা (ভারত), লিসা-মেরি হায়েমশফ (জার্মানি), ভার্না ভিয়েজার (ফিলিপাইন), ও অক্সানা বালাশোভা (ইউক্রেন)

ভেনিসে গবেষণা সংযোগের জন্য আলোচনা সভা, ইতালি, জুন ২০১৭।
চিত্র গ্রহণে সাবরিনা মারচেত্তি ও হেলেন শোয়েকেন।

রিসার্চ নেটওয়ার্ক ফর ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স রাইটস (আরএন-ডিডব্লিউআর) হল কর্মী গবেষক এবং গৃহকর্মী সংগঠনের সদস্যদের বেতনভিত্তিক গৃহস্থলী কাজের একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক, যা প্রায় এক দশক ধরে বিদ্যমান।

> পটভূমি

লিঙ্গ, অভিগমন এবং বিশ্বায়নের বাজারে হিসাবে গত দশকগুলিতে সামাজিক বিজ্ঞান ক্রমবর্ধমান মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, আরো শিক্ষাবিদরা গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছেন বেতনভিত্তিক গৃহকর্মের বিষয়ে, প্রায়শই গৃহকর্মী এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার মাধ্যমে। এই গবেষণা প্রচেষ্টাগুলো খুব কমই একত্রে সংযুক্ত থাকে। সেজন্য গবেষকদের একটি মুখ্য দল ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড ডিসেন্ট ওয়ার্ক এবং গ্লোবাল লেবার ইউনিভার্সিটি (জিএলইউ)-এর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে, বিভিন্ন ইউরোপীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য গবেষকদের সাথে ২০০৯ সালে শুরু হয়েছিল আরএন-ডিডব্লিউআর, ডব্লিউআইইজিও, ইন্টারন্যাশনাল ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (আইডিডব্লিউএফ) এবং ডাচ ট্রেড ইউনিয়ন এফএনভি বনডজেনোটেন-এর সমর্থনে। এই প্রতিষ্ঠাতা গোষ্ঠী কেবল গৃহস্থালি কাজ গবেষণা করার প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন প্রকাশ করেনি, বরং গৃহকর্মীদের উভয় গবেষণা এবং তাদের অধিকার বিষয়ে সমর্থন জানায়।

যে সকল ব্যক্তির গবেষক ও কর্মী হিসেবে দ্বৈত পরিচয় আছে, এই নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতারা বিভিন্ন সময়ে জেনেভায় মিলিত হয়েছেন আইএলও কনভেনশন নম্বর ১৮৯-এর আলোচনায় শ্রমিকদের দলকে সমর্থন করার ব্যাক গ্রাউন্ড গবেষণায়। তাদের মধ্যে কয়েকজন গবেষণামূলক কাজের উদ্দেশ্যে আলোচনা নিরীক্ষণ করেছেন। অন্যান্যরা আইএলও-এর মধ্যে থেকে তাদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে অবদান রেখেছেন। কিন্তু এটা শুধুমাত্র গবেষকের সমস্যা ছিল না। জিএলইউ গ্রুপে, আমরা আইডিডব্লিউএফ (পূর্বে আইডিডব্লিউএন) এর গৃহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি এরকম গবেষণা নিয়ে এবং কিভাবে গবেষক ও সংঘবদ্ধ গৃহকর্মীরা একত্রে কাজ করতে পারে। সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের মধ্যে বেশির ভাগেরই গবেষক ও গবেষণার প্রতি হতাশা ছিল, যেহেতু তাদের দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছিল, গবেষণার কোন ফলাফল এবং তাদের নিজেদের কোন উপকার না দেখেই, অনেকে অভিযোগ করেন যে কিছু গবেষক জীবনে অসঙ্গতির স্বীকার হওয়া গৃহকর্মীদের প্রতি শুধুমাত্র আগ্রহী ছিলেন। সেজন্য গৃহকর্মীরা একই বৈঠক টেবিলে

>>

ছিলেন যখন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নীতিসমূহ আলোচিত হয়।

এই ভিত্তিতে, আরএন-ডিডব্লিউআরটি আনুষ্ঠানিকভাবে জেনেভাতে চালু করা হয়েছিল আইএলও'র আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে জুন ২০১১ তে যেখানে আলোচিত হয় এবং পাস হয় কনভেনশন নং ১৮৯ "গৃহকর্মীদের জন্য যথোপযুক্ত কাজ"। সি ১৮৯-এর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রচার এবং এর প্রভাব কেমন তা দেখাই এই নেটওয়ার্কের প্রধান কাজ।

> মূলনীতি

আরএন-ডিডব্লিউআরনিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে গবেষণা পরিচালনা করে এবং পরিচালনা করেঃ

• অর্থপূর্ণ, গুনগত গবেষণা পরিচালনা করা যেন তা গৃহকর্মীদের সংঘবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।

• আইডিডব্লিউএফ এবং অন্যান্যগৃহশ্রমিক সংগঠনের গবেষক এবং প্রতিনিধিদের মধ্যে বিশ্বাসী, যোগাযোগমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার

• গবেষণা ফলাফলগুলি কেবল একাডেমিক শ্রোতাদের জন্য নয়, তবে গৃহকর্মীদের এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্যও অধিগম্য করা

• মাঠপর্যায়ে সদৃশমনা গবেষকদের সম্প্রদায়, যা সম্ভবত সমস্ত ভৌগোলিক এলাকার জন্য প্রসারিত।

• গৃহকর্মীদের কর্মসূচী এবং অধিকার প্রচারণা করার জন্য গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন, প্রকাশ, এবং প্রচার

> অনুশীলন

নেটওয়ার্কের একটি প্রধান কাজটি তার মূলনীতির সাথে জড়িত সকল গবেষকদের একটি বিশ্বব্যাপী মানচিত্র বজায় রাখা এবং তাদের একত্রে সংযুক্ত রাখা। এই উদ্দেশ্যে, ২০১১ সাল থেকে আরএন-ডিডব্লিউআর এর সমন্বয়কারীরা নিয়মিতভাবে একটি নিউজলেটার সম্পাদনা করেন, যা ঘরোয়া কর্মীদের অধিকার সম্পর্কিতক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণা এবং উন্নয়নের তথ্য সংগ্রহ করে।

অন্তত বছরে একবার গ্রীষ্মের শুরুতে নেটওয়ার্কের দেখা হয়, সাধারণত একজন নেটওয়ার্ক সদস্য দ্বারা আয়োজিত বা আন্তর্জাতিক সোশ্যালজিক্যাল এসোসিয়েশন বা শ্রম অধ্যয়ন সম্মেলনে। নেটওয়ার্ক সদস্যগণ গৃহ শ্রমিকদের অধিকার বিষয়ক আঞ্চলিক উন্নয়নের আপডেট প্রদান করেন, এবং এছাড়াও আকর্ষণীয় গবেষণা, সম্ভাব্য যৌথ গবেষণা প্রশ্ন আলোচনা করা হয়।

২০১৪ সালে আমরা ম্যানুয়াল প্রকাশ করি, "আমরা আমাদের নিজস্ব কাহিনীগুলির চরিত্র হতে চাই" গৃহ শ্রমিক এবং গবেষক কিভাবে যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনা করতে পারেন তার একটি ম্যানুয়াল (কাসেলঃ কাসেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ফ্রি ডাউনলোড)। এই ম্যানুয়ালটি নেটওয়ার্কের সাথে সহযোগিতামূলক গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল যা শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার ওপর রচিত। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নেদারল্যান্ডের গৃহকর্মীরা এই প্রকল্পে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। গৃহকর্মী সংগঠনসমুহকে পেশাগত গবেষকদের ওপর নির্ভরশীল না থেকে তাদের কাজ নথিভুক্ত করতে সহায়তা করার জন্যও এটি তৈরি করা হয়েছে।

> চ্যালেঞ্জ

কাজটা এতদূর মনে হতে পারে সম্পূর্ণ সফল গবেষণা কিছু কর্মী সদৃশমনা গবেষকদের দ্বারা যারা বিশ্বব্যাপী সংযুক্ত এবং সামাজিক ভাবে প্রাসঙ্গিক গবেষণা পরিচালনা করেন, আংশিকভাবে গবেষণায় গৃহকর্মীদের সহযোগী হিসেবে এবং তাদের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে। যদিও, অনেক চ্যালেঞ্জ আছে।

প্রায় দশ বছর নেটওয়ার্ক-এর কার্যক্রমের পরে, এর কিছু সক্রিয় গবেষক (অন্তত আংশিকভাবে) অন্য গবেষণামূলক কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হন বা বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছেড়ে দেন যেখানে তারা এই ধরণের সক্রিয়তাবাদী গবেষণা করতে পারেন। এছাড়াও, বেশ স্বাভাবিকভাবেই, আইএলও কনভেনশন নম্বর ১৮৯-এর প্রস্তুতির গতিবেগ অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং গবেষণা ও সক্রিয়তা হয়ে গেছে "স্বাভাবিক", অর্থাৎ উৎসাহ, জনস্বার্থ, এই সমস্যাতে আর শক্তিশালী নেই। নেটওয়ার্কের মূলনীতিগুলি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে, আমাদের অবশ্যই গৃহকর্মী সংগঠনসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা স্বীকার করে, আমাদের গবেষণার বিষয়সূচি উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের প্রকাশনাগুলো তাদের কাছে ও সংগঠনসমুহের কাছে অধিগম্য করার প্রচেষ্টা, তাদের আরও শক্তিশালী ও নিয়মানুগ করতে পারে। আমাদের নেটওয়ার্কে গবেষকরা যারা নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত থাকেন তারা লক্ষ্য করেন যে অংশগ্রহণমূলক এবং কর্ম গবেষণা, ঐতিহ্যগত গবেষণা পরিবেশে এবং একাডেমিক ক্যারিয়ারে প্রযোজ্য মূল্যায়ন মাপকাঠিগুলিতে একত্রিত করা কঠিন। পরিশেষে, নেটওয়ার্কের আঞ্চলিক বিস্তার অসম এবং আমাদের বিশ্বব্যাপী মানচিত্রে অনেক ফাঁকা স্থান আছে। তবু এতো ঘাটতি এবং চ্যালেঞ্জের সত্ত্বেও, নেটওয়ার্কের মধ্যে কথাবার্তা এবং যে পরিচিতিগুলো আমরা সুগম করি তা আমাদের সদস্যদের মধ্যে অনেক প্রশংসিত হয়- এই ক্ষেত্রে কর্মী গবেষণা অন্য কিছুর মতো খুব সাধারণ নয় এবং অতএব এই ফোকাস বিশিষ্ট একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কের অস্তিত্ব আমাদের দৈনন্দিন গবেষণা অনুশীলনে সুবিধাজনক।■

বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্লগ অথবা ফেসবুক পেজে দেখুন।

[১] তথ্যসূত্রের জন্য আমাদের ব্লগ ও সংবাদ সংকলন দেখুন।

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
সাবরিনা মারচেত্তি <sabrina.marchetti@unive.it>
হেলেন শোয়েকেন <hschwenken@uni-osnabrueck.de>

> অনুরণনের ধারণা সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয় হিসেবে

হার্টমুট রোসা, ইউনিভার্সিটি অব জেনা, জার্মানি

নিত্য দ্রুততা ও বাহুল্যের ধারণা গভীর বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে।

এই সংসারে *বিচ্ছিন্নতার অন্য কি?* এটি এমন একটি প্রশ্ন-যার উত্তর খুব সহজ নয়। নিম্নোক্ত আলোচনায় অনুরণন কে একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয় হিসাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই।

আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, বিচ্ছিন্নতা, একটি বিষয় যা বিশ্বের পার্থিব জগতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত, অন্যের সাথে এবং নিজের স্বত্তার সাথে কোন সংযোগ না থাকাটাও এক অর্থে এক ধরনের সংযোগহীন সম্পর্ক। সহজ করে বলা যায় যে, এতে কোন অর্থপূর্ণ আভ্যন্তরীণ

>>

"অনুরণন-এর ধারণা থেকে বলা যায় যে এটি হচ্ছে আন্দাজহীন ও অনিয়ন্ত্রিত পথে আমরা আমাদের স্পর্শ এবং এমনকি রূপান্তরিত হতে দেওয়া"

সংযোগ নেই। এটা প্রকৃত অর্থবহ সম্পর্ক ছাড়া একটি সম্পর্ক। এই প্রক্রিয়াতে অবশ্যই কার্যকারণ এবং উপকরণগত সংযোগ এবং মিথস্ক্রিয়া আছে, কিন্তু বিশ্বকে (তার সব গুণাবলী সমেত) বিষয় দ্বারা অধিকরন করা যাবে না। এই সম্পর্কের মাধ্যমে "কথা বলানো" যাবে না, এটি শব্দ এবং রঙ বিবর্জিত এক বাস্তবতা। বিচ্ছিন্নতা এমন একটি সম্পর্ক যাকে একটি সত্য, স্পন্দনশীল বিনিময় এবং সংযোগের অনুপস্থিতিতে চিহ্নিত করা হয়। বিচ্ছিন্নতা একটি নীরব এবং ধূসর জগতের মধ্যে এমন একটি "শুষ্ক" বিষয় যার কোন জীবন নেই, এবং একই সাথে যা "হিমায়িত" অথবা প্রকৃত পক্ষে বিশৃঙ্খল এবং পারস্পরিক সংঘাত মূলক। অতএব, বিচ্ছিন্নতাবস্থায়, ব্যক্তি এবং জগত একেবারে উদাসীন বা এমনকি প্রতিকূল পথের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয়।

মজার বিষয় হল, আমরা যখন বিচ্ছিন্নতার বিকল্পটি মনে করতে শুরু করি তখনি এর প্রকৃত ধারনা আরো অনেক বোধগম্য হয়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নতার বিপরীতটি বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত একটি প্রক্রিয়া যেখানে ব্যক্তি, মানুষ, স্থান, বস্তু ইত্যাদির স্পর্শ অনুভব করে এবং তাদের দ্বারা সম্বোধিত হয়, সে সবার সাথে মিলিত ও সম্পৃক্ত হয়। অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমরা সবাই কারও এক ঝলক দৃষ্টি অথবা কণ্ঠস্বর এর দ্বারা স্পর্শ লাভের অভিজ্ঞতা অনুভব করি। এমনকি আমরা কোনও গান শোনার মাধ্যমে, অথবা একটি বই পড়া বা কোনও স্থান দেখার মাধ্যমে এ ধরনের স্পর্শ অনুভব করতে পারি। সুতরাং কোন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অনুভূতি, এবং পরিবর্তে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের প্রতি- বিশেষ করে যা আমাদের প্রভাবিত করে, সেই সব বিষয়ে অন্তর্নিহিত আগ্রহ বিকাশ, বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। আমরা মনস্তাত্ত্বিক এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দের কাছ থেকে জানতে পাই যে, সম্পর্কের চিহ্নিত অনুপস্থিতি বিষণ্নতা এবং মানসিক অবসাদের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান। তথাপি, বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য শুধু স্নেহময় সম্পর্কই যথেষ্ট নয়। অতিরিক্ত যা প্রয়োজন তা হচ্ছে "উত্তর" দেওয়ার ক্ষমতাঃ যখন আমরা উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে স্পর্শ অনুভব করি, আমরা প্রায়ই সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করি, হৃদয়ের স্পন্দন বৃদ্ধির হার, পরিবর্তিত রক্তচাপ, ত্বকের প্রতিরোধ, এবং সেই সব শারীরিক সম্পর্কের চিহ্নগুলো প্রতীয়মান হয়। আমি অনুরণনকে, একটি দ্বৈত আন্দোলন, যেখানে স্নেহের (যা আমাদের বাইরে থেকে ছোঁয়া) এবং আবেগের (একটি আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া যা একটি সংযোগ স্থাপন করতে প্রয়াস পায়) একটি মিশ্রণ হিসাবে দেখি। এই ভাবে সব সময় এটি একটি অনিবার্য এবং শারীরিক ভিত্তিতে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়। কিন্তু আমরা যে প্রতিক্রিয়া দিই অবশ্যই তার একটি মানসিক, সামাজিক ও ইন্দ্রিয় দিক আছে। এটা আমাদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আমরা অপরের কাছে পৌঁছাতে এবং কোন ডাকের সাড়া দিতে পারি, আমরা আমাদের নিজস্ব ভিতরের বা বাইরের প্রতিক্রিয়া মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করতে পারি। এই প্রতিক্রিয়া দ্বারা যে সংযোগ প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা হয় তাই মূলত আমাদের এই ধরনের অনুরণন অভিজ্ঞতা, উদাহরণ স্বরূপ, প্রেম বা বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে, এমন কি বাস্তব কথোপকথন মধ্যে, কিংবা আমরা যখন একটি বাদ্যযন্ত্র বাজাই বা খেলাতে অংশ গ্রহণ করি। এমনকি কর্মক্ষেত্রেও আমরা অনুরণনকে উপলব্ধি করি। গ্রহণযোগ্য এবং সক্রিয় সংযোগ ব্যক্তি এবং বিশ্ব রূপান্তর প্রক্রিয়াতে একটি প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়ে আসে।

এই ভাবে, অনুরণন কেবল স্পর্শ বা প্রভাবিত হওয়ার অভিজ্ঞতার উপরে নির্মিত হয় না, এটা আমদের স্ব-কার্যকারিতার উপলব্ধির উপরও নির্ভরশীল। সামাজিক মাত্রায়, আমরা যখন স্ব-কার্যকারিতাটি উপলব্ধি করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা অন্যদের কাছে পৌঁছানো এবং অন্যকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হই। এবং প্রকৃত পক্ষে অন্যরা আমাদের কথা শোনে এবং সংযোগ স্থাপন করে এবং আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়। আমরা যখন ফুটবল খেলি বা পিয়ানো বাজাই তখন আমরা আত্ম বিশ্বাস ও স্ব-কার্যকারিতায় অভিজ্ঞ হতে পারি। যখন আমরা একটি লেখালিখির চেষ্টা করি (আমরা অবশ্যই আমাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বরে কথা বলি) এবং-এমনকি আমরা যখন সমুদ্রের তীরে অবস্থান করি তখন ঘূর্ণায়মান তরঙ্গ, জল, এবং বায়ুর সঙ্গে "সংযোগ" স্থাপন করি। শুধুমাত্র সংবেদনশীল স্ব-কার্যকারিতার মাধ্যমে ব্যক্তি, মূলত, বিশ্ব অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং বিশ্ব পরস্পরের মুখোমুখি হয় এবং একে অপরকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করতে পারে। অবশ্যই এই দাবীর একটি প্রধান সমস্যা হল এই যে, যা অবিলম্বে আপত্তির কারণ হতে পারে এই জন্য যে, মিথস্ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তি রূপান্তরিত হতে পারে কিন্তু বেহালা বা সমুদ্র একই সাথে কি ভাবে পরিবর্তিত হবে। এই যুক্তিটি আসলে সম্ভবত এক প্রশ্ন বোধক জ্ঞান তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। যেখানে শুধু মাত্র মানুষকে সাড়া জাগানো এবং অনুভূতিশীল মনে করা হয়। অর্থাৎ এই ধারণাটি একটি "অসম নৃবিজ্ঞান"-এর উপর স্থাপিত। বিতর্কিত বিষয় মনে হলেও এ ধরনের মিথস্ক্রিয়া দ্বারা বিশ্ব এবং তার বিভিন্ন উপাদানও প্রভাবিত হতে পারে। এই ধরণের অনুরণন যে কারও আত্ম-পরিচয় বা আইডেনটিটি গঠনের অত্যাবশ্যক উপাদান, তার প্রমাণ মেলে নিম্ন বর্ণিত বাক্যগুলো থেকে। যেমনঃ "সেই বইটি পড়ার পরে" বা "সেই সঙ্গীতটি শোনার পরে" বা "সেই গ্রুপটি সাথে মিলিত হবার পরে" বা "সেই পাহাড়ে চড়ার পরে", "আমি একটি-ভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণীত হয়েছিলাম"। উদাহরণ স্বরূপ, প্রায় সব আত্মজীবনীতে এবং সাক্ষাতকারে এইসব উক্তিগুলো শোনা যায়। এখানে লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে অনুরণন এর রূপান্তর মূলক প্রভাব আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরেঃ যখন সত্যিই কিছু আমাদের স্পর্শ করে তার ফলাফল, আমরা অগ্রিম জানতে বা এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না।

সংক্ষেপে, বিচ্ছিন্নতার বিকল্প হিসাবে অনুরণনকে, চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়ঃ প্রথমত, প্রকৃত স্পর্শের অভিজ্ঞতার অনুভূতি দ্বারা স্নেহ প্রাপ্ত হওয়া; দ্বিতীয়, আবেগ ও অনুভূতিশীল অভিজ্ঞতা দ্বারা (যান্ত্রিক ভাবে না) আত্ম প্রতিকৃতি গড়ে তোলা; তৃতীয়, তার রূপান্তর প্রক্রিয়ার মানের দ্বারা; এবং চতুর্থ, অনিশ্চয়তার একটি স্বতন্ত্র মুহূর্ত দ্বারা, যা, অনিয়ন্ত্রণকারী এবং সহজেই পরিত্যাজ্য। আমরা অনুরণনকে যান্ত্রিকভাবে বা ইচ্ছা মত প্রবর্তন করতে পারি না বা এটিকে যখন খুশী নিয়ে আসতে পারি না; এটি সর্বদা ধরা ছোঁয়ার অন্তরালে থাকে। ভিন্ন ভাবে বলা যায়ঃ আমরা "ডাক শুনতে" পারব কি না পারব তা অনেক সময় আমাদের ইচ্ছা এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সত্যি বলতে অনুরণন শুধু একটি প্রতিধ্বনি না, এমন কি নিজেদের বিবর্ধিত বা কেবল পুনরায় আশ্বস্ত বোধ করার কৌশল না। কিন্তু প্রকৃত "অন্যান্য" যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তার সাথে কথাবলা, সম্পর্কিত থাকা যার নিজস্ব কণ্ঠস্বর আছে যা আমাদের থেকে ভিন্ন, এবং যা অবশেষে আমাদের "পরক"।

উপরন্তু, এই "অন্য"-র উৎসকে চার্লস টেলর-এর অর্থে "শক্তিশালী মূল্যায়ন" দ্বারা বিবেচনা ও অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র যখন আমরা মনে করি যে এই অন্য (যা উদাহরণ স্বরূপ, একটি ব্যক্তি হতে পারে, এমন কি একটি সঙ্গীত, বা পর্বত, অথবা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হতে পারে) যা আমাদের বিশেষ কিছু শেখায় বা যা থেকে আমাদের কিছু শেখার আছে; আমরা এটা শুনতে চাই বা না চাই, তা আমরা সত্যিই "অনুধাবন", বা স্পর্শ ও অনুভব করতে পারি। অতএব, অনুরণন অনিবার্য ভাবে আত্ম উৎকর্ষতার একটি বিশেষ মুহূর্ত। তবে এটি লাভের জন্য আমাদের একটি স্পষ্ট জ্ঞানীয় ধারণা বা এই অন্য বা পরক সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। আমরা হঠাৎ করেই এক পরক বা অন্য সত্তা দ্বারা স্পন্দিত বা প্রভাবিত হতে পারি।

অতএব, অনুরণন অবশ্যই শুধু সঙ্গতি বা সাদৃশ্য নয়; পুরোপুরি বিপরীত, বাস্তব জীবনে মুখোমুখি, দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক অর্জনের জন্য এখানে পার্থক্য এবং কখনও কখনও বিরোধী এবং দ্বন্দ্বের প্রয়োজন থাকে। সুতরাং, একটি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ বানি কণ্টক বিশ্বে, সব সময় কোন অনুরণন সম্ভব হবে না। কারণ আমরা "অন্যের" কণ্ঠস্বর শুনতে পারব না এবং ফলস্বরূপ, আমাদের নিজস্ব স্বকীয় কণ্ঠস্বর ও শুনতে অসমর্থ হবে। আবার এমন একটি জগৎ যেখানে শুধু অসঙ্গতি ও দ্বন্দ্ব দ্বারা ভরপুর, তাও অনুরনের অভিজ্ঞতার জন্য উপযুক্ত নয়। এমন একটি বিশ্বকে নিছক ঘৃণাত্মক হিসেবে দেখানো হবে। সংক্ষেপে অনুরণন উপলব্ধি করার জন্য পার্থক্য এবং কিছুটা দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের প্রয়োজন যা একটি প্রগতিশীল, পারস্পরিক রূপান্তরধর্মী এবং অভিযোজন অন্তর্ভূক্ত সংবেদনশীল সম্পর্কের জন্য সহায়ক। অনুরণন, সঙ্গতি এবং অনতিক্রম্য অসঙ্গতির মধ্যে একটি অবস্থান। এই কারণে, আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, এই ধারণাটি একদিকে পার্থক্য এবং অন্য দিকে পরিচয় ভিত্তিক ধারণাগুলির উপর ভিত্তি করে যে তত্ত্ব ও ঐতিহ্যগত দর্শনের মধ্যে যে বিবাদ-রয়েছে তা দূর করার চাবিকাঠি প্রদান করতে পারে। অনুরণন পরিচয় অর্থাৎ আইডেন্টিটি ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং রূপান্তর মূলক পার্থক্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অনুরণনের ক্ষণস্থায়ী চরিত্র মানে এই নয় যে এটি সম্পূর্ণ এলোমেলো ও অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল। যদিও প্রকৃত অভিজ্ঞতা কখনো সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাবে না এবং ভবিষ্যদ্বাণী করাও কঠিন, তথাপি এখানে অন্তর্ভুক্ত দুটি উপাদান সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং এই জন্য সামাজিক সমালোচনার জন্য অনুরনের ধারণাকে একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমত, ব্যক্তি পৃথকভাবে একক এবং যৌথ ভাবে বিশেষ ভাবে অনুরণন এর "অক্ষ" বরাবর অনুরণনকে উপলব্ধি করে। সুতরাং কার কারও জন্য, সঙ্গীত যেমন একটি অক্ষ প্রদান করে যার ফলে যখন তারা কনসার্ট হল, বা অপেরা উতসবে যান তাদের সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি ভাল সুযোগ থাকে। অন্যদের জন্য, এটি জাদুঘর, লাইব্রেরী, বা মন্দির, বন বা সমুদ্র সৈকত হতে পারে। অধিকন্তু, আমরা এমন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলি যা অনুরণনের একটি নির্ভরযোগ্য অক্ষের মত কিছু প্রদান করে- আমরা যখন আমাদের প্রেমিকদের, আমাদের বাচ্চাদের সাথে বা আমাদের বন্ধুদের সাথে থাকি তখন আমরা অনুরণনের মুহুর্ত গুলি আশা করতে পারি যদিও আমরা সবাই জানি প্রায়ই আমাদের এই সব সম্পর্কগুলোর পরিণতি উদাসীন বা এমনকি বার্থ সম্পর্কে শেষ হতে পারে। এবং আমরা শ্রমের সমাজতত্ত্বের দ্বারা অর্জিত তথ্য প্রমাণ থেকে যতটুকু জানতে পারি, অনেক লোক কর্মক্ষেত্রে তাদের সহকর্মীদের সাথে নয়, বরং তাদের কাজ এবং সংগ্রামের সাথে অনুরণনের গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলে। এইভাবে আটা যেমন বেকারের কাছে "সম্পর্কের" স্থান করে নেয়, তেমনি নাপিতের কাছে চুল, ছুতুরের কাঠ, মালীর কাছে উদ্ভিদ, অথবা-লেখককের লেখা। এইসব ক্ষেত্রে আমরা একটি সত্যদ্বি-মুখী সম্পর্ক খুঁজে পাই যা আত্ম-কার্যকারিতা, প্রতিরোধ, দ্বন্দ্ব, অভিযোজনের মাধ্যমে, একই সাথে পারস্পরিক রূপান্তরের অভিজ্ঞতাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

যখন আমরা এই অক্ষগুলি আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখি, তখন আমরা দেখতে পারি যে আমরা অনুরনণের তিনটি ভিন্ন মাত্রার মধ্যে পদ্ধতিগত ভাবে পার্থক্য করতে পারি। এই মাত্রাগুলো হচ্ছে, সামাজিক, বস্তুগত, এবং অস্তিত্ববাদের মাত্রা। সামাজিক অক্ষগুলি আমাদের সাথে অন্যান্য মানুষদের সাথে যোগাযোগ তৈরি করে এবং সম্পর্ক গঠন করে। বেশির ভাগ সমসাময়িক সমাজে, প্রেম, বন্ধুত্ব, এমন কি গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বকে এই ধরনের "রৈখিক" বা অনুরননিত সম্পর্ক হিসাবে ধারণা করা হয়। বস্তুবাদী অক্ষ বলতে আমরা নির্দিষ্ট বস্তুর উপাদান যা প্রাকৃতিক বা হস্তনির্মিত, শিল্প, বা সরঞ্জাম কিংবা উপকরণ যা আমরা কাজ বা খেলা ধুলার জন্য ব্যবহার করি সেগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করাকে মনে করি। আমিও কার্লজ্যাসপার্স, উইলিয়াম জেমস এবং মার্টিন বুবার এর মত দার্শনিকদের সাথে বিশ্বাস করি যে মানব জাতি অস্তিত্ববাদের "অনুরননের অক্ষ" খুঁজে ফিরে বা পায় যা তাদের সাথে জীবন, বা অস্তিত্ব বা মহাবিশ্বের সাথে তাদের সম্পর্ক সংযুক্ত করে। ওই সব দার্শনিক ও লেখকরা বেশ দৃঢ় ভাবে দেখানোর চেষ্টা করেন যে এটিই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে এবং ধর্মকে বাস্তবায়িত করে তোলে। বাইবেলের বা কুরআন বা উপনিষদ-এর কেন্দ্রীয় উপাদান এই যে, আমাদের অস্তিত্বের এবং স্বত্বার মূল ভিত্তি হচ্ছে, অনুরণন এবং প্রতিক্রিয়ার একটি যুগপৎ প্রক্রিয়া। কোন নীরব, উদাসীন, মৃত বস্তু বা অন্ধ প্রক্রিয়া বা প্রতারক মহাবিশ্ব নয়। অবশ্যই সকল অস্তিত্ববাদী অনুরণনগুলির অক্ষগুলী শুধুমাত্র ধর্মীয় ধারণার উপর নির্ভর করে না। প্রকৃতি, বিশেষ করে, ব্যাপক অর্থে, একটি চূড়ান্ত উপলব্ধির আলোকে সংবেদনশীলতা ও অনুরণন-এর একটি উৎস হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। প্রকৃতির কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া শুধুমাত্র আদর্শবাদী দর্শনের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ধারণা না, এটা অনেকের দৈনন্দিন জীবন ও অভ্যাসগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একটি নজর কাড়া অনুরূপ পদ্ধতিতে, শিল্প ও সঙ্গীত প্রাপক জন্য অনুরূপ একটি অক্ষ খুলে ধরে। প্রতিটি ক্ষেত্রে, যে অনুরণন একটি সুসঙ্গত, সুরেলা অভিজ্ঞতা হতে হবে না, কখনো, কখনো এটি বিরক্তিকর দিকগুলির ও উৎস হতে পারে।

এখন আমি এটি গ্রহণ করি যে অনুরণন এর এই কংক্রিট অক্ষগুলি নৃতাত্ত্বিকভাবে দেওয়া হয় না বরং সংস্কৃতিগত এবং ঐতিহাসিক ভাবে নির্মিত, তবে কিছু কিছু অক্ষের প্রতিষ্ঠা একটি ভাল জীবনের জন্য অপরিহার্য, কেননা অনুরণন অভিজ্ঞতা অর্জনে তারা এক প্রেক্ষাপট প্রদান করে যার মাধ্যমে আমরা অনুরণনের বিষয়গুলি উপ্লব্দি করতে পারি। স্বভাবগতভাবে অনুরণনের অনুভূতির একটি স্থানে স্থানান্তরের জন্য নিজেকে অসহায় অবস্থানে পড়ার ঝুঁকির প্রয়োজন হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে আমরা নিজেদেরকে স্পর্সিত ও রূপান্তরিত হতে দিতে প্রস্তুত থাকি যা অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে ভবিষ্যদ্বাণীর বাইরে এবং অনিয়ন্ত্রণযোগ্য। সুতরাং যেখানে আমরা ভয়, বা চাপ, বা সংঘাতময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, অথবা একটি নির্দিষ্ট ফলাফল লাভের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধকরি, সেই সময় আমরা অনুরণন চাই না; মঙ্গলের বিপরীতে, এমতঅবস্থায় অনুরণন হবে বিপজ্জনক এবং ক্ষতিকারক। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সব সময় আমাদের অনুরণন অনুভূতির একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকা অনেকটা বোকামি হবে। এই মানসিক প্রক্রিয়াটি ছেড়ে, বিশ্বের থেকে নিজেকে দূরে রাখার, এবং জীবন সম্পর্কে এক বিশ্লেষণাত্মক অবস্থান গ্রহণের ক্ষমতাটি খুব স্পষ্টতই একটি সাংস্কৃতিক অর্জন যা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারকে অব্যাহত রাখার জন্য শুধু অপরিহার্য নয়, প্রকৃত পক্ষে উল্লিখিত যে তিনটি মাত্রায় মানুষের অনুরণন অর্জনের সুযোগ দেয় সেই সামাজিক পরিস্থিতিকে সুসংহত ও শক্তিশালী করে।

আমি বিশ্বাস করি যে আমরা এই ধারণাকে সঙ্গে নিয়ে, অনুরণনকে একটি মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে, সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞান এবং সামাজিক অবস্থার সমালোচনামূলক প্রত্যয় হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। একটি ভাল জীবনের জন্য প্রয়োজন তিনটি মাত্রার অনুরণনের

>>

জন্য নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকর অক্ষ স্থাপনের। আমি মনে করি, একজন ব্যক্তি একটি ভাল জীবন পালন করবেন যদি তিনি অনুরণন এর সামাজিক, বস্তুবাদী, এবং অস্তিত্ববাদী অক্ষ খুঁজে পান এবং অস্তিত্বগত সহমর্মিতা এবং সংযোগ এর পুনরাবৃত্তি মূলক এবং পর্যায় ক্রমিক ধারবাহিকতা বজায় রাখার জন্য সুযোগ পান; এটাই অনুরণনের সরবরাহের নিশ্চয়তা দেবে। এই ভাল জীবন যাপনের সম্ভাবনা বিপন্ন হবে যদি এই অক্ষের পূর্ব শর্ত এবং অনুরণন অনুভূতির মানসিকতা জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলোতে কাঠামোগত ও নিয়ন্ত্রিতভাবে দুর্বল করাহয়।

গতিশীল স্থিতিশীলতার প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দিতে, সামাজিক কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য শিল্পের অবিরাম বিকাশ, ত্বরণ এবং উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয়, যে প্রবণতা অবশ্যই অনিবার্যভাবে এমন একটি নিয়মানুগ দুর্বলতার সম্ভাব্যতা নিয়ে আসে। এর ফলাফল স্বরূপ, তারা তাদের সম্পদ বৃদ্ধি এবং নিরাপদ করার জন্য, এবং উৎপাদনের গতি বাড়ানোর জন্য তাদের সরঞ্জাম অপ্টিমাইজেশনের জন্য বস্তু এবং বিষয়গুলির সাথে একটি সুবিন্যস্ত, সহায়ক সম্পর্ক গড়তে বাধ্য হন, অন্য দিকে তাঁরা একই সাথে "প্রকৃতিগত বিচ্ছিন্নতা"র শিকার হন। বিশেষ করে বিস্তৃত প্রতিযোগিতার পরিবেশ অনুরণন ধারণের সম্ভাবনা হ্রাস বা দুর্বল করে- আমরা এক যোগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অনুরণন চর্চা করতে পারি না। উপরন্তু, আমরা সহানুভূতি এবং স্নায়বিক গবেষণা থেকে জানি, সময়ের চাপ আসলে অনুরণন চর্চায় একটি নিশ্চিত প্রতিরোধ কারী হিসাবে কাজ করে। একই ভাবে আমদের বাধা গ্রস্থ করে, যদি আমরা ভয় দ্বারা চালিত হই। ভয় আমাদের অনুরণন চর্চায় বাধা স্থাপন করে এবং আমাদের মনের জগতকে বন্ধ করতে বাধ্য করে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে "বিশ্ব।" আমদের স্পর্শ করে না। সত্যি বলতে, এই পরিস্থিতিতে আমরা "বিশ্ব" দ্বারা আকর্ষিত না হওয়ার চেষ্টা করি। অতএব, অনুরণনের শর্ত এই যে এটা চর্চার জন্য পারস্পরিক বিশ্বাস এবং নির্ভীকতার প্রসঙ্গ প্রয়োজন; যার পটভূমি হিসাবে সময় এবং স্থায়িত্বের প্রয়োজন। অবশেষে, বিস্তৃত আমলাতান্ত্রিক প্রচেষ্টাগুলি তাদের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি এবং তাদের ফলাফলগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্ট করে। এটা সত্যি বলতে, আধুনিক কর্মক্ষেত্রের অবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করে। অনুরণন সম্পর্কিত সম্পর্কের জন্য এই পরিস্থিতি সমস্যা জর্জরিত, কেননা, আমলাতান্ত্রিক সমাধান অনির্দেশ্যতা এবং রূপান্তরের সম্ভাব্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখন প্রয়োজন, অনুরণনের পূর্ব শর্ত নিয়ে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
হার্টমুট রোসা <hartmut.rosa@uni-jena.de>

> বলকানের বিরুদ্ধে সহযোগিতার সমাজতত্ত্ব

জেসমিনকা ল্যাঞ্জাক-এর সাক্ষাৎকার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক সমাজবিজ্ঞান, নতুন নতুন উদ্ভাবন ও উদ্ভাবন নীতির সামাজিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞান, কর্ম ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান এবং আরও নানাবিধ ক্ষেত্রে **জেসমিনকা ল্যাঞ্জাক** একজন পরিচিত নাম। তিনি ক্রোয়েশিয়ার যাগ্রেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং ক্রোয়েশিয়ান সোশিওলজিকাল এসোসিয়েসন (সিএসএ)-এর বর্তমান সভাপতি। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত, শোচনায় জাদ্রাঙ্কা আসভারক, পুস্তকটি হল *Innovation Culture in Crony Capitalism. Does Hofstede's Model Matter?* (২০১৭)। এই সাক্ষাতকারটি প্রভাব বিস্তারকারী সামাজিক তত্ত্বের একটি প্রকল্পের অংশবিশেষ যা একই সাথে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীদের কথোপকথনের মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের ব্যবধান তুলে ধরতে তৎপর। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন **ল্যাবিনেত কুনাশেভি,** আইএসএ জুনিয়র সোশিওলজিস্ট নেটওয়ার্ক এসোসিয়েট-এর সদস্য, এমএ (সমাজবিজ্ঞান), ইউনিভার্সিটি অব প্রিস্টিনা, কসোভা।

জেসমিঙ্কা ল্যাঞ্জাক।

ল্যাকুঃ ইউনিভার্সিটি অব যাগ্রেব এবং ক্রোয়েশিয়ান সোশিওলজিকাল এসোসিয়েসন (সিএসএ) থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন?

জেল্যাঃ যদিও আইনি বিধান এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার আলোকে সম্প্রতি ক্রোয়েশিয়ান সোশিওলজিকাল এসোসিয়েসন (সিএসএ)-এর পেশা ভিত্তিক মর্যাদার পরিবর্তন হয়েছে, তবে সংঘটনটির অভ্যন্তরীণ তৎপরতা নিকট অতীতের একযুগ অবধি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৯ সালে প্রায় ৫০ জন সদস্য নিয়ে সিএসএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে আমাদের প্রায় ২০০ জনের অধিক সদস্য রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানকে একটি পেশা এবং শিক্ষা উন্নীত, পরিবর্ধন এবং রক্ষা করার অভিলক্ষ নিয়ে সংগঠনটি এগিয়ে চলেছে। সিএসএ এককভাবে সদস্যদের স্বেচ্ছা সেবামূলক কাজের উপর নির্ভর করে চলে এবং আমি একাডেমীর বহির্ভূত আরও সমাজবিজ্ঞানীদের এই সংঘটনে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই; সাম্প্রতিক পেশাভিত্তিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, প্রায় অর্ধেক সমাজবিজ্ঞানের স্নাতকরা সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা ও শিক্ষার বহির্ভূত অন্য কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হয়।

ল্যাকুঃ কি ধরণের কার্যক্রম, পাঠ্যসূচি এবং দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ক্রোয়েশিয়ান সমাজবিজ্ঞানের কার্য পরিধি প্রসার লাভ করেছে? সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্ক কি রূপ?

জেল্যাঃ সমাজতান্ত্রিক যুগে মার্ক্সবাদের আধিপত্য থাকলেও ক্রোয়েশিয়ান সমাজবিজ্ঞান কোন একক দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি। স্বর্গীয় অধ্যাপক রুডি সুপেচ, ১৯৬৩ সালে ইউনিভার্সিটি অব যাগ্রেব-এ প্রথম সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন, যিনি সমাজবিজ্ঞানকে প্রচলিত দর্শনের নিরীক্ষা এবং তাত্ত্বিক সমালোচনা নির্ভর শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করতেন। এই মতবাদ নির্বিশেষে, জটিল সমালোচনা ভিত্তিক চিন্তাবৃত্তিতে একই

>>

সময়ে কিছু সমাজবিজ্ঞানী অন্যান্য প্রেক্ষিতে তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন, যেগুলো হল কাঠামোগত ক্রিয়াবাদ, শিকাগো স্কুল, সাংকেতিক মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব। সমসাময়িক ক্রোয়েশিয়ান সমাজবিজ্ঞান, বিশ্ব সমাজবিজ্ঞানকে এর বহুমুখী দৃষ্টান্তমূলক প্রকৃতির আলোকে ব্যাখ্যা করে। যেহেতু ক্রোয়েশিয়ায় সমাজবিজ্ঞানের পাঁচটি বিভাগ রয়েছে, প্রত্যেকটি বিভাগ কিছু নির্দিষ্ট বিষয়, ধারণা এবং পদ্ধতিগত অভিগমনকে বিকশিত করার প্রচেষ্টা করে। অন্যান্য বিষয়ের মত সমাজবিজ্ঞানও নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং পেশাগত উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। আমার মতে, শিক্ষা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান-এর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য স্বরূপ যে বৃহৎ দৃশ্যপটের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তা আদতই সর্বসম্মত সাধারণ জ্ঞান এবং এর পদ্ধতিগত বা পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট দক্ষতা শ্রম বাজারে পেশা হিশেবে সমাজবিজ্ঞানকে উচ্চ স্তরে আসীন করে। বাস্তবিকই, ক্রোয়েশিয়ায় সমাজবিজ্ঞানের স্নাতকেরা খুব কমই বেকার সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং বৃহৎ পরিসরে সমাজবিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে এনজিও থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকার পরিসরে তাদের পদচারণা লক্ষণীয়।

ল্যাকুঃ সর্বসাধারণের জন্য সমাজবিজ্ঞান বা পাবলিক সোশিওলজি ক্রমশ ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিষয়ে ক্রোয়েশিয়া সম্পর্কে আপনি কি বলবেন এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্ভাবনা কতটুকু?

জেল্যাঃ সমাজবিজ্ঞানের একটি ধাঁচ হিসেবে পাবলিক সোশিয়লজি সর্বসাধারণের মধ্যে ক্রোয়েশিয়ায় এ বিষয়ে মতবিনিময়ের একটি মাধ্যম হয়ে উঠে যা সমাজবিজ্ঞানের একটি অন্যতম অভিলক্ষ ছিল। এই প্রেক্ষাপটের প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা, কিভাবে পাবলিক সোশিওলজি জনগণের নীতি নির্ধারণ বিষয়ক সামাজিক ক্ষেত্রে সম্পর্কিত তা তুলে ধরে। এ সবই পরিপূরক অভিলক্ষ এবং উভয়ই সমাজবিজ্ঞানের বেশ গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা একে অপরকে আরও সুসংহত করে। নীতি নির্ধারণী বিশ্লেষণের একটি প্রয়োজনীয় অংশ হল সমাজ বৈজ্ঞানিক দক্ষতা। আঞ্চলিক সহযোগিতার জোরদার উন্নয়নের লক্ষে আমাদের উচিত পাঠ চক্রের ফলাফলের উন্নতিসাধন ঘটানো যাতে করে সামাজিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জিত হয়।

ল্যাকুঃ "Integration of the Western Balkan Countries and Turkey in the Framework Programs: Some Empirical Evidence" শীর্ষক প্রবন্ধে আপনি, জাদ্রাঙ্কা আসভারক এবং জুরাজ পারকোভিচ পশ্চিমা বলকান এবং তুরস্কের মধ্যকার সহযোগিতার ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইউ) কাঠামো প্রেক্ষিতে যে বাঁধা রয়েছে সে বিষয়ে কথা বলেছেন। এর ফলাফল আর নতুন অর্জনগুলো কি কি?

জেল্যাঃ যতদূর আমি জানি, শেষ দশকে কসোভা বেশ অগ্রগতি সাধন করেছে, কিন্তু গবেষণার পরিকাঠামো এখনও সন্তোষজনক নয়। আমাদের গবেষণা হতে আমরা পেয়েছি যে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন রিসার্চ কমিউনিটি আর পশ্চিমা বলকান-এর মধ্যকার বাঁধাগুলো একই প্রকারের। কিন্তু এই বাধাগুলো অতিক্রম করা পশ্চিমা বলকান দেশগুলোর জন্য বেশি কষ্টসাধ্য। গবেষণা খাতে আরও বিনিয়োগ ব্যতিরেকে পরিকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণ মূলক আন্তর্জাতিক গবেষণা এবং সহযোগিতা মূলক উদ্ভাবন সম্ভবপর হবে না। জাতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক নীতি নির্ধারকদের উচিত এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে করে স্বতন্ত্র গবেষকেরা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক গবেষণা এবং উদ্ভাবন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে উদ্দীপ্ত হয়। গবেষণা সহযোগিতা এবং গবেষকদের বিচরণ বিশেষ প্রণোদনার মাধ্যমে উদ্দীপ্ত রাখতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা গবেষণার সহিত আরও দৃঢ় ভাবে সম্পর্কিত করতে হবে।

সামর্থ্য তৈরির লক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। যদিও বিভিন্ন বিশ্লেষণ হতে প্রকাশিত হয়েছে যে গবেষকরা তাদের প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত সহযোগিতা এবং নেতৃত্ব হতে প্রদেয় প্রচেষ্টার উপর তুলনামূলক ভাবে সন্তুষ্ট, এ থেকে প্রতিপন্ন হয় যে এই সন্তুষ্টির কারণ কি ধরণের অতিরিক্ত সহযোগিতার তারা দাবিদার সেই বিষয়ে তাদের অজ্ঞতা। মধ্যস্থতাকারীদের একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা কার্যকরী হবে- যেটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, অথবা আগ্রহী গোষ্ঠীর কনসোর্টিয়ামে পরামর্শদাতা, বৈজ্ঞানিক পরিচালকদের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করবে- যারা গবেষক/প্রতিষ্ঠান এবং ইউ প্রশাসন-এর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

ল্যাকুঃ এই অঞ্চলের অস্থিতিশীলতার আশংকা মোকাবেলায় আপনার প্রস্তাবিত কৌশলটি কি রূপ?

জেল্যাঃ এই প্রশ্নের উত্তর এত সহজ নয়। আমাদের এই অঞ্চলটি সব সময়ই নানাবিধ হুমকির সম্মুখীন ছিল যা আঞ্চলিক, জাতীয় এবং জাতিগত দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে সে সকল ভীতিপ্রদ অবস্থা যা পুরো বিশ্বকেই আশংকা জনক অবস্থায় রাখে যেমন অভিবাসন সঙ্কট কিংবা বৈশ্বিক সন্ত্রাস, এগুলো আমরা এড়াতে পারিনি। এহেন সঙ্কট মোকাবেলা সব সময়ই সহজ হয় যখন প্রতিবেশী ছোট দেশগুলোকেও একি রকম পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। একই রকম সমস্যা মোকাবেলায় ভিন্নমত নির্বিশেষে সহযোগিতা এবং উন্মুক্ত সংলাপই হল শ্রেষ্ঠ পন্থা। যদিও করার চেয়ে বলা অনেক সহজ, কিন্তু আমি অন্য কোন পথ দেখি না। যখন সমগ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত হয় তখন আমাদের সহযোগিতার জন্য একটি সাধারণ ক্ষেত্র তৈরি হয়। উন্মুক্ত সীমান্ত এবং অবাধ যোগাযোগ এর জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত।

ল্যাকুঃ এটা সত্য যে কসোভা সঙ্কটের সমাধানে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক সংস্থানের একই সাথে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি ছিল। বিদ্যমান আঞ্চলিক বিদ্বেষ ও বৈরিতা এবং শক্তিধর রাষ্ট্র সমূহের ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণের আলোকে কসোভা এবং অন্যান্য বলকান রাষ্ট্রের কার্যকারীতার কেমন সম্ভাবনা রয়েছে?

জেল্যাঃ আমি কসোভা বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ নই আর প্রকৃত পক্ষে সাম্প্রতিক বিষয়ে আমি কমই জানি। সাধারণভাবে আমি বলতে পারি বলকান এর ইতিহাস অগোচর করা যাবে না, আর এই দায়বদ্ধতা আমরা খুব সহজে এড়াতে পারি না। সাবেক যুগোস্লাভিয়ার কম উন্নত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল থেকে উদ্ভব নব্য রাষ্ট্র, কসোভা, উত্তরাধুনিকতার নানাবিধ প্রতিযোগিতা এবং রূপান্তরের সম্মুখীন। এটাই দেশটিকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা এবং শক্তিধর রাষ্ট্র সমূহের নিকট নির্ভরশীল করে তুলে। ইউ-এর বর্তমান সঙ্কট, বলকান দেশ সমূহের ইউ অধিভুক্তর ব্যাপারটিকে পিছিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এই ব্যাপারটি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে পারত। বিদ্বেষ আর বৈরিতা হল দুর্নীতগ্রস্ত রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা লাভের হাতিয়ার। প্রায় অর্ধেকের অধিক তরুণ জনসংখ্যা এবং তীব্র বেকার সমস্যার দরুন, কসোভা একটি দীর্ঘ সঙ্কটাবস্থার ভয়াবহ পরিণতির দিকে ধাবিত যদি না বড় ধরণের কোন অবকাঠামোগত পরিবর্তন করা না হয়। এই ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার প্রয়াস সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে। অন্যথায় এই জনপদের নব্য সহস্রাব্দের প্রজন্মদের তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের চেয়েও আরও বেশি জাতীয়তাবাদ, গোষ্ঠী সংকীর্ণতা এবং সর্বগ্রাসী মনোভাবে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়াবহ প্রবণতা থেকে যায়। এই বিচ্ছিন্নতাবাদ বা বলকান পরিণতি থেকে উত্তরণে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং গবেষণা পারস্পারিক সহযোগিতা ও বিশ্বাসের মনোভাব গড়ে তোলার মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

ল্যাকুঃ আপনি কি মনে করেন পুঁজিবাদের ক্রমশ বিকাশ পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের মানুষকে বিকল্প সরকার ব্যবস্থায় ফিরে জেতে পুনরায় ভাবাবে? পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী মনোভাব সামাজিক ন্যায়বিচার কে পদদলিত করার মাধ্যমে নিজেই এক গভীর সঙ্কট কালে উপনীত হয়েছে। এই ব্যাপারটি পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে আরও প্রকট কারণ সমাজতন্ত্রের পতনের পর যে অভিজাত দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব

>>

সেখানে হয়েছে, আইনের শাসনকে তারা যাচ্ছেতাই ভাবে ভূলুণ্ঠিত করেছে। এ বিষয়ে আপনার ব্যাখ্যা ও পরামর্শ জানতে চাচ্ছি?

জেল্যাঃ বাড়তে থাকা জনসংখ্যার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব মূলক গণতন্ত্র একটি প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বৃহৎ পরিসরে জনগণের উপর প্রভাব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রায়ানের কাঙ্খিত অগ্রগতি না হওয়া সত্ত্বেও, অনেকেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও বিকল্প সরকার ব্যবস্থাকেই সমাধান হিসেবে দেখে থাকেন।

পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়া সমাজ ব্যবস্থায় গণতন্ত্র জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। এই সমস্যা গুলো থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে যা প্রতীয়মান হয় তা একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সাফাই গায়, অন্য দিকে তা বিভিন্ন জনপ্রিয় আন্দোলনকেও উদ্বেলিত করে। কিন্তু এই আন্দোলনগুলো আদতেও এই অঞ্চলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যমান পুঁজিবাদকে দমাতে পারেনি।

দুর্নীতি-গ্রস্ত অভিজাত রাজনৈতিক গোষ্ঠী আর বিত্তশালীদের ক্ষমতার নি-য়ন্ত্রণে ব্যর্থতা,স্পষ্টতই গণতন্ত্রের খুঁত তুলে ধরে। সমাজতন্ত্র থেকে উদার গণতন্ত্রের দিকে গমন পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বিভিন্ন মডেলের অব-তারণা করেছে; মুক্তবাজার মডেল থেকে আরও সামাজিক পুঁজিবাদের মডেলের দিকে রূপান্তর। যুদ্ধ ছাড়াও আমাদের অঞ্চলটি বিকাশমান পুঁজিবাদ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক পুঁজিবাদ হতে রেহায় পেত না, বরং বর্তমানে এই ধারাই অঞ্চলের অন্যান্য দেশকে শাসন করছে। যদিও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের অঞ্চলে সামাজিক অসাম্য এবং ধনী গরিবের ব্যবধান কম এবং উন্নততর মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বাড়ছে। আমার মতে যেকোনো উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের জন্য দুর্নীতির ক্ষেত্রে এক চুল পরিমাণ ছাড় না দেয়া নীতি, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষে নতুন অর্থনৈতিক মডেল তৈরি করা প্রয়োজন।

ল্যাকুঃ আমাকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী অ্যান্থনি গিডেন্স বলেছিলেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর ক্রমবিকাশের ধারায় এখন এক ক্রান্তি কালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে ইউ নাগরিকদের মধ্যে ইউ-এর উপর সরাসরিভাবে আস্থা কমে গেছে। ক্রোয়েশিয়া আর কসোভার অবস্থান ইউ-এর সংকটকাল আর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কিভাবে বুঝতে পারি?

জেল্যাঃ যদিও আমি ইউ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধির বিরোধী কখনো ছিলাম না কিন্তু এটা স্পষ্ট যে ইউরোপিয়ান আমলাদের উদ্ভব পরিস্থিতি মোকাবে-লার জন্য যথার্থ ও তড়িৎ উপান্তর নেই। ব্রাসেলস আর ইউ-এর মধ্যকার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার যে বৈষম্য, আর বাজে নীতি এবং কালক্ষেপণ বিষয়ক জটিলতা, ইউ জনগণের মধ্যে সংস্থাটির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেছে। এর পরিবর্তন আবশ্যক। অসমন্বয়কৃত আর্থিক এবং রাজস্ব সম্পর্কিত নীতিই এই ইউরোপিয়ান সঙ্কটের পেছনে দায়ী। এতসব ভিন্নতা নিয়ে শ্রম, অর্থ আর জিনিসপত্রের একটি সাধারণ বাজার সঠিক ভাবে চলতে পারে না।

ল্যাকুঃ গিডেন্স আরও বলেছিলেন ইউ-এর উপরন্তুর অগ্রগতির মাধ্যমেই কেবল বলকান দেশগুলোর সমস্যার সমাধান হতে পারে। তিনি বলেছি-লেন যে, মূল ব্যাপারটি হল সার্বিয়ার উচিৎ ক্রোয়েশিয়ার পথ অনুসরণ করে ইউ-এর সদস্য হয়ে যাওয়া, আর এতে আশা করা যায় যে এভাবে কসভার ইউ সদস্য হওয়ার রাস্তা সহজ হয়ে যাবে। আমার প্রশ্নটি হল, যেহেতু কসভা মাত্র ১০ বছর আগে স্বাধীন হওয়া একটি ছোট দেশ, এটা কি এখনও ইউ তে একীভূত হতে এবং ভিসা বিষয়ক ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে? এই বিচ্ছিন্নতা আমাদের ইউরোপ ব্যাপী অবাধ চলাচল, অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশ, সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, ইউ বাজারে স্বীকৃতি বাঁধাগ্রস্ত করছে, যেখানে আমাদের ৬০% জনসংখ্যার বয়স ২৫ বছরের নিচে। আমরা তাই ইউ-এর সাথে একীভূত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। ইউরোপে একীভূত হতে হলে কসোভার কি করা উচিৎ বলে আপনি পরামর্শ দেবেন?

জেল্যাঃ আমি আমার বিশিষ্ট সহকর্মী গিডেন্স-এর সাথে একমত। আমার পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরেই পরামর্শগুলো দেওয়া আছে। ইউ তে একীভূত ব্যাপারটা হল অনেকটা আটকিয়ে ফেলা, যা কিনা সমন্বয়ের প্রক্রিয়া ধীরগতি সম্পন্ন করে দিতে পারে। কসোভা থেকে বড় সংখ্যায় দেশান্তর গমন কোন ফলপ্রসূ ব্যাপার নয়। কসোভার ইউ-এর সদস্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথ খুব সহজ বলে মনে হয় না, অন্তত ক্রোয়েশি-য়ার অভিজ্ঞতা আমাকে তাই বলে। স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ইউ একীভূত করণের প্রধান পূর্ব শর্ত হলেও, নতুন পদ প্রার্থীদের প্রতি-যোগিতায় ইউ একীভূত হওয়া আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আমি এখনও ইউ আর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে বলে মনে করি আর তা প্রান্তিক সদস্য রাষ্ট্রদের উন্নতিতে সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস রাখি। দ্রুত জীবন মানের উন্নতির প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া আর প্রাথমিক ভাবে যে অভীষ্ট সুফল পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল তা আশানুরূপ গতিতে না হওয়া সত্ত্বেও এগুলো সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথে অন্তরায় হিসেবে গণ্য করা উচিত হবে না।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ল্যাবিনেত কুনোশেভি <labinotkunushevci@gmail.com>

> ক্ষমতাধর বহিরাগত

চীনের আবাসন উন্নয়ন কোম্পানি এবং কৃষক আন্দোলন

ইউ দু, ইউনিভার্সিটি অব উইস্কন্সিন-মেডিসন, ইউএসএ এবং আইএসএ-এর আঞ্চলিক ও নগর উন্নয়ন (আরসি ২১) শীর্ষক গবেষণা পর্ষদের সদস্য

পূর্ব চীনের একটি শহরের প্রায় অর্ধ ধ্বংস হয়ে যাওয়া শক্তিশালী সংযুক্ত বাড়ি, জুন ২০১৭। চিত্র গ্রহণে ইউ দু।

চায়নার দ্রুত বর্ধিত শহরগুলোর প্রান্তে অর্ধেকের বেশি বাড়ি ধ্বংস হয়ে আছে। এরকম বাড়িগুলোর মধ্যে কিছু "শক্তিশালী সংযুক্ত বাড়ি" আছে, যারা আবাসন উন্নয়নকর্মীদের রান্না করার দুই ধারবিশিষ্ট ছুরি দিয়ে ভয় দেখায়। বিভিন্নভাবে হস্তন্যস্ত করার ক্ষেত্রে "গ্যাং দিয়ে পরাস্ত করার" অভিযোগ তোলে। অনেকাংশে উন্নয়নকর্মীকে খুন করার হুমকি দিয়ে থাকে। গত কয়েক বছর ধরে, অধিকাংশ বাড়ির প্রতিবেশিরা তাদের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। তারা তাদের জমির বদলে অর্থ নিচ্ছে এবং তারা উচ্চতলা বিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই গ্রামে প্রায় বিশটি এরকম সংযুক্ত গার্হস্থ্য এ রকম ভাবে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তিন মাস পর আমি আবাসন উন্নয়নকর্মীকে আমার চীনের নগরায়ন নীতি সংক্রান্ত গবেষণায় যুক্ত করলে, দেখি ভয়ংকর চিত্র। বুল্ডোজার যেন প্রতিরোধকারীদের দুইতলা গ্রামের বাড়ির জন্য পৌঁছে গেছে। গার্হস্থ্যধারী তার বাড়ির চারপাশে গ্যাসোলিন ঢেলে দিয়েছে। গ্যাসোলিন ট্যাংক জ্বলে উঠেছে, বাড়ির দরজা বন্ধ করে রেখেছে। সে ছাদে উঠে গিয়েছে এবং নিজের জীবন দেওয়ার জন্য বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষমান থেকেছে।

কিন্তু আমি দেখেছি, উন্নয়নকর্মীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দলের দুইজন পারদর্শী সদস্য ছাদ থেকে তাকে টানতে টানতে নামিয়েছে। অন্যরা অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে আগুন নিভিয়ে দিয়েছে এবং এরপর বুল্ডোজার দিয়ে বাড়িটি সমান করার কাজে নেমেছে। এটা ছিল দশম "সংযুক্ত বাড়ি"। এটি একটি পরিভাষা যা নির্দেশ করে এমন কৃষিজীবীদের বাড়ি, যারা একগুঁয়ের মত বাড়ি আঁকড়ে থাকে। যা সেদিন সকালে তারা গুড়িয়ে দিয়েছিল। প্রথম নয়টির ক্ষেত্রে এক ঘন্টারও কম সময় লেগেছে।

চীনের দ্রুত নগরায়ন বড় পরিসরে সরকারিভাবে জনগণের জন্য জমি দখলকে লক্ষ্য করে সংঘটিত হয়। লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীদের গার্হস্থ্য ন্যূনতম অর্থের বিনিময়ে উচ্ছেদ হয়েছে ও তাদের অন্যত্র জায়গা দেওয়া হয়েছে। গত দশ বছরে, কেন্দ্রীয় রাজ্য জমি রূপান্তর, কৃষিজীবী ও কৃষিজমি রক্ষার ক্ষেত্রে আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংস্কার করেছে। কিন্তু এখনো স্থানীয় সরকারের জমি বিক্রি করা হল প্রধান আয়ের উৎস। চীনের স্থানীয় কর্তৃত্বগুলো কৃষিজীবীদের অন্যত্র স্থলাভিষিক্ত করছে এবং আবাসিক এলাকাগুলো বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য কৃষিজমি দখল জারি রেখেছে।

এখন জমি সংক্রান্ত বিদ্বেষগুলো চীনের অধিকাংশ প্রতিবাদগুলোকে উস্কে দিচ্ছে। যখন সকল ধরনের সমাধানের পথগুলোর পথ রুদ্ধ হয়, বিরুদ্ধ কৃষিজীবীরা তাদের শরীর দিয়ে নৈতিক আত্মরক্ষার ভিত্তি তৈরি করে। তারা একগুঁয়েভাবে মাটিতে আঘাত করে তাদের পুরনো বাড়িগুলোকে ধরে রাখে। তারা নিজেদের গ্রামীণ জীবিকা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

>>

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জনপ্রিয় অধিকাংশ সমাজবৈজ্ঞানিক আলোচনাগুলো চীনের রাষ্ট্র-সমাজকে ভিত্তি করে আবর্তিত হয়। এসকল আলোচনায় নিরবে জমি সংক্রান্ত কৃষিজীবীদের প্রতিরোধে প্রধানক্রিয়াশীল হিসেবে পৌর প্রশাসন ও শহর ভিত্তিক সরকারকে নির্দেশ করা হচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তাদের প্রতি এই বিশেষ আলোকপাত অন্য ধরনের নিষ্পেষণের উৎসকে উপেক্ষা করে। বেসরকারি আবাসন উন্নয়নকর্মী, যারা স্থানীয় সরকারের অধীনে কৃষিজীবীদের উচ্ছেদ ও বে-দখলের কাজ করে, তাদের ফলেই চীনের নগরের স্থাপত্য নতুন ভিত্তি তৈরি হয়।

গত দুই দশক ধরে চীনের স্থানীয় সরকারগুলো আবাসনের নিকাশ ও উন্নয়নে ব্যাংক ঋণের ওপর নির্ভর করেছে। ২০১৬ থেকে কেন্দ্রীয় রাজ্য জমি উচ্ছেদের জন্য কঠোর ভাবে ব্যাংক ঋণ বন্ধ করেছে। এর পরিবর্তে স্থানীয় প্রশাসনের পৌর বন্ডকে উৎসাহিত করছে। এক্ষেত্রে নব্য বন্ড মার্কেটের ওপর নির্ভর না করে, অধিকাংশ স্থানীয় কর্তৃত্বগুলো সাহায্যের জন্য বেসরকারি আবাসন উন্নয়নকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করছে।

২০১৬-৮-এ আমার মাঠ গবেষণায়, আমি দেখেছি বেসরকারি আবাসন উন্নয়ন সংস্থাগুলো জমি উচ্ছেদের প্রত্যেকটি পর্বে সক্রিয়ভাবে থেকেছে এবং আমি আরও দেখেছি যে, আবাসন কর্তারা কৃষিজীবী প্র-তিরোধকারীদের জমি সংক্রান্ত দাবিকে অগ্রাহ্য করতে বহু ধরনের কৌশল প্রয়োগ করেছে।

বহু পর্যবেক্ষক নির্দেশ করেছেন যে, চীনের স্থানীয় কর্তৃত্বগুলো কখনো কখনো প্রতিরোধকারী সংযুক্ত গার্হস্থ্যদের দমাতে "ভাড়া করা গুণ্ডাদের" ওপর নির্ভর করে। এতে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে। গ্রামের অনেক ক্যাডাররা কৃষিজীবী সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং এর তাদের ঊর্ধ্বতনদের আদেশ মানার পরিবর্তে স্থানীয় কর্মচারী-রা প্রতিবেশি গ্রামবাসীদের পক্ষ নেয়। এমনকি তারাও সংযুক্ত গার্হস্থ্য-দের একজন হয়ে ওঠে।

বিশৃঙ্খল সহিংসতা সাংঘাতিক হতাহতি ও বাজে প্রচারণা তৈরি করে। এ রকম ঘটলে, কৌশলগুলো ভুল প্রমাণিত হয়। কখনো কখনো তা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনাস্থা তৈরি করে এবং স্থানীয় আমলাদের ক্যা-রিয়ারেও বাজে প্রভাব ফেলে। বেসরকারি আবাসন উন্নয়ন সংস্থাদের প্রতি সহিংসতা তৈরি করে স্থানীয় সরকারেরা নিজেদের নিষ্পেষণের দায় এড়াতে পথ খোঁজে। অনেকাংশে বৈধভাবে তাদের উচ্ছেদ ও ধ্বংস করে। ডেভেলপারেরা, যারা "বিনা বাধায়" বৈধতার সঙ্গে সফলভাবে গ্রামের এ রকম সংযুক্ত বাড়িগুলো ধ্বংস করেছে, তারা অভিজ্ঞ গ্যাং সর্দারদের (ধ্বংসকারী দল) ভাড়া করতে পারে।

ধ্বংসকারী দলের সদস্যরা টেনে হিঁচড়ে তাদের বাড়ি থেকে নামায়। কিন্তু কোন ভাবে আহত করে না। একটা দিক থেকে তাদের গ্রামবাসী-দের দ্বারা মার খেতে হতে পারে, এ রকম ঝুঁকি আছে বলে মোটা অংক দেওয়া হয়। স্থানীয় কর্মকর্তা ও আবাসন উত্তরদাতাদের উভয়ই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার একমাত্র গণ মাধ্য-মগুলোতে প্রতিবাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করলেই কেবল হস্তক্ষেপ করে। আর এটা কেবল তখনই, যখন উচ্ছেদে সাংঘাতিক কিছু ঘটে, কিংবা ব্যাপক হতাহত হয়। শারীরিক আঘাত সামান্য উপশম করে এই বেসর-কারি নিরাপত্তা বাহিনীগুলো সংযুক্ত গার্হস্থ্যদের "শরীরের রাজনীতি"-কে উপেক্ষা করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা হ্রাস করে।

সংযুক্ত গার্হস্থ্যদের দীর্ঘ প্রতিরোধ এই প্রক্রিয়াকে অবশ্য আরো জটিল করে তোলে। কৃষিজীবী, যারা তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে দেওয়ার অস্বীকৃতি জানাতে বিলম্ব করে, তারা দ্রুত সুদের পাওনা আদায় করে। কখনো এক রাতের মধ্যে উধাও হওয়ার ঘটনা আবাসন কোম্পানিকে দেউলিয়া করে।

কিন্তু যখন এরকম গার্হস্থ্যরা বড় বড় আবাসন মালিকদের মুখোমুখি হয়, যারা এই প্রক্রিয়ায় সামান্য বিলম্বকেও অতিক্রম করতে পারে, তখন কৃষিজীবীরা একেবারে অক্ষম হয়ে যায়। প্রত্যেক দিনের প্রতিরোধের ঘটনায় সংযুক্ত গার্হস্থ্যরা প্রতিনিয়ত বিধ্বংসী দলের কাছে হ্যস্তন্যস্ত হয়। কখনো হয়ত হুলিগান তাদের জানালা ভেঙে ফেলে, স্থানীয় পৌর প্রশা-সন তাদের পানি ও বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়। অনেক গার্হস্থ্যদের জন্য, দীর্ঘ শারীরিক ও মানসিক আঘাত বিপদজনক হয়ে ওঠে। যা স্ট্রোক, হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়া, উদ্বেগ ও হতাশার জন্ম দেয়। বুল্ডোজারের টিয়ার সর্ব-শেষ পদক্ষেপে ছেড়ে দেওয়া হয়। আবাসন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এভাবেই গার্হস্থ্যদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল করে ফেলে।

সবগুলো সংযুক্ত গার্হস্থ্যগুলো ভাল একটা ক্ষতিপূরণের জন্য যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিরোধ করার কারণগুলো বিভিন্ন ধরনের হয়। নগর এলাকার কাছে যে সকল গার্হস্থ্যরা, তারা অধিক হারে ক্ষতিপূরণের জন্য যুদ্ধ জারি রাখেন, যেহেতু পুনঃবসতি স্থাপন তাদের একমাত্র আয়ের উৎস হয়ে ওঠে। অনেক শহুরে গ্রামবাসী তাদের জমিতে বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি নির্মাণ করে। এ গুলোকে অভিবাসী কর্মী ও অফিস কর্মচারীদের তারা ভাড়া দিয়ে থাকে, কিংবা নিচ তলায় ছোট ব্যবসায়ের ব্যবস্থা করে। প্রান্তিক গ্রামীণ শহরে, কৃষিজীবীরা সংযুক্ত গার্হস্থ্যদের একজন হয়ে ওঠে। কেননা তাদের যে মূল্য দিতে চাওয়া হয়, তাতে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সামর্থ্য হয় না। তাদের সন্তান-সন্ততিদের অ্যাপার্ট-মেন্ট কেনার জন্য সহযোগিতার পর বৃদ্ধ প্রজন্ম অর্ধধ্বংস বাড়িতে পড়ে থাকে। তাদের আর থাকার জায়গা থাকে না।

কেন কৃষিজীবীরা "সংযুক্তদের" একজন হয়ে ওঠে, এর থেকে এই সংঘর্ষটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি একটি গ্রামে একজন মধ্য বয়সী গা-র্হস্থ্যকে ক্রুদ্ধ হয়ে আবাসন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মাঠ কর্মী সদস্যের পার্কড গাড়ির নিচে ঝাঁপ দিতে দেখেছি। সে শপথ নিয়েছে যে এর প্রতিশোধ সে নেবে। একটা দীর্ঘ কাঠের লাঠির ওপর ভর দিয়ে একজন প্রতিরো-ধকারী, যে তার স্ত্রীকে শান্ত করতে কাছে আসবে, তাকেই লাঠি দিয়ে আঘাত করার হুমকি দিয়েছে। প্রতিরোধকারীরা ভয়ে লাল হয়ে ওঠে। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বল্প হয়। আর তার স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ে। "এটা তার হৃদয়। আমি জানি, হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার একদিন মৃত্যু ঘটবে," বলে স্ত্রী কাঁদল। কিন্তু শোনার কেউ থাকল না। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ইউ দু <yue.du@wisc.edu>

> গ্লোবাল ডায়ালগ-এর রোমানীয় সম্পাদনা পরিষ-দের পরিচিতি

রাইসা-গ্যাব্রিয়েলা জাম্ফিরেস্কু

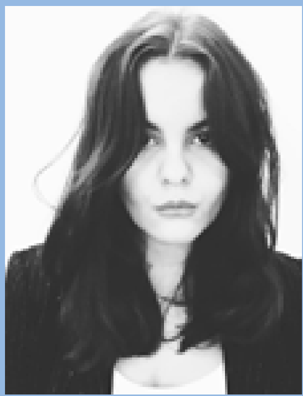

দিয়েনা-আলেকজান্দ্রা দুমিত্রেস্কু

লুলিয়ান গ্যাবোর

রোদিকা লিসেয়ানু

মাদালিনা মানিলা

বিয়ানকা মিহাইলা

আন্দরি মোলদাবানু

ওনা-এলেনা নেগ্রা

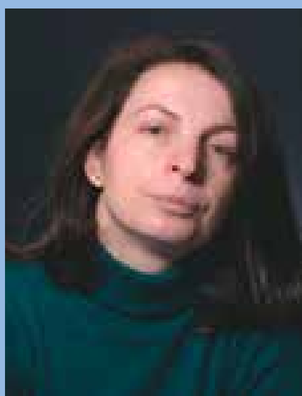

মাওয়ারা পারাসিভ

গ্লোবাল ডায়ালগ

>>

রাইসা-গ্যাব্রিয়েলা জেমিফিরেসকিও বর্তমানে বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি প্রার্থী। তিনি সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম অনুষদের সমাজতত্ত্বে স্নাতক (বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়) এবং দুইটি স্নাতকোতর ডিগ্রি, একটি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তথ্য ব্যবস্থাপনা ("মিহাই ভিয়েতাজুল" জাতীয় বুদ্ধিমত্তা একাডেমী, রোমানিয়া) এবং তথ্য বিশ্লেষণ ও নিরাপত্তা বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন (বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং রোমানিয়ান নিরাপত্তা বিষয়ক যৌথ কর্মসূচি)। নিরাপত্তা থেকে জেন্ডার স্টাডিজ এবং ক্লাস্টার বিশ্লেষণের মত বিভিন্ন ধর্মী বিষয়ের উপর আগ্রহের ভিত্তিতে তাঁর আভিসন্ধর্ভ টেলিভিশন, বিশেষত আমেরিকান টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলির উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। বর্তমানে, তিনি পরিসংখ্যান ও রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের সেমিনারগুলি নেন।

ডায়ানা- আলেকজান্দ্রা ডুমিত্রেস্কু বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি প্রার্থী। তিনি সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম অনুষদের সমাজতত্ত্বে স্নাতক (বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়) এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তথ্য ব্যবস্থাপনা (ইউনিভার্সিটি অফ ওয়ারউইক, যুক্তরাজ্য) এবং তথ্য বিশ্লেষণ ও নিরাপত্তা বিভাগে দুইটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন (বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং রোমানিয়ান নিরাপত্তা বিষয়ক যৌথ প্রোগ্রাম)। বর্তমানে, তিনি বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয় (আইসিইউবি)-এর রিসার্চ ইন্সটিটিউটের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একজন সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক এবং গবেষণা পদ্ধতির সেমিনার গুলি নেন।

আইউলিয়ান গাবর বর্তমানে বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিতে অধ্যয়নরত। তিনি ভাগীকৃত অর্থনীতিতে আগ্রহী, বিশেষত, গাড়ীর অংশীদারিত্বে, গতির অংশীদারিত্ব, অনলাইন ভ্রমন সমন্বয়কারী সম্প্রদায়, স্থায়িত্ব এবং সংকেত সফর। একজন নৃ-বৈজ্ঞানিক বিবরণবাদী হিসাবে, তার আভিসন্ধর্ভ ব্যবহারকারীদের আচরণের উপর আলোকপাত করেন। তিনি একটি পরিবেশবাদী এনজিওতে কাজ করছেন এবং আশাবাদী যে "আমাদের গবেষণা, সৃজনশীলতা এবং প্রযুক্তির দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ভবিষ্যতের সমস্যার অনেক সমাধান করতে পারবে।"

রদিকা লিসেয়ানু বর্তমানে বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পিএইচডি শিক্ষার্থী। তিনি সমাজবিজ্ঞান এবং সামাজকর্ম অনুষদের নিরাপত্তা অধ্যয়ন থেকে এম.এ এবং বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে এম.এ এবং ইক্লুয়েস সায়েন্সস, সোশ্যালিস প্যারিস (ইএইচএস)। তার গবেষণার আলোচ্য বিষয় শিক্ষার সমাজবিজ্ঞান। তিনি বর্তমানে রোমানিয়ার স্কুল থেকে শিশুদের অন্তর্হতির অদৃষ্ট কারণ, প্রভাব এবং সামাজিক নির্ণায়াক নিয়ে অধ্যয়নরত।

মাদালিনা মানিয়া নোটিংহাম ট্রেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনীতিনিতে বি.এ এবং বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর সমাজবিদ্যা গবেষণায় এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তার পিএইচডি গবেষণার শুরুতে, তিনি দুটো আন্তর্জাতিক প্রকল্পে গবেষনা সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন, ইয়োমবিলিটি এবং টেম্পার, বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজের গবেষক দলের অংশ হিসেবে।

বিয়ানকা মিহাইলা বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের এম.এ শিক্ষার্থী। তার গবেষণাগুলি বহুজাতিক সহলেখকত্ব সম্পর্কের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। এই ক্ষেত্রে তিনি গবেষকের বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিশীলতার উপর বহুজাতিকের প্রভাব বিশ্লেষণের প্রয়াস করেছেন। তার কাজের মধ্যে তিনি সামাজিক ও ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ ব্যবহার করেন। তিনি বর্তমানে ওয়াল্টার ডিগ্রিয়ার ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ অফ সোশ্যাল রিসার্চ-এর নির্বাহী সম্পাদক।

আন্দরি মোলদাবানু বর্তমানে বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি প্রার্থী। তিনি সমাজবিজ্ঞান এবং সামাজকর্ম অনুষদ থেকে এমএ লাভ করেন। তার প্রধান গবেষণাটি গবেষণা- উন্নয়ন উদ্ভাবন খাতে জন এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে সংযুক্ত করেছে। জন প্রশাসন থেকে শুরু করে বয়সবাদ, গ্রাফিক উপন্যাস এবং কমিকসের মত একাধিক বিষয়ে তার আগ্রহ। তিনি বর্তমানে সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির সেমিনারগুলি নিচ্ছেন।

ওনা-এলেনা নেগ্রা বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডিরত। তিনি বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ এবং এম.এ সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার বিষয়বলী সামাজিক বৈষম্য এবং লিঙ্গ অধ্যয়ন বিশেষত রোমানিয়ান শ্রম বাজারে অর্থনৈতিক লিঙ্গ বৈষম্য এবং লিঙ্গ ভিত্তিক বিচ্ছিন্নতার উপর প্রাধান্য দিয়েছে। তিনি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা কৌশল এবং পদ্ধতি বিষয়টির জন্য শিক্ষণ-সহকারী হিসেবে নিযুক্ত।

মাওয়ারা পারাসিভ সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানে স্নাতক। তিনি বর্তমানে বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডিতে অধ্যয়নরত। তার ডক্টরেট থিসিসের বিষয়বস্তু একটি দলীয় কর্মসূচী যা তৈরী হয়েছে সেসব লিঙ্গীয় দাগি অপরাধীদের জন্য যারা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী নতুবা পরীক্ষামূলক পরিষেবায় তালিকাভুক্ত। তিনি বর্তমানে-অবেক্ষণ উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছেন।